অম্বালী।

(পৌরাণিক বিয়োগান্ত দৃশ্যকাব্য)

মহাভারত-নাট্যকাব্য-প্রণেতা

স্বর্গীয় কবি

প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বিরচিত।



২২।২৩ নং বিডন্ ষ্ট্রীট "ভরদ্বাজ আশ্রম" হইতে

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

PRINTED BY P. C. MOOKERJEE & SONS,

At the Full Moon Printing Works, 24, Beadon Street, E. C.

CALCUTTA.

1908.

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীশ্রীভগবান্নারায়ণের অনুকম্পায় নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আজ এই সুদীর্ঘ আটবৎসরের পর তমালী প্রকাশিত হইল। আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব ক্লাসিক থিয়াটারে অভিনয়ার্থ তমালী লিখিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার অকাল মৃত্যুতে ইহা যথাসময়ে প্রকাশিত বা অভিনীত হয় নাই। তাঁহার রচিত সংসার-চক্র, সোণার স্বপন, তোমারই ও তাঁহার মহাভারত-নাট্যকাব্য পাঠকবর্গের নিকট যেরূপ আদরণীয় হইয়াছে আশা করি তমালীও সেইরূপ হইবে।

পুস্তকখানির স্থানে স্থানে মুদ্রাঙ্কনভ্রম আছে, দ্বিতীয় সংস্করণে উহা সংশোধন করিতে যত্নবান হইব। ইতি

কলিকাতা,
"ভরদ্বাজাশ্রম,"
২২।২৩ নং বিডন ষ্ট্রীট্
৯ই আশ্বিন ১৩১৫ সাল।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।



উৎসর্গ।



অশেষগুণালঙ্কৃত পরমারাধ্য পূজ্যপাদ

শ্রীল শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ

পিতামহ মহাশয়

শ্রীচরণকমলেষু—

দাদাবাবু,

বাবার সাধের তমালীকে সাজাইয়া তাঁহারি অনুমতিক্রমে আপনার শ্রীচরণে উৎসর্গ করিলাম। তমালীকে আপনি স্নেহের চক্ষে দেখিলে বাবার মনোরথপূর্ণ এবং আমারও পিত্রাজ্ঞা-পালন হইবে।

আপনার স্নেহের

প্রভাত।

নাটকীয় চরিত্র।

পুরুষগণ।

বসুদেব, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, মদন, ভীমসেন, অর্জ্জুন, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন; কর্ণ, শকুনি, রুদ্রমালী, তক্ষক, অশ্বসেন, দারুক, সদানন্দ, ইন্দ্রসেন, নাগরিকগণ, নগরপাল, নগররক্ষক ও যদুবীরগণ।

স্ত্রীগণ।

রোহিণী, দেবকী, সুতনু, রুক্মিনী, সত্যভামা, কালিন্দী, সুভদ্রা, ভানুমতি, তমালী, রতি, রেবতী, শ্রীকৃষ্ণরঙ্গিনীগণ, স্বপ্নসঙ্গিনীগণ, সখীগণ, পরিচারিকা ও নারিগণ।

তমালী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(তোরণসম্মুখ)

দলবদ্ধ নাগরিকগণ, নগরপাল, নগররক্ষক প্রভৃতি

সকলের গীত।

কিবা নীলাঞ্জন— নীরদ-গঞ্জন
নিত্যনিরঞ্জন প্রেম-বিথারী,
ত্রিভুবন-মোহন ভীতিহারী ধনুধারী।
নর নরোত্তম শ্যাম,
পূর্ণ সফলতা কাম,
অনুপম গুণধাম হরি প্রেম-ভিখারী।
কুন্তীদুলালে—পুষ্পিতমালে
সাজাও বরবপু গীতিসুধা ঢালে,
হৃদয়ে হৃদয়ে গাঁথি বান্ধব প্রেমে মাতি,
"জয় কৃষ্ণার্জ্জুন" গাও দিবারাতি,
জয় বীরাচারী—কানন-বিহারী।

নগরপাল। শ্রেণীবদ্ধ হও, ওহে নাগরিকগণ!
দুদলে বিভক্ত হয়ে দাঁড়াও সকলে।
রসনা নিস্তেজ কর, দৃষ্টিশক্তি রাখ
উত্তেজিত; প্রাণের প্রবল আন্দোলন

কিছুক্ষণ কর প্রশমিত। অচিরাৎ
অচঞ্চল নীলদীপ্তিময় জ্যোতিষ্মান
শ্যামোজ্জ্বল মুরারির অভিন্ন প্রভাব
নেহারিবে পার্থিব নয়নে; ভুলে যাবে
আপনায়, জনম সফল হবে। বল
"জয় জয় ধনঞ্জয় তৃতীয় পাণ্ডব!"

সকলে। জয় জয় ধনঞ্জয় তৃতীয় পাণ্ডব!

নগররক্ষক। ওই শোন দূরে কোলাহল, ওই শোন
জীমূতমন্দ্রের মত সাগর-কল্লোল।
ওই হের শ্রেণীবদ্ধ উড়িছে পতাকা
পত পত, ওই হের লোকসঙ্ঘ, শুন
পুনঃ অদূরে পাণ্ডব-যশোগান; শুন
রথের ঘর্ঘর তান। যেন উদ্বেলিত
উত্তাল তুফান—মুখে ক'রে ছুটে আসে
গুণগ্রাম ধনঞ্জয় মাধব-বান্ধবে।
স্থির হও সবে, অচিরে হেরিবে, প্রাণ
পূর্ণ হবে, নিরখিয়ে পাণ্ডব-প্রবীরে।

(দূরে সৌধশিরে রুক্মিণী, সত্যভামা, সুভদ্রা, কালিন্দী, ও নারীগণের প্রবেশ)

সত্যভামা। ওলো ওলো, এই দিকে এই দিকে আয়,
এখনো আসেনি ধনঞ্জয়; ওই দেখ
শত শত নাগরিক রাজকর্ম্মচারী
আবাহন প্রতীক্ষায় দাঁড়ায় সম্ভ্রমে।

রুক্মিণী। বোধ হয় বিলম্ব নাহিক আর; শুন
অদূরে গভীর বাদ্যধ্বনি। এইবার
আসিবেন পার্থবীর তৃতীয় পাণ্ডব।

সত্যভামা। ওলো কালি কালীয়ে কালিন্দি! শোন্‌নালো,
সুভদ্রারে মাঝখানে দেনা; মাজা ঘসা
চাঁদমুখখানি ফুটিয়ে বাহিরে ধর্‌!
আসিছেন কৃষ্ণের বান্ধব; উপস্থিত
প্রথম আহ্বানে চাই তো নজর দান;
তা না হয় কৃষ্ণভগিনীর এতটুকু
কাটক্ষ নজর! ষোলকলা এ রূপের
কেবল একটি কলা ধরে দেওয়া যাবে।
সুভদ্রা। সে কলাটি তুমি ভেজে খেয়ো।
কালিন্দী। সত্যইত,
ঠিকত বলেছে ভদ্রা। আপনার গায়ে
হাত দিয়ে বলাই ভদ্রের কাজ। কেন
কৃষ্ণভগ্নী কটাক্ষ-নজর দিতে যাবে?
কৃষ্ণের এমন আলো-করা-ধন, মরি
ভাদ্রের এ ভরাগঙ্গা চলান জোয়ার
থাকিতে এ সত্যভামা, নজর ভেটের
অভাব কি হতে পারে? তুমি মুখ বার
করে রাখ; পিপাসিত ক্ষুধিত অতিথি
পেট-ভ'রে সুধা খেয়ে শুভদৃষ্টি করি
পশিবে দ্বারকাপুরে। কেমন, কুমারি?
সত্য। আচ্ছা থাক্‌, অর্জ্জুন পশুক আগে পুরে,
তার পর এ কথার বিচার হইবে।
দেখা যাবে!
রুক্মি। তাই হবে বোন্‌, তাই হবে।
এখন একটু ক্ষান্ত দাও; ওই দেখ
রথস্বর্ণচূড়া ধেয়ে আসে; ওই দেখ
দ্বারকা-নিবাসীগণ মাতি প্রেমামোদে

উচ্চরোলে জয়রোল তুলে ছুটে আসে।
দেখ দেখ কি আশ্চর্য্য, দেখ! শত শত
লোক—সুন্দর সজ্জিত রথ টেনে আনে।
রথোপরি এই বুঝি পার্থ মহামতি?
দেখ দেখ কি সুন্দর ব্রহ্মচারী বেশ!
ওলো তোরা শঙ্খধ্বনি কর্! ঘোর রোলে
আনন্দের ধ্বনি সনে হুলুধ্বনি তোল!

(রথস্থ অর্জ্জুনকে লইয়া নাগরিকগণের রথ টানিয়া আনয়ন)

সকলে। জয় জয় ধনঞ্জয় মধ্যম পাণ্ডব!

(শশব্যস্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। কই কই, কোথা পার্থ, কোথা প্রাণসখা?
এই যে এই যে রথে! একি, একি বেশে
ধরাবাসে করিস্ ভ্রমণ, ধনঞ্জয়?
শিরে জটা কেন হেন কাদম্বিনী ঘটা?
কোথা তোর তেজঃপুঞ্জ সেই রাজছটা!
তুই যে স্বর্গের অধিকারী; স্বর্গপতি
তোর যে জনম-দাতা, তুই যে স্বর্গের।
আয় প্রাণে আয়, আয় বুকে আয়; ওরে,
তুই আমার আপন হতে আপনার।
তোরে আমি কোথা স্থান দিব? এ ভূলোকে
তোরে রেখে আমি কি সুস্থির হতে পারি?
অর্জ্জুন, কেমন আছ—ভোলনি আমারে?

অর্জ্জুন। ভুলিব? ভোলা কি যায় তোমাধনে, প্রভু?
ভোলানাথ আত্মহারা, ভবের কিছুতে
মন নাই; তিনিই যখন, মরি মরি,

যাই বলিহারী, নায়েন ভুলিতে তোমা-
ধনে, দিবানিশি কৃষ্ণনাম জপ তাঁর।—
অর্জ্জুন তোমারে ভুলে রবে? তাকি পারে
কভু? হে প্রভু, হে প্রাণের সর্ব্বস্ব ধন!
এ দাস তোমারি, তব পদের ভিখারী,
ধ্যানাতীত—দৃষ্টির অতীত মনোময়!
সারাৎসার পরাৎপর পরব্রহ্ম তুমি!
ব্যোম ভূমি জল, অনিল অনল, রবি
শশী গ্রহ ভ্রমে অহরহ; শব্দ স্পর্শ
রূপ রস গন্ধ পঞ্চেন্দ্রিয়; প্রাণ জ্ঞান
ধ্যান, অপান উদান তুমি। হে প্রকৃতি!
সহস্রারে জাগ কুল কুণ্ডলিনী রূপে—
কেটে দাও মায়ামোহ-ডোর। দাও দেব!
দৃষ্টি খুলে দাও, সুধারসে মাতোয়ারা
ক'রে দাও মোরে! ভুলে যাই বসুন্ধরা,
ভুলে যাই মিথ্যার সংসার। যদুমণি!
আমারে যেমন তুমি রেখেছ তোমার
এ সংসারে, আমিও ত আছি সেইরূপ?
তুমি যে গোলক ছেড়ে এসেছ ভূলোকে,
ভুলাতে কি তরাইতে তুমিই তা' জান!
তুমি ভাল আছ? ধরারে বৈকুণ্ঠ করি,
অথবা বৈকুণ্ঠ ভুলে গিয়ে, এ ধরারে
ধরা দিয়ে—তুমি বা কেমন আছ, প্রভু?
হরিমনোহারী দেবী কমলবাসিনী
কমলা ত্রিলোক-উদ্ধারিণী—কুশলে ত
আছেন, মুরারি? সত্রাজিৎ-সুতা দেবী

সত্যভামা, তোমাসনে মান প্রাণ লয়ে
এ আলয়ে কুশলে ত আছেন, কেশব?

শ্রীকৃষ্ণ। ধনঞ্জয়, সব ভাল আছে। স্থির জেনো,
সখে, যে জন ধরারে ধরে বাক্যে, ধরা
যার হয় পায়ে ধরা, যেবা ধরাধর,
এ ধরা-সম্ভূত গ্লানি মায়ামোহমদ,
পদ্মপত্র-নীর সম নির্লিপ্ত হইয়া
অক্ষুণ্ণ নিষ্কাম ভাবে হয় স্বর্গসুখী,
এ ধরা ত হয় স্বর্গ তার, ধরা-ভারে
হয় কি সে প্রপীড়িত কভু, ভাই? এই
পাপতাপবসুন্ধরা পশ্চাতে তাহার
পড়ে থাকে। স্বর্গসুখে হয় মাতুয়ারা।
কেবল রুক্মিণী আর সত্যভামা নয়,
ষোড়শ সহস্র রাণী আপনারে লয়ে
ভাল আছে, স্মৃতি ভুলে আছে। অর্জ্জুন রে,
বল্ ভাই, কেন হেন ব্রহ্মচারী বেশে?

অর্জ্জুন। অর্জ্জুনের কেন হেন ব্রহ্মচারী বেশ,
ওহে ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণের শিরোভূষা
অখিলেশ! তব কাছে আছে অবিদিত?
তবে তুমি পার্থের কেমন মনোময়
প্রাণময় প্রভু? তোমারে কি বুঝাইব—
কিনা তুমি জান, অন্তর্যামী? এই সত্য-
পালনের বেশ, সত্যনাথ!

শ্রীকৃষ্ণ। বুঝিয়াছি,
পাণ্ডবের প্রতিজ্ঞা-জনিত মহাভাব—
আদর্শের কীর্ত্তিস্তম্ভ-রূপে ধরাধাম
করিছ উজ্জ্বল, ধনঞ্জয়! তব মুখে

শুনিব সকল কথা, ভাই! এবে চল
বিশ্রাম করিবে মম পুরে; পরিশ্রান্ত
তুমি। আজ মাধবে পাণ্ডবে মেশামেশি।
অর্জ্জুন এসেছে কেশবের মনোমাঝে,
মধুর আনন্দোৎসবে মাতুক দ্বারকা।
কালোয় কালোয় আয় করি কোলাকুলী,
কালোর কেমন আলো দেখুক জগৎ,
দেখুক দ্বারকাবাসী কালোর মিলন!

সকলের সমবেত গীত।

দুটি কালো একটি হয়ে, দেখ কত আলো ঢালে!
কালোর মিলন কালোর কোলে, মরি কত আলো জ্বালে!
আঁকা বাঁকা চূড়া দুলিছে, সই,
জটাজালে কিবা মিশিল ওই—
কিবা রঙ্গে ভঙ্গে প্রেমানন্দে মিশে গেল দুটি পুষ্পমালে!
ছবি দুই থানি আয় তুলে আনি জড়িয়ে রাখি প্রেমের জালে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(অরণ্য)

রুদ্রমালী ও তমালীর প্রবেশ।

রুদ্রমালী। এই উপযুক্ত স্থান! অনার্য্যপতি রুদ্রমালীর এই গভীর অরণ্যই এখন মন্ত্রণার উপযুক্ত স্থান! তমালি!

তমালী। কেন বাবা?

রুদ্রমালী। আজ বড় ক্লান্ত হয়েছি। আয়, এই বৃক্ষমূলে কিছুক্ষণ উপবেশন করি। কি! ক্লান্ত? মহাবীর রুদ্রমালীর জীবনে কি ক্লান্তিবোধ আছে? না—না তমালী। ক্লান্তি দূর করা আমার অসাধ্য। যদি কখন অর্জ্জুনের বুকে এই তীক্ষ্ণ ছুরিকা বিদ্ধ করতে পারি—পাপাত্মার পাপমুণ্ড কখন এই ছুরিকাঘাতে দ্বিখণ্ড করতে পারি—তার বক্ষের রক্ত অঞ্জলি অঞ্জলি পান কত্তে পারি—তার রক্ত-সাগরে ডুব দিতে পারি, তবেই এ প্রাণের জ্বালা জুড়াবে।

তমালী। বাবা, আজ অনেক পথ ভ্রমণ করেছেন। একটু বিশ্রাম করুন। এই গাছের তলাটি বেশ ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে, এই গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসুন, আমি আপনার পদসেবা করি।

রুদ্রমালী। আর সয়না, মা! আর সয়না, তমালী! তুই আমার বংশের কুললক্ষ্মী, আমার সন্তপ্ত প্রাণের সান্ত্বনা, তুই কি ভুলে যাচ্ছিস্ তুই রাজকন্যা, তুই অনার্য্যপতি রুদ্রমালীর প্রাণাধিকা কন্যা! অনাহারে অনিদ্রায় পথের ভিখারিণী হয়ে আজ দশ বৎসর কাল কেন বনে বনে ভ্রমণ কচ্ছিস্—তা কি ভুলে গেলি? আমার রাজ্য ঐশ্বর্য্য সুখ সম্পদ আত্মীয় স্বজন—আমার সুবৃহৎ রাজ-নিকেতন—লক্ষাধিক সুসজ্জিত সৈন্য—বিশাল

খাণ্ডবপ্রস্থ—সুখের রাজ্য কা হতে উৎসন্ন হয়েছে—কে আমাকে সমূলে বিধ্বংস করেছে? ঐ অর্জ্জুন—ঐ দুরাত্মা তৃতীয় পাণ্ডব! আরে নরাধম, আরে দস্যু, আরে বর্ব্বরাপেক্ষা ইতর! এই তোরা আর্য্য বলে গৌরব করিস্? পরস্বাপহারী, নরকের কীটাপেক্ষা ঘৃণিত জীব! আমার সুখের খাণ্ডবপ্রস্থ—প্রকৃতির শোভার ভাণ্ডার—নিবিড় শ্যামল বনরাজী—অরক্ষিত অবস্থায় অকস্মাৎ এসে আক্রমণ কল্লি! তোদের জগদীশ্বর—সেই গোপাধম কৃষ্ণের সহায়ে—সেই ভণ্ড কাপুরুষ যুধিষ্ঠিরকে উপলক্ষ ক'রে—সোনার খাণ্ডবপ্রস্থ ছারখার ক'রে—ইন্দ্রপ্রস্থ নামে নূতন রাজধানী স্থাপন কল্লি! উঃ ভগবান পশুপতি! এই তোমার মনে ছিল! আমার স্ত্রীপুত্র আত্মীয় স্বজনকে পাণ্ডবের শরানলে নিক্ষেপ ক'রে, খাণ্ডবের গভীর অরণ্যে, পাতার কুটীর বেঁধে বাস কত্তে হল!

তমালী। বাবা! আর সে দুঃখের কথা তুলে কেন মিছে ক্লেশ পান? যাতে ইষ্টসিদ্ধি হয়—যাতে আবার রাজ্য স্থাপন কত্তে পারেন, তার চেষ্টা করুন। এখন শান্ত হোন, আজ তিন দিন মুখে একটু জল দেন নি, অনেক কষ্টে এই একটু দুধের যোগাড় করেছি, এই টুকু পান করুন। হতভাগিনী কন্যার একটা অনুরোধ রাখুন।

রুদ্রমালী। তমালী! তুই আপনার প্রাণ রক্ষার উপায় কর, আমার জন্যে কিছু ভাবিস্নি। তিন দিন অনাহারে থাক্‌লে তোর পিতা রুদ্রমালীর শরীরে কিছু মাত্র বলক্ষয় হয়না। দশবৎসর পূর্ব্বের কথা কি তোর মনে আছে? সহস্র সৈন্য সংগ্রহ ক'রে—এক ব্রাহ্মণের গোপাল অপহরণ কল্লেম্। উদ্দেশ্য ছিল, সেই গোপাল বিক্রয় করে যথাসম্ভব অর্থ সংগ্রহ কর্‌ব। ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে আবার প্রজ্জলিত অনল সৃষ্টি কর্‌ব। কিন্তু ঐ দুরাত্মা অর্জ্জুন—আমাকে সে আশা থেকেও বঞ্চিৎ কল্লে! যাক্,

শোন, তমালি! তুই আমার শেষ ভরসা। প্রকাশ্যযুদ্ধের আর সে সামর্থ্য নেই—আর সে সহায়ও নেই! আজ দশবৎসর এই পাষণ্ডের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফির্ছি। ধরি ধরি ধত্তে পাচ্ছিনি। এক পদ অগ্রসর—দশবার পশ্চাৎপদ হচ্ছি। এখন বেশ বুঝ্তে পেরেছি, সম্মুখযুদ্ধে এ দুরাত্মাদের কিছুমাত্র অনিষ্ট কত্তে পার্‌বনা। এখন তুই আমার দক্ষিণ হস্ত—অর্জ্জুনের মৃত্যুস্বরূপিণী তুই তীক্ষ্ণ ছুরিকা! ছলে বলে কৌশলে তুই ভিন্ন অর্জ্জুনকে মারবার আর কোন উপায় দেখ্‌ছিনি! তাই বল্‌ছি, আমার মুখের পানে চেয়ে শপথ কর্!

তমালী। বাবা, শপথ কত্তে হবে কেন? আপনার আদেশ কবে আমি অমান্য করেছি!

রুদ্রমালী। সে কথা নয়; মহাকার্য্যে ব্রতী হ'তে হলে শপথের প্রয়োজন, তা না হলে মনের দৃঢ়তা বদ্ধমূল হয়না। ইন্দ্র, চন্দ্র, অষ্টবসু, দিক্‌পালের কথা নয়, সেই ভূতনাথ পার্ব্বতীনাথ অনাথনাথ দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রত্যক্ষ ভেবে শপথ কর্! চা, আমার মুখের দিকে চা,—কি, কাঁপছিস্? তোর মনে ভয়ের সঞ্চার হচ্ছে? তুই রুদ্রমালীর কন্যা হয়ে ছার অর্জ্জুনের ভয়ে ভীতা হচ্ছিস্?

তমালী। না বাবা, ভয় হবে কেন? তোমার প্রতিজ্ঞা শুনে আমি আরো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হচ্ছি! বল, কি কর্‌তে হবে বল?

রুদ্রমালী। এই তীক্ষ্ণ ছুরিকা গ্রহণ কর্। একবার উর্দ্ধমুখে দেবদেব মহাদেবকে স্মরণ ক'রে বল—আজ থেকে শয়নে স্বপনে ধ্যানে জ্ঞানে অর্জ্জুনের ছায়ারূপে ভ্রমণ কর্‌বি। যে কোন উপায়ে যে কোন সময়ে তার বক্ষে এই ছুরিকা আমূল বিদ্ধ কর্‌বি। আমার পদ স্পর্শ ক'রে সত্য উচ্চারণ কর্! প্রতিহিংসায় উত্তেজিত হয়ে, সংহারের জন্য, তার পাপমূর্ত্তি হৃদয়ে স্থান

দিবি! কেমন, প্রস্তুত? পিতৃআজ্ঞা পালনে তোর কিছু মাত্র
অসম্মতি নেই?

তমালী। অদ্যাবধি দেখি নাই ধুর্জ্জটী কেমন—
ব্যালমৌলী-শোভিত সুন্দর বরবপু!
জানি আমি তোমারে কেবল, পিতৃদেব!
বাল্যকালে হারায়েছি মাতা, দেখি নাই
হাস্যময়ী প্রেমময়ী জননী কেমন—
জননীর স্নেহমায়া জানি নাই কভু।
তোমার অপরিসীম বাৎসল্য-আদরে
সে অভাব পাই নাই কভু। দেখি নাই
ভ্রাতার বদন, আত্মীয় স্বজন কিবা।
বাল্য হতে জানি, ভিখারীনন্দিনী আমি—
তোমার আদরে কিন্তু সব ভুলে গেছি।
তুমি অনাহারে, অনিদ্রায়, বনবাসী
প্রায়, দেশ হতে দেশান্তরে, নিরাশায়—
ঘূর্ণাবর্ত্তে হয়ে ঘূর্ণমান, বুক ভরা
হাহাকার লয়ে, অভাগিনী তনয়ারে
বক্ষে স্থাপি করিছ ভ্রমণ, পিতৃদেব!
প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা জীবনের ব্রত!
এ ব্রত কি আমা হতে হইবে নিস্ফল?
শিবের শপথ, স্পর্শি তব পা দুখানি,
সত্যবাণী শুনহ আমার;—এই ছুরী,
গভীর পিপাসু এই রক্ত-আশী ছুরী
অন্তরের অন্তরে স্থাপিনু। প্রতিফল
দিব ধনঞ্জয়ে। যে বেশে যে রূপে পারি,
ছলে বলে কিম্বা সুকৌশলে, এক ঘায়ে
কণ্ঠ হতে করিব বিচ্ছিন্ন শির তার।

রহ তুমি গভীর অরণ্যে লুক্কায়িত,
পদক্ষেপ কর সদা গণনা আমার!
মৈনাকের প্রায়—দৃঢ়তর স্তম্ভরূপে
আমার পশ্চাতে থেকো। দেখো, পিতা, দেখো,
অর্জ্জুনের পাপমুণ্ড এনে দিব তব
শ্রীচরণে। বিদাও আমারে, পিতৃদেব।

রুদ্রমালী। যাও বৎসে, সর্ব্বসংহারিণীবেশে, যাও
তুমি অর্জ্জুনের মৃত্যুরূপে! পদে পদে
বিপদ্‌বারণ সেই সম্পদ কারণ
দেব দেব মহাদেব রক্ষিবেন তোরে!
তুই মোর শেষের ভরসা, যতনের
ধন, ভিখারী রতন, আশার আশ্রয়—
তুইরে তমালী মোর! তমালি—তমালি!
রুদ্রমালী বড় আশা ক'রে—পাঠাল রে
যমের মন্দিরে তোরে; দেখিস্ বাছনি!
অশ্রুজলে ভাসাস্‌নি ভিখারী জনকে।
অর্জ্জুনের মুণ্ড লয়ে আয়, ফিরে আয়!
তো হতে অনার্য্য রাজ্য যেন রক্ষা পায়!

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(অন্তঃপুর)

রোহিনী ও কৌশল্যা।

রোহিণী। হাঁগা কৌশল্যা! অর্জ্জুন কি পুরে প্রবেশ করেছেন? শ্রীকৃষ্ণ ত আন্‌তে গেল দেখ্‌লুম; তাঁরে বেশ সমাদরে আহ্বান করা হয়েছে ত?

কৌশল্যা। আ আমার পোড়া কপাল! আমার মাথা খেয়ে কাজের কথা বল্‌তেই ভুলে গেছি। কি ঘটাই দেখলুম, গিন্নি মা! হাজার হাজার লোক কাতার দিয়ে দাঁড়িয়েছিল; আর সে যে কি সমারোহ তা আর এক মুখে কি বল্‌ব, মা! ছাতে উঠে বউরাণীমারা কেউ হুলু দিতে লাগ্‌লেন কেউ শাঁক বাজাতে লাগ্‌লেন!—

রোহিণী। বটে—এমন? তারপর—তারপর?

কৌশ। তারপর, গিন্নী মা! আট ঘোড়া-জোতা রথে করে ত অর্জ্জুন এলেন; সকলে কি কল্লে জানেন? টপাটপ ঘোড়াগুলো খুলে দিয়ে আপনারাই রথ খানাকে টেনে এনে সিং দরজার সামনে দাঁড় করাল।

রোহি। বেশ বেশ বড় খুসী হলেম। কুরুকুলের সঙ্গে কি আমাদের আজকের সম্বন্ধ? বিশেষতঃ কুন্তীদেবী ত আমাদেরই; তাঁর সন্তানকেত এমনি করেই অভ্যর্থনা করা চাই! ঐ না কিসের একটা গোল উঠ্‌ল? যা ত গা কেউ, তোরা দেখে আয় ত, বুঝি অর্জ্জুনকে আমার পুরেই নিয়ে আস্‌ছে!

(সুতনুর প্রবেশ)

সুতনু। বলি, ওগো বড় গিন্নী ঠাকরুণ! একটু সাম্‌লে সুম্‌লে বসুন, ঐ আস্‌ছেন!

রোহি। কে লো! অর্জ্জুন আস্‌ছে, তা আবার সাম্‌লাব সোম্‌লাব কি? আহা, ঢং আর কি!

সুতনু। ওগো ঢং নয়—ঢং নয়! এ হাতঘড়ীর ঢং—ঢং! অর্জ্জুন নন্—অর্জ্জুন নন্—এ তোমার বতংসং যমলার্জ্জুন!

রোহি। মরণ আর কি! বয়েসে এখনো ছুঁড়ী কিনা? ছিলেন দাসী হয়েছেন রাজরাণী, তা অহঙ্কারে চোখে কাণে দেখতে না পেয়ে লাফিয়ে বেড়াইবেই ত? বলি অর্জ্জুন আস্‌চে—আস্‌চেই! তাকে দেখে কি মাথার কাপড় দিতে হবে নাকি?

সুতনু। আ মরি! বুদ্ধির ঢেঁকী আর কি! বলি, কে আস্‌ছেন শুন্‌বে? এই অর্জ্জুনের মামাত ভাইয়ের বাবা!

রোহি। আহা! কত রসিকতাই জানেন! তা মামাত ভায়ের বাবা এল এলই! এক বস্তা কাপড় মাথায় চাপিয়ে কলাবউ সেজে বসে থাক্‌তে হবে নাকি?

সুতনু। বলি, এখনো বুঝতে পাল্লে না, বড় গিন্নী মোশাই! রকমটা একটু ফিরে দাঁড়িয়েছে! কর্ত্তা মোশাইয়ের আক্কেলটা বুঝি এখনো হৃদয়ঙ্গম হলনা? এই শোন, তোমার ঘরে অর্জ্জুনকে না এনে, আগেই দেবকীর পুরে অভ্যর্থনা করা হয়েছে। তুমি রেগে মেগে চৌচাপটে ফেটে চোটে থাকত! ঐ কর্ত্তা আস্‌ছেন, প্রথমটা কথা কয়োনা, আমি তোমার হ'য়ে উত্তর কর্‌ব। আজ বুড়কে একটু ঘোল খাওয়াতে হবে।

রোহি। বটে, এমন ব্যাপার? তবে দেখাচ্ছি মজা।

(বসুদেবের প্রবেশ)

বসু। বড় গিন্নী গৃহে আছেন না কি? ইস্! চতুর্দ্দিকে চাঁদের হাট দেখ্‌ছি যে!

(কৌশল্যার সলজ্জে প্রস্থান)

সুতনু। আহা, বৃদ্ধ হয়েছেন, ভাল ত ঠাহর নেই! বলি, একবার ভুরু দুটো তুলে দেখুন, এ চাঁদের হাট বল্‌তেও পারেন—অমাবস্যায় নাট দেখ্‌তেও পারেন!

বসু। সত্যি নাকি? চাঁদ তবে অমায় আছেন বল?

সুতনু। আজ্ঞে না, চাঁদ ছিলেন দেবকীতে—ক্রমে পঁহুছুছেন এসে রোহিনীতে।

বসু। কে ও— সুতনু না কি!

সুতনু। আজ্ঞে সুয়ো ও বটে—দুয়োও বটে, আর ধরেন ত উপস্থিত কুও বটে!

বসু। ইস্, তাই ত, এ কাব্যরসের জোয়ার বইছে দেখ্‌ছি যে! ঐ যে, পেছন ফিরে কে বসে রয়েছে না?

সুতনু। আজ্ঞে হাঁ, উনি ছিলেন রোহিনী, এখন দাঁড়িয়েছেন উত্তরাষাড়া।

বসু। তাই, সাড়া নেই বটে? বলি চন্দ্রের রোহিনী, চন্দ্র দেখে এত ম্লান কেন?

সুতনু। কর্ত্তা মশাই, আপনার রোহিনী আমার কাণে কাণে বলে দিলেন, আর রোহিনীতে কাজ নেই, চন্দ্রলেখা এখন বিশাখায় গমন করুন!

বসু। হ্যাঁ, এ মন্দ অভিনয় নয়! রোহিনী কি আজ অশ্লেষার ভাব ধরেছেন না কি?

সুতনু। একটু ভ্রম হল, আপনার মোহিনী, না না রোহিনী, এখন অমোঘা—মঘা!

বসু। হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ, বলি চন্দ্রের রোহিনীই যে ধ্রুব, না না, তার চেয়েও বেশী, ও দ্বাদশ রাশীচক্রই একাধারে!

রোহি। চিরকাল রোহিনীকে কি ভাল লাগে? এখন দেবকীই আপনার চকমকি!

বসু। কি কি কি?

রোহি। আর কাজ কি? অর্জ্জুন দ্বারকায় এলেন, তাঁকে আগেই

আহ্বান হল কিনা ছোট গিন্নীর গৃহে !

সুতনু। তা এ বড় গিন্নী রাগ কর্ত্তে পারেন, কর্ত্তা মোশাই ! তার উপর কে এসে ওঁকে লাগিয়েছে, অর্জ্জুনকে এখন একেবারেই বড় গিন্নীর পুরে আনা হবে না ; সেই তাঁর ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে যাবার দিন একবারটি প্রণাম কত্তে ছেড়ে দেওয়া হবে !

বসু। কে বল্লে কে বল্লে ? এ মিথ্যা কথা কে বল্‌লে, বলত ? অর্জ্জুন এই সবে মাত্র পুরে প্রবেশ কল্লেন, এখনো অন্তঃপুরের পথে, এর মধ্যেই রোহিনী একেবারে মেঘান্তরালে ?

সুতনু। মেঘান্তরালে না চন্দ্রের বক্ষান্তরালে ? তা যাই হোক, বড় গিন্নীর কিন্তু এমন মান করে থাকাটা উচিত হচ্ছে না, হাজার হোক স্বয়ং কর্ত্তা এসে সাধনা কচ্ছেন !

রোহি। তুই দূর হ পোড়ারমুখী ! সাধুকে বলে সাবধান হতে চোরকে বলে চুরি কর্‌তে ! অর্জ্জুনকে তবে প্রথমেই দেবকীর পুরে আহ্বান করা হয় নি ?

বসু। কি আপদ ! অমি বলি কি একটা মহামারি কাণ্ডই না জানি হয়েছে ! অর্জ্জুন বড় গিন্নীর পুরেই আস্‌ছেন আমি স্বয়ং সংবাদ দিতে এলেম, আর এসেই দেখি রোহিনী উত্তরাষাড়া।

সুতনু। তা হবার যো কি প্রভু ? রোহিনী এখন উত্তর-ফাল্গুনী। আপনিও একবার দক্ষিণ-ফাল্গুনী হয়ে বসুন, আজ আমোদের দিন, একটু আমোদ করা যাক।

রোহি। আর্ থাম্‌লো—থাম্ !

বসু। আচ্ছা বেশ বেশ, তবে এই ঘরেই সকলকে ডাক। বৌমাদের, মেয়েদের, নাতবউদের ছেলেদের সকলকে এইখানে ডাক, বেশ সাজিয়ে বসিয়ে দাও !

সুতনু। এখন মহারাণীর কি হুকুম হয় ! মহারাজের কথা ত বড় খাটবে না, শ্রীমতী মহারাণীর শ্রীমুখকমল হ'তে একটা বাণী বেরুক, আমি হাস্‌তে হাস্‌তে পালন করি।

রোহি। মরণ আর কি! সকল কথাতেই রং—যা বল্‌ছেন শোন না।
স্থত। বাঃ বাঃ, বুড় বুড়ীতে বেড়ে শোভা হয়েছে!

গীত।

কাঁচায় কাঁচায়, ডাঁসায় ডাঁসায়, পাকায় পাকায়—
এইত পিরীত-রীতির ধারা,
কালোলো কালোলো, রূপোলো রূপোলো,
পাকার্ পাকা, চারার্ চারা!
উল্‌ট ধরণ্ আমার মতন্—
যার্ কোলে শোভে নবীন্ রতন্,
তবে বুড়োর বুড়ী—থুড়ী থুড়ী,—
বুড়োর্ ছুঁড়ী—গুড়ি গুড়ি হামা দিয়ে হয় কেঁদেই সারা!
চকিতে গতিকে প্রেমিকে লতিকে তরু-কাঁধে উঠে,—
লাফাতে লাফাতে ছুটে ছুটে যায়— শেষ প্রাণে মারা!

(প্রস্থান)

বসু। স্থতনুর মতন রসিকা অতি অল্পই দেখা যায়!
রোহি। দেখা যায় কেন বল্‌ছেন! বলুন পাওয়া যায়!
নেপথ্যে স্থতনু। খোঁটাখুঁটি সব ছেড়ে দাও—খোঁটাখুঁটি সব ছেড়ে দাও!
যদুবংশ-সমেত রাম কৃষ্ণার্জ্জুন আস্‌ছেন।

কৃষ্ণ, বলরাম, অর্জ্জুন, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব প্রভৃতি—দেবকী, রুক্মিণী, সত্যভামা, সুভদ্রা প্রভৃতির প্রবেশ এবং যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন।

বসু। এস বাবা এস, দিনে দিনে কুলোজ্জল কর, শত্রুকুল নির্ম্মূল কর, পঞ্চ ভ্রাতায় এক প্রাণ হয়ে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন কর, আমার রামকৃষ্ণের দক্ষিণ হস্তরূপে ভারতবর্ষ অলঙ্কত কর!

রোহি। এস যাদু এস, এস চাঁদ এস, ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ কর, চিরজীবী হয়ে সুখে সংসারধর্ম্ম পালন কর।

সুত। ছোটগিন্নী কিছু বলবেন না?

দেব। আমার প্রাণের সদেচ্ছা পূর্ণ হোক্।

সুত। উঁহু, এ হ'লনা, এ হ'ল না! তোমরা সকলে সার বেঁধে এক সঙ্গে দাঁড়াও; ধনঞ্জয় একধার থেকে প্রণাম করে যান।

সকলে। দীর্ঘায়ুষ্মান হও!

বসু। আমরি মরি, কি অসাধারণ রূপ! বাস্তবিক আমার রামকৃষ্ণের মত সুন্দর মধুর মূর্ত্তি এ জীবনে আর কখনো দেখিনি; আর এই নবীন ব্রহ্মচারীকে দেখে রামচন্দ্রের বনগমনের মূর্ত্তি আমার মনোমধ্যে উদিত হচ্ছে। বৎস ধনঞ্জয়, তোমার সত্যপালনের কথা শুনে, আমি যে কি পর্য্যন্ত সন্তোষ লাভ করেছি, তা বর্ণনাতীত। রাজধর্ম্মের নিয়ন্তাস্বরূপ হয়ে, এইরূপে জগৎকে শিক্ষিত কর! সত্যসাগর মন্থন করে, জ্ঞানরত্ন বিতরণ করে, আদর্শ মনুষ্যপদবাচ্য হও। বল বৎস, দেবী কুন্তী, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, তোমার ভ্রাতৃগণ, মহারাণী দ্রৌপদী ও অন্যান্য পুরবাসিবর্গ কুশলেআছেন ত?

অর্জ্জুন। আপনার আশীর্ব্বাদে সমস্তই মঙ্গল।

বসু। তোমার দ্বাদশবার্ষিক ব্রতের কয় বৎসর অতিবাহিত হল?

অর্জ্জু। আজ্ঞে দশ বৎসর চল্‌ছে।

বসু। তবে আর কি? নারায়ণের কৃপায় তোমার এই মহাব্রত ত প্রায় পূর্ণ হয়ে এল। অবশিষ্ট দুই বৎসর এই দ্বারকাপুরেই অবস্থান কর; তোমার আগমনে দ্বারকা আনন্দসাগরে ভাস্‌ছে। এইরূপ অবচ্ছিন্ন আনন্দোৎসবেই বর্ষদ্বয় অতিবাহিত কর।

অর্জ্জু। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য!

(অর্জ্জুন ও সুভদ্রার পরস্পরে কটাক্ষপাত।)

স্তভ। আহা মরি, একি রূপ! একি অনুপম
ছবি! এমন তো কখনো দেখিনি আমি!
চক্ষু আর ভুলিতে না পারে—প্রাণে একি
জ্বালা জ্বলিল সবেগে—আচম্বিতে? কেন
চেয়ে চেয়ে তৃপ্তি নাহি হয়? ছিছি ছিছি!
এ বেগ কেমনে আমি করি নিবারণ?

অর্জ্জু। অপূর্ব্ব বালিকা ছবি—মহিনী প্রতিমা—
হৃদয়ের হারাবলী প্রাণমনোরমা!
কে বসি শশাঙ্ক সম তারাদল মাঝে?
মরি মরি! ভুলে গেল প্রাণ মন আঁখি!

সত্য। বলি, ও লো ও কালীন্দি, এ দিকে দেখছিস্? চার চক্ষে যে আর পলক পড়েনা!

কালী। এতদিনে বুঝি ভদ্রার ফুল ফুট্‌ল! তাইত! এ শুভদৃষ্টির ঘোর যে মিট্‌তে চায় না দেখছি!

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। মথুরা হতে মহারাজ উগ্রসেনের শুভাগমন হয়েছে।

বসু। হাঁ, মহারাজ উগ্রসেন এসেছেন? হরি হরি, বড় আনন্দের কথা! বৎস রামকৃষ্ণ! চল আমরা স্বয়ং তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রে লয়ে আসি! বৎস ধনঞ্জয়! স্বর্গীয় কংসের পিতা মহারাজ উগ্রসেনকে দর্শন করবে এস। দেবকী! তোমার জ্যেষ্ঠতাতকে আবাহনের জন্য প্রস্তুত হও!

(সত্যভামা, স্তভদ্রা ও কালীন্দি ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

সত্য। বলি মুখখানা চুনপানা করে বসে কেন গো ভদ্রা দিদি!

কালী। আহা, এখনো বুঝি ঘোর কাটেনি?

স্তভ। অবাক করেছে! আমি কি ঘুমুচ্ছি নাকি যে আমার চোখের ঘোর কাটবে?

সত্য। বলি জেগে ঘুমুলে কি আর কারুর সাড়া পাওয়া যায়? তা মন টান্‌লে কি সুবাদ বাঁধে? ও পিস্‌তুতো ভাই—পিস্‌তুতো ভাইই সই।

সুভ। দাঁড়াও তুমি বড় বউরাণীকে বলে দিচ্ছি, তোমার নাক কেটে দেবে এখন। (প্রস্থান)

সত্য। কালীন্দি! সুভদ্রার প্রতি একটু নজর রেখ!

কালী। হাঁ, তা বুঝেছি!

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান।

তমালী।

তমা। এই কি অর্জ্জুন? আহা, এই ধনঞ্জয়?
ইন্দ্রপ্রস্থে হেরেছিনু যারে রাজবেশে
বালিকা বালিকা-জ্ঞান-চঞ্চল আবেশে—
সেকি এই ধনঞ্জয়? দশ বর্ষকাল
পিতৃসনে আছি যার পশ্চাতে পশ্চাতে,
বনান্তর, গহন কান্তার, দেশে দেশে
ঊর্দ্ধশ্বাসে বিদ্যুতের গতি—বজ্র ধরি
বুকে, দাবদগ্ধ সর্পশিশু প্রায়, ছুটে
এসেছি দ্বারকাপুরে—তপ্ত ছুরি হাতে
সংহারের মূর্ত্তি ধরি সংহারের আশে,
সে কি এই ধনঞ্জয় তৃতীয় পাণ্ডব?
এই কি সে জ্ঞাতিহন্তা ইতর পামর?
যার তুচ্ছ অভ্যর্থনা সম্ভাষণ লাগি
উন্মত্ত দ্বারকাপুরী প্রেমানন্দে ভাসে,
এই কি সে দুরাশয় পাপাত্মা পাণ্ডব?
রোমাঞ্চিত কলেবর হেরি রূপরাশি!
অচঞ্চল নীল দীপ্তি ভাতে সর্ব্বদেহে,
সরল সুঠাম ছবি অতি মনোহর!
কলেবর বসন্তের নিত্য সহচর;
আকর্ণ বিস্তীর্ণ আঁখি, পাণ্ডিত্যের পূর্ণ
অভিমান, পূর্ণজ্ঞান দিব্যদৃষ্টি-মাঝে!
রতিপতি-জিনি কিবা কান্তি প্রাণহর!

আরে প্রাণ কি কর কি কর ! আরে আঁখি,
কি দেখে মজিলি ? মজাইলি তমালিরে !
যার তপ্ত রক্তস্রোতঃ মাখিব হৃদয়ে—
করদ্বয়ে, সেই কর সেই হৃদি, ছি ছি !
চায় প্রেম-আলিঙ্গন ? আরে লজ্জাহীনা !
আরে বিশ্বাসঘাতিনী ক্ষীণমনা ! আরে
ভীরুপ্রাণা দুর্ব্বলা তমালি ! এই তোর
পিতৃসত্য-পালন উদ্যম ? পিত্রাদেশে
অর্জ্জুনের মুণ্ড আশে—এসেছিস্ এই
হেতু ? এই তোর শিবের শপথ সত্য ?
আপন অনর্থ আপনি টানিলি প্রাণে ?
ওই না কে আসে এইদিকে ? এ কি মূর্ত্তি !
অপূর্ব্ব বালিকা ! ওকি ! পশ্চাতে কে পুনঃ ?
হইতেছে জনসমাগম। উপস্থিত
আত্ম-সংগোপন করি বৃক্ষ অন্তরালে।

(প্রস্থান)

(সুভদ্রা ও কালীন্দির প্রবেশ)

কালী। ধীরে ধীরে চল, বোন্! এতই চঞ্চল
তোর এই টুকটুকে রাঙ্গা পা দুখানি ?
তুই হলি কিলো ! ও সুভদ্রা—ও সুভদ্রা !
ওমা, একি রঙ্গ ! ছল ছল আঁখি দুটি,
বহে ঘন দীর্ঘশ্বাস, শুষ্ক চাঁদমুখ !

সুভ। কেন ভাই, ছল ছল আঁখি কেন হবে ?
আমি কি এতই বেগে উঠি রৈবতকে ?
আমার ত ক্লেশ নাহি হয়, আমি ত লো
ছুটে যেতে পারিনা কখন ?

কালী। তবে তোর
ছল ছল আঁখি দুটি কেন? তবে কেন
মুখখানি গিয়াছে শুকায়ে? কেন তবে
ছিন্ন ভিন্ন দ্রুত গতি?

সুভ। জানিনা।

কালী। সে কি লো?
এস, এই শিলাতলে বসি কিছুক্ষণ।
কি হয়েছে? আমারে বল্‌না খুলে? ওমা!
আকাশের পানে একমনে কি দেখিস্‌?
ছমছমে কেন তোরে দেখি বল দেখি?
তুইত এমন নস্‌ কভু? হয়েছে কি?

সুভ। হবে কি আবার?

কালী। ওলো, বুঝেছি সকল!
আমারে কি লুকাইতে পারিস ভগিনী?
তোর প্রাণে কি খেলা খেলিছে, কি যে তোর
মনে গভীর আঁধার ছেয়ে আছে, কেন
তুই এমন আপন-হারা, কেন আজি
হেন বিচঞ্চল, সরলে, আমি তা জানি!

গীত।

পড়েছে হৃদয়ে তব কিসের ছায়া,
বুঝিতে পারনি সখি! প্রেমের মায়া।
এ খেলা এমনি খেলে,
হৃদিখানি দিয়ে ফেলে,
মুছিতে পারেনা আর মোহন কায়া।
এই সে যে আশে পাশে,
এই যেন প্রাণে আসে,

দূরে থেকে বেঁধে যায় অটুট পাশে,
বড়ই নিঠুর ধারা করে না দয়া।

এইত লক্ষণ পূর্ব্বরাগ অনুরাগ!
বালিকা বিভোরা ভাবনায়; নাহি জ্ঞান,
ফ্যাল্ ফ্যাল্ বিফল চাহনি। ক্ষণে ক্ষণে
হইতেছে আত্মহারা। সঙ্গীতে আমার
আরো যেন মগ্ন হল, ধ্যানমগ্না বালা।
দেখ, পাশে বসে আছি—নাহিক চেতনা,
নারী হয়ে নারীর হৃদয়-ব্যথা আরে
আমি কি বুঝিনা কিছু? কি হতে কি হল!
অর্জ্জুনের রূপফাঁদে পড়েছে কুমারী।
প্রথম হইতে আমি স্থির দৃষ্টি রাখি
বুঝিতে পারিনু এতক্ষণে, রামানুজা
আপনায় জড়ায়েছে আপনার জালে।
দেখ, কত অন্যমনা; প্রাণ মন জ্ঞান
বিলায়ে পার্থের প্রাণে, চেয়ে আছে ওই
দূর আকাশের পানে। এই বেলা যাই
চুপি চুপি—ধীরে সত্যভামার মন্দিরে,
ডেকে আনি তাঁরে, দেখাই প্রেমিকা ছবি,
তাঁ হতে উপায় কোন অবশ্য হইবে।

(ধীরে ধীরে প্রস্থান)

সুভ। কেন এত হইলে সুন্দর, প্রাণময়!
সুভদ্রার প্রাণমন করিতে হরণ!
কেন এলে, কেন এলে সখা? এলে যদি,
নিরবধি একি প্রাণে অগ্নি জ্বেলে দিলে!
এখন যে সুভদ্রার প্রাণ যায়, প্রভু!
যদবধি দেখেছি সে ফুল্ল বিধু মুখ,

আর কি আমাতে আমি আছি? প্রাণ আর
দগ্ধবুকে থাকিতে না চায়; সুধু যেতে
চায়, তোমার প্রাণের মাঝে! হায়, প্রভু,
একবার কটাক্ষে ইঙ্গিতে শুধু বল,
কি দিলে তোমার পদপাশে স্থান পাই?
সুভদ্রা যে অতি দীনহীনা, কিবা আছে
তার, কি দিলে তোমার মূর্ত্তি, প্রেমাধার,
এ বক্ষে আমার ধরে রাখি? হায়, নাথ,
আছে মাত্র ক্ষুদ্র এই হৃদি-সিংহাসন।
এস এস, হৃদয়ের রাজা! এস, বঁধু,
রাজা করে রাখিব তোমারে এ হৃদয়ে!
প্রেমাশ্রুতে করিব তোমায় অভিষেক,
দান দিব বিমল প্রেমের সুধারাশি,
উপহার দিব এ যৌবন মন প্রাণ।
পবিত্র সংসার-ধর্ম্মে যত সুখ আছে,
পত্নী হতে যত সুখ সম্ভবে এ ভবে,
ততোধিক দিব হে তোমায়, ভাবময়!
এ সংসার-প্রান্তরের নিদাঘ-কালীন
প্রথম বিদ্যুত মত চকিতে বারেক
দেখা দিয়ে, কোথা পুনঃ লুকাইলে, দেব?
ভুলিতে যে পারিনা তোমায়, প্রাণাধিক!
অর্জ্জুন! অর্জ্জুন! আহা কি মধুর নাম!

(তমালীর পুনঃ প্রবেশ)

তমা। দূর ধীর বাতাসের সনে, ধীরে ধীরে
ভেসে আসে স্বর-স্রোতস্বিনী! কেও বসি?
শুনেছিনু সুভদ্রার নাম, ওই নাকি?
কি ভাবে? বুঝিতে নারি কিছু! যাব নাকি?

লব নাকি হৃদয়ের পরিচয়? যেন কার
ভাবে মগ্ন হয়ে, অস্ফুট কণ্ঠে কাঁদে!
না, আমায় যেতে হল, যা থাকে কপালে;
একটি কথার ধারে বুঝিব সকলি।

(নিকটে আগমন)

কে তুমি গো সুলোচনে! আহা গিরিশিরে
মূর্ত্তিমতী ঊষার প্রতিমা—মনোরমা,
দিগদেশে ছটা বিস্তারিয়ে ব'সে আছ!
কে তুমি—কাহার কন্যা—কার প্রিয়তমা?
কিম্বা বুঝি অনূঢ়া কুমারী? মরি মরি!
রূপ হেরি, আমি নারী, আমারি পরাণ
গলে যায়, রূপ-নীরে নিমগন হয়।
ভয় কি? আমার পানে চেয়ে দেখ দেখি,
মরি, বিধুমুখি, কেন লো আঁখিতে জল?

সুভ। তুমি কে?

তমালী। আমি কে? ব'লে কি হ'বে তোমায়?
সংসারে আমার কেহ নাই; একাকিনী
অকূল সাগরে ভাসি, কাঁদি দিবানিশি,
হাসি কিবা কখন জানিনা। বাল্যাবধি
মাতৃহীনা, দেখি নাই স্বজন কেমন।
চৈতন্যের সনে জানি—আমি ভিখারিণী;
যেবা যে কৃপায় তুলে দেয়, তাই লই;
কোন রূপে রক্ষা করি দীন দুঃখী প্রাণ!
তবে এই মাত্র জানি, ছিল এক দিন,
পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নি মম, জগতের
উচ্চতর চূড়ে আছিলা বিরাজমান।

গভীর নিশীথকালে ঘুমন্ত নিদ্রার
কোলে, তখন অতীব শিশু আমি, ছিল
মগ্ন। কোথা হতে বর্ব্বরের দল, এসে
অকস্মাৎ কৈল আক্রমণ; যে যেখানে
ছিল, প্রাণ দিল সবে গুপ্তাঘাতে; আমি
কেন পাইনু জীবন, জানেন বিধাতা!
পথে পড়ে কাঁদি, আহা, প্রাণ আছে যার
সেই এসে মুখে তুলে দিত গো আহার।
পথের ধূলির সনে ধূসরিত দেহে
এতদিনে উপনীত ষোড়শ বৎসরে।
তরুতলে বাস মম, নির্ঝরিনী জল—
বনের সুপক্ক ফল খাই, গান গাই—
যখন যে ভাব মনে আসে। সিংহী, ব্যাঘ্রী,
বনের হিংস্রক প্রাণী সঙ্গিনী আমার—
বনের বান্ধব মম তরু গুল্ম লতা।
কভু ব্যথা, কভু বা মমতা, কভু হাসি
ছুটে যাই চলন্ত মেঘের সনে, কভু
নদী তীরে তীরে ছুটি, দেখি কোথা যায়
কোথায় মিলায়—সদ্যোজাত বলবান
উত্তাল তুফান নদী বুকে। এই রূপে
দিন কাটে মোর। হেরে তোমা জ্ঞান হয়
মনে, বরপুত্রী তুমি গো লক্ষ্মীর, আহা,
তবে কেন নির্জ্জনে বিরলে বসি, চাহি
আকাশের পানে, নীরবে নয়নে আন
বারি? মরি, কেঁদনা কুমারী! কান্না আমি
দেখিতে না পারি কভু!

সুভ। শুনে তব ঘোর
গভীর দুখের গাথা, বড় ব্যথা পাই।
ওলো অনাথিনী! শুনি তোর সকরুণ
বাণী, পরাণী কাতর অতিশয়। আহা,
এমন দুখিনী তুমি, চারু চন্দ্রাননী?
সরলতাময়ী সুহাসিনী! যেবা হও
তুমি, আমি তোরে স্থান দিব বুকে। এস,
মোর পাশে ব'স, জুড়াবার স্থল আমি
তব; ঘুচাব দারুণ দুখরাশি। হায়,
লো ষোড়শী! প্রথম দর্শনে মুখশশী
হেরিয়া তোমার, প্রাণের বিশ্বাস তুলে
দিনু তব করে! শুন মম পরিচয়;
বসুদেব সুতা আমি, জননী রোহিনী,
হলায়ুধ বলরাম অগ্রজ আমার,
জগজ্জ্যোতিঃ শ্রীকৃষ্ণের ভগ্নি আমি, শুভে,
সুভদ্রা আমার নাম, সখি আমি তব।
আজি হতে বক্ষঃ মম আশ্রয় তোমার।

তমা। আমি কি দ্বারকাপুরে আসিয়াছি তবে?
ভগবান রামকৃষ্ণ যে দেশের রাজা,
মহাতেজা যদুবংশীগণ—রক্ষা করে
প্রাণ দিয়া যে দ্বারকাপুরী, এই সেই
মহাতীর্থ-স্থান? আজ ধন্য হল প্রাণ!
শুনিলাম জনশ্রুতি, দেবী ভগবতী
কুন্তীর সন্ততি—মহামতি ধনঞ্জয়
এসেছেন দ্বারাবতী-পুরে। হেন ভাগ্য
হবে, রামকৃষ্ণ সনে দেখিব কি সেই
মহাবীর মহাযশাঃ তৃতীয় পাণ্ডবে?

সুভ। সত্যকথা এসেছেন বীর ধনঞ্জয়!
তমা। তবে যাই?
সুভ। কোথা যাবে তুমি?
তমা। যথা ছিনু আমি।
সুভ। একি উন্মাদিনী! আহা, কেন যাবে তুমি?
তোমারে ভগিনী বলে কৈনু সম্বোধন।
মম মন অর্পিনু তোমার মনে; তবে
কেন যাবে, সখি? না না, যেয়োনা যেয়োনা,
বড় ভাল বাসিয়াছি তোরে; গৃহে চল!
তমা। যাব যাব তব গৃহে শুন, সুনয়নে!
কিন্তু এক অন্তরায়, আমি বনবাসী,
বনে বনে ফিরি—বনে বনে চুঁরি, বন
চির-ভবন আমার। নাহি ভালবাসি
সংসারের ফাঁসি। সখি, অতীব কপট
এ সংসার, মর্ম্মভেদী বড়ই নিষ্ঠুর।
তাই আমি দূরবন বড় ভালবাসি।
আচ্ছাদন—বন্ধন অতীব ঘৃণ্য মম,
লোকালয় নয়নের শূল, সর্ব্বনাশ-
মূল আমি চিরদিন ভাবি—লোকের এ
ঘৃণিত সমাজ! আগেত বলেছি আমি
সিংহ, ব্যাঘ্র, ভুজঙ্গম, ভল্লুক, গণ্ডার—
জীবনের সাথী বন্ধু মম। এরা যত
দেখায় সহানুভূতি, এরা যত মম
আপনার, এদের বিশ্বাস যত করি
মানুষের'পরে নাহিক বিশ্বাস মম।
মানুষ-জন্তুর চেয়ে বন্য জন্তুগণ
অন্তরের বান্ধব আমার। যাই, সখি!

সুভ। আবার আসিবে কবে? আবার কখন
পাইব তোমার দরশন? সত্য বল,
কি ছলে ছলিলে তুমি, কানন-বাসিনি?
এমন অদ্ভূত বাণী কখন শুনিনি
আমি, ভদ্রারে জাননা তুমি, সখি! কত
ভালবাসা ভদ্রার এ পোড়াবুকে, কত
তাঁরে ভাল যে বেসেছি,—না না চল তুমি
মম অন্তঃপুরে, প্রাণ ভ'রে কব তোরে
প্রাণের কাহিনী। আমি বুঝেছি তোমায়,
বড় দাগা পেয়েছ সংসারে, তাই তুমি
ঘৃণায় ঠেলেছ পায়ে সমাজ সংসার।
যাই হোক, আমি তোরে রাখিব লুকায়ে,
লোকালয়ে দিবনা যাইতে, চোখে চোখে
সদাই রাখিব, প্রাণের নিভৃত স্থল
হ'তে, ঘাত প্রতিঘাত কত বাজে, আমি
তোরে শুনাব, সুন্দরি! চুপ করে কেন?

তমা। (স্বগতঃ) সুভদ্রা মজেছে কার প্রেমে? সেই না ত?
না না তা হবেনা, হতেই পারেনা তাহা,
আমি তার—সে আমার—অর্জ্জুন আমার!
সুভদ্রা কি তার প্রেমে ম'জে গেল? না না
প্রাণ ফেটে যাবে—ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হবে—
তমালীর সব আশা মুকুলে শুকাবে!
আর নাহি প্রয়োজন, আগে করি সব
আয়োজন, তার পর সব বুঝে লব।
বেশী কথা ভাল নয়—(প্রকাশ্যে) যাই তবে সখি!

সুভ। নিতান্তই যাবে? তবে সত্য করে বলে
যাও—আবার আসিবে কবে? পুন কোথা

দেখা পাব? কই সখি এখনো তোমার
নামটি ত বলিলে না? কি নামে তোমায়
করি প্রীতি-সম্বোধন প্রীতি পাব প্রাণে?

তমালীর গীত।

পোড়ানাম কাজ কি শুনে ভাই?
দুদিন পরে শুকিয়ে যাবে ও তার ঠাঁই ঠিকানা কোথাও নাই।
মুখ দেখে যে ভুলে যায়—
নাম শুনে সে উধাও হয়,
প্রাণ বলিদান দেয় যে ধরে, লুকিয়ে থাকে চোখের পরে,
হয়ত নিরাশ নয় প্রেম-কাঁস—হতাশ-ভয়ে প্রাণ জ্বালাই,
দেখি যদি ধরতে পারি—ছায়ায় ছেয়ে আছি তাই।

(প্রস্থান)

একি সত্য পাগলিনী? কিম্বা কোন মায়া?
প্রহেলিকা কিছু না বুঝিতে পারি! আহা,
বড় জ্বালা পেয়েছে অভাগী! কি সুন্দর
মলিন বিশুষ্ক মুখখানি! কি মধুর
সঙ্গীত-লহরী ঢেলে দিল মনে প্রাণে!
একি, কালিন্দী কোথায় গেল? অন্যমনে
ছিনু এই বালিকার সনে, এর মাঝে
পলায়েছে দেবি সত্যভামার মন্দিরে!
কি হবে—আর ত বেগ সম্বরিতে নারি!

(সত্যভামার প্রবেশ)

সত্য। হেথা তুমি বসে, বিধুমুখি? কি ভাবিছ একা?
নয়নে পলক নাই, কেন চক্ষে ধারা?
গণ্ডদ্বয়ে দুটি চিহ্ন রাখি—মিশে গেছে!
রক্তিমাভ ছল ছল প্রশান্ত নয়ন,

স্থির নাই চায় কোন্ দিকে। যায়ে চায়
না পায় দেখিতে তায়? কি চায়? জানেনা
বুঝি? যেন চায় কারে ধরা দিতে! আহা,
মুখ তুলে চাও, লো সুন্দরী, আমা পানে।
কি দুখ তোমার বল, কেন হেন তুমি
বিচঞ্চল? অর্জ্জুন এসেছে মম পুরে,
অন্তঃপুরে আনন্দ-উৎসব আজি; তুমি
কেন নিরালয় রৈবতকে আছ বসি?
বল্ বোন, মাথা খাস, আমারে সকল
কথা খুলে বল; লাজ কিবা, লাজময়ি?
এমনি কি একাকিনী কেটে যাবে দিন?
দীননাথ একদিন দিন দেবে তোরে!
এত কেন ভাবিস, ভগিনী? হবে—হবে,
কূলে কূলে পূরিল যৌবন, এ যৌবন
বিকাবে লো এক দিন!

সুভ। দেখ মার খাবে!

সত্য। ওমা! বেশ, এই বুঝি বিচার তোমার,
ভাল কথা বলিলাম, আমারেই মার?
তাত বটে, রাগ ত হতেই পারে, বোন!
দাদাত দেখে না কিছু? আপনার সুখে
আপনিই মত্ত থাকে, ভগিনীটি হেথা
কি ভাবে যে গুমরি গুমরি সারা হল,
এমন সোণার অঙ্গ কালি হয়ে গেল,—

সুভ। তুমি দূর হও!

সত্য। আহা মরি মরি, এত
রাগ জান, লো সুন্দরি? রাগের কি এই
তোমার সময় হল, দিদি? কথা শুন,

বুঝেছি সকল আমি। তুমিও যেমন
মরেছ অর্জ্জুনে দেখে, অর্জ্জুনো তেমনি!
ওই দেখ উপত্যকা-দেশে, গোবিন্দের
সনে—অন্তরালে দাঁড়াইয়ে, ঘন ঘন
তোমার মুখের পানে চেয়ে কিবা ভাবে!
কেমন? এইত কথা? মোর কথা শোন,
মনোচোরে এখনি ধরিয়া দিব তোরে!

সুভ। ক্ষমা কর ক্ষমা কর—বধূদিদি! আর
আমি ধৈর্য্য না ধরিতে পারি! ধনঞ্জয়ে
কি ক্ষণে দেখিনু পোড়া চোখে, কি যে প্রাণে
দারুণ যন্ত্রণা জ্বলে, দিদি, ভাষায় কি
করিব প্রকাশ তব পাশে? আমার ত
কথন জ্বলেনি প্রাণে বিষদিগ্ধ হেন
কোটীবজ্রসম তীক্ষ্ণ জ্বালা? কি হবে লো
কি হবে আমার, দিদি? কহি লাজ খেয়ে,
অর্জ্জুনে হৃদয়ে এনে দাও। দাসী হব
আজীবন তব, দেবি, আমারে বাঁচাও!
যে রূপে যেমনে পার, তারে এনে দাও!

সত্য। তাই ত! বিষম কথা, সমস্যা গভীর!
কিছু স্থির না পারি করিতে! ভবিষ্যতে
কি যে হবে, কেমনে বুঝিব বর্ত্তমানে?
অর্জ্জুনের মত কেবা সুপাত্র ধরায়?
উপযুক্ত পাত্র বটে নাহিক সংশয়।
বিশেষতঃ জগতের পূজ্য কুরুকুল।
যার প্রতি করিয়াছ আত্ম সংপ্রদান,
সে যদি উপেক্ষা করে—প্রেম দায় ভাবে?
যে হেতু দ্রৌপদী হেন মহিলারতন

যার বক্ষঃ-বিহারিণী, ইঙ্গিতে যাহার
আত্ম প্রাণ বলী দিতে পারে ; সেই পার্থ
সেই দ্রৌপদী-বল্লভ ধনঞ্জয়, যদি
ধরা নাহি দেয় তব এই রূপফাঁদে ?
তারপর কৃষ্ণা ত ভাগের, পূর্ণভাগ
পায় না অর্জ্জুন, এই হেতু আপনি সে
দেখেশুনে উলুপীরে করেছে বিবাহ।
তার পর চিত্রাঙ্গদা, সেও ওলো বোন,
উপেক্ষার নহে ধন—সে কি ভুলিবার ?
তাই বলি বিষম সমস্যা, মহাদায়ে
আপনি পড়িলি, আমাদেরো নিক্ষিপিলি !
তবে যাই, হেথা বসে কিবা ফল হবে,
একবার যাই তবে গোবিন্দ-মন্দিরে ;
হাতে ধরে—পায়ে ধরে—যে রূপেই হোক্—
ভাল ক'রে বুঝাইগে তাঁরে, আসি বোন !
অর্জ্জুনের ধ্যানের প্রাণের ধন তিনি,
তাঁর কথা ঠেলিতে কি পারেন ফাল্গুনী ?
অবশ্য প্রাণের ধন ঘরে বসে পাবে।

(সত্যভামার প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(রৈবতক)

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন।

অর্জ্জু। দেখ দেখ বাসুদেব! কিবা মনোহর
কি সুন্দর দৃশ্য হেরি রৈবতক গিরি-
দেশে! ধূমলাভ ঘন কাদম্বিনী, খেলে
যেন মেখলা হইয়ে নগকটীভাগে;
ক্ষণপ্রভা খল খল হেসে, সচকিতে
সীমন্তে সিন্দুররেখা হয়ে, আহা যেন
বিরাট বামারে কিবা করিছে শোভনা!
কভু ধীর—কভুবা অধীর সমীরণ,
কভু বিম্ব কভুবা হিল্লোল, বাজে বাঁশী
ওই কোথা দূরে, বিরহ-বিধুর প্রাণে
কত পূর্ব্বস্মৃতি টেনে আনে, কত কথা,
কত ভাব জীবন্ত হইয়ে জেগে উঠে!
গভীর অস্ফুট তান ছুটে, প্রাণে ফুটে
সঙ্গীত-লহরী কত না পারি বর্ণিতে!

শ্রীকৃষ্ণ। সত্য ধনঞ্জয়, এই বসন্ত-বাতাসে
প্রাণ বড় ভালবাসে—অতীত সুখের
বিস্মিত স্বপ্নের মৃদু মধু আলোচনা!
অতীতের বর্ণনার এই ত সময়!

কহ মোরে সমুদয়, ইন্দ্রপ্রস্থপুরে
কেমনে দমিয়ে দস্যুচয়, দ্বিজবরে
কৈলে পরিত্রাণ—গোধন উদ্ধার করি!

অর্জ্জুন। স্থির ধীর কর্ম্মে অন্যমন আছি, প্রভো,
প্রশান্ত কর্ম্মের নিকেতনে, পড়ে মনে
তোমার চরণ-পদ্ম হৃদ্‌-পদ্মাসনে—
অকস্মাৎ দীন ব্রাহ্মণের হাহাকার
পশিল হে চিন্তাপ্রস্থ শ্রবণে আমার ;—
প্রত্যক্ষ ন্যায়ের মূর্ত্তি কোথা হে পাণ্ডব!
কোথা কোথা ধর্ম্মাত্মজ ধর্ম্ম-অবতার!
এস প্রভু, দুর্ব্বল ব্রাহ্মণে রক্ষা কর—
আর্ত্তরে করহ পরিত্রাণ! সব যায়,
দুষ্ট চোরে চুরী ক'রে সব নিয়ে যায়!
কি বলিব, হে রমেশ! বেগে উথলিল
কৌতূহল-স্রোতঃ অর্জ্জুনের মনোমাঝে।
অতি ত্র্যস্তে ছুটিয়া চলিনু সিংহদ্বারে—
দেখিনু সম্মুখে প্রভু বিচিত্র ব্যাপার!
কণ্ঠে হাহাকার—কণ্ঠাগত প্রাণ দ্বিজ!
ঝর ঝর ঝরে ঘর্ম্মবারি, ফেনপুঞ্জ
মুখে, করাঘাত করে বুকে! দেখাইল
ভীষণ প্রাণান্তকর লোম-হরষণ
দৃশ্য! জনৈক বর্ব্বর দস্যু চোর, করে
চুরি গো-পাল তাহার; করে ধনুর্ব্বাণ
অবিরাম মার মার ধ্বনি! ওহো,
অতীব ভীষণ কাণ্ড সনে! একাধিক
সহস্র সামন্ত সৈন্য তার, সে ব্যাপার
তোমার কিঙ্কর অর্জ্জুন দেখিতে পারে,

হরি ? ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলাম, চাহিলাম
সুতীক্ষ্ণ মানস-নেত্রে অস্ত্রধাম প্রতি !
আর না চরণ চলে, সর্ব্বদেহ কাঁপে
থর থরি ! হায় হায়, হা মুরারি ! আহা,
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহারণী-সনে
আছেন যে আয়ুধ-ভবনে, কেমনে হে
যাব তথা ?

শ্রীকৃষ্ণ। অতীব সঙ্কট-স্থল বটে !

অর্জ্জুন। তোমার শ্রীপদ সাক্ষ্য করি ; করেছি যে
প্রতিজ্ঞা ভীষণ মোরা ভাই পঞ্চ জনে,
ভগবান নারদের অকাট্য আদেশে—
কোন্ যুক্তিবলে করিব খণ্ডন, হৃষি-
কেশ ? এক দিকে ধর্ম্ম, অন্য দিকে ন্যায়
নীতি সত্যের প্রভাব ! প্রাণ উপেক্ষিয়া
রাজ্যসুখ প্রেম-আশা গভীর সাগরে
করি বিসর্জ্জন, চলিলাম অস্ত্রাগারে।

শ্রীকৃষ্ণ। সর্ব্বনাশ সর্ব্বনাশ তার পর, সখে ?

অর্জ্জুন। এত যে উৎকণ্ঠাবেগ প্রকট উচ্ছ্বাস—
দেখিলাম চমৎকার স্বর্গের মাধুরী !
একাসনে সমাসীন কৃষ্ণা-যুধিষ্ঠির
স্বর্গীয় দাম্পত্যপ্রেমে বদ্ধ দুটি প্রাণ !
ভুলেছেন চরাচর মধুর সংসার,
নয়নে পলক নাই, দৃষ্টি অনিমেষ,
দুটি চাঁদ দুটি মুখে মধুর মিশ্রিত,
এক প্রাণ—এক আত্মা—একটি হৃদয় !
বাসনা-বিলাস-শূন্য বিকশিত প্রেম,
কামনা-বর্জ্জিত ভালবাসা ; যেন দোঁহে

কি এক স্বর্গীয়-মোহে বদ্ধ বিমোহিত!
কি কহিব রমানাথ! সে হেন প্রণয়ে,
সে পার্থিব জড়তা কভু পারে জড়াইতে?
আবেগ উৎকণ্ঠা নাই—স্থির অতি স্থির!
কিন্তু সেই স্থির জলে প্রবল ক্ষেপনী
বিক্ষেপিল অকস্মাৎ; উঠিল তরঙ্গ
দুর্নিবার, সে তুফানে তখনি চকিল
দেব হৃদি—যুধিষ্ঠির হৃদি!

শ্রীকৃষ্ণ। মরি মরি!
কি সুন্দর বর্ণনা তোমার, ধনঞ্জয়।

অর্জ্জুন। আলসা আবেশা মুক্তকেশা, অসংলগ্ন
বাসা—আলুথালু মহারাণী যাজ্ঞসেনী
মৃগীর তরাস সচকিতা, চমকিত
চিতা—আপনা টানিয়া নিল সংবদ্ধ সে
প্রিয়তম পতিদেব হতে। লজ্জাময়ী
লজ্জারক্তমুখী দুরু দুরু কম্পান্বিত
বুকে, পরশে মুদিল আহা, মরি মরি!
লজ্জাবতী লতা যেন লজ্জানম্র ভরে!

শ্রীকৃষ্ণ। ভূতলে অতুল রত্ন দ্রৌপদী মহিষী!
তারপর কি হইল কহ, বন্ধুবর।

অর্জ্জুন। তখনি পড়িয়া প্রভু ধর্ম্মরাজপদে,
অতি ক্লেশে লইনু আদেশ! তখন কি
আর বাক্যের সময় আছে, বাণীনাথ?
বীরগর্ব্বে বর্ম্ম চর্ম্ম করি পরিধান
নিষ্কাঙ্গদে সাজাইয়া বপু, অতিদ্রুত
পৃষ্ঠদেশে বাঁধি সেই অক্ষয় তুণীর
সেই মহা শরাসন, বেগে ছুটিলাম

সেই পলাতক চোর দস্যুদল মাঝে।
মহামার করিনু পলকে, ছারখার
করিনু দলকে দমকে দমকে অতি
ঘোর বাণের গর্জ্জনে—ঘোর সিংহনাদে—
ছিন্ন ভিন্ন করিলাম দস্যুদল; সবে
ছুটিল সবেগে প্রাণভয়ে। অবশেষে
দেখিলাম আশ্চর্য্য ব্যাপার, চিন্তামণি!
মহাকায় রৌদ্রগর্ব্বে গর্ব্বিত ভীষণ
হতাশের প্রতিমূর্ত্তি বীরেন্দ্র পুরুষ
এক, স্কন্ধে তুলি ষড়বর্ষা বালা, চাহি
অতীব সুতীক্ষ্ণ চক্ষে ক্রোধরক্ত মুখে
রক্তমাখা কলেবরে প্রকম্পিত পদে
দ্রুত ইরম্মদবেগে পলাল ছুটিয়া।
বীর গর্ব্বব্যঞ্জক সে রঞ্জিত বদন
হেরি, চিনিলাম—অনার্য্য-ঈশ্বর সেই
রুদ্রমালী—খাণ্ডবের ভূতপূর্ব্ব রাজা,
পাণ্ডবের প্রতি চির-বিদ্বেষ-সহায়!
তাই বুঝি প্রতিহিংসা সাধিবার তরে
পাষণ্ড, পাণ্ডবে পুনঃ করে উত্তেজিত!
অদ্যবধি আর তার হেরি নাহি পাপ
ছবি! জানিনা সে কোথা পুনঃ লুকাইল

শ্রীকৃষ্ণ। বুঝেছি, বুঝেছি ভাই, বুঝেছি সকল,
ধন্য তুমি ধনঞ্জয়! ধন্য তব প্রাণ,
প্রেমের প্রতিমা দুটি ভাবিতে ভাবিতে
অনায়াসে দমিলে দুর্ম্মদ দস্যুদলে!
তারপর কি কার্য্য সাধিলে গুণবান,
কেমনে যে লভিলে বিদায়, ভাসাইয়ে

ইন্দ্রপ্রস্থে ঘোর শোকের সাগরে, দেবী
কুন্তী, মহারাণী যাজ্ঞসেনী, অনুগামী
স্নেহময় শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতৃগণে, তুমি
কেমনে কঠিন প্রাণে ভোলালে, অর্জ্জুন,
তত্ত্ব তার না পাই ভাবিয়া! যাই হোক,
উলুপীত হ'য়েছে তোমার মনমত ?
চিত্রাঙ্গদা কেমন সুন্দরী, প্রিয়তম ?
এমন না হলে তুমি পুরুষ-উত্তম ?
হাটে ঘাটে বনে বা ভবনে, যেথানেই
থাক, অমনি কি মিলে যাবে প্রাণেশ্বরী—
সুন্দরীর দল—সেধে এসে পায়ে ধরে!
অর্জ্জুন-প্রস্ফুট-পুষ্প তোলে কণ্ঠপরে ?

অর্জ্জুন। আমি যে তোমার দাস—তোমা অনুগামী,
এ জগতে একমাত্র তুমিই যে স্বামী!
বেঁচে আছি তোমার যে আদর্শ লইয়া।
ষোড়শ সহস্র রাণী চারু চন্দ্রাননী,
ওহে চিন্তামণি, কেমনে পরানি ঢেলে
দেছে ? তোমার এ লীলাকান্তি অপরূপ-
ভাতি হেরি, জগতীর শ্রীমতীসকল
প্রাণ মন মধুর যৌবন করিয়াছে
সমর্পণ—ওই তব রাঙ্গা শ্রীচরণে!
ওহে রমাকান্ত! পদপ্রান্তে পতিত এ
কিঙ্কর তোমার, অনন্ত প্রেমের ভাবে
হে অনন্ত-রূপ-বীর্য্যবান! মন প্রাণ
তোমারি যে, তুমি কিনা জান, তত্ত্বজ্ঞানি!
ও কি পুনঃ বিদ্যুৎ বিকাশ! শ্রীনিবাশ!
কি ওই অপূর্ব্ব শোভা ? প্রাণমন—লোভা,

কাঞ্চনের আভা? বালিকার মধুময়ী
প্রতিকৃতি বিলাইছে কিবা রূপভাতি!
কহ হে, শ্রীপতি, কে ওই বালিকা ছবি?

শ্রীকৃষ্ণ। বালিকা? বালিকা বটে! কিন্তু জ্ঞান মন
বর্ষিয়সী প্রাচীনার মত। সুপ্রমাণ—
নেহার অদূরে, পার্থ! বসিয়া উপল-
খণ্ডোপরি, এলাইত বেণী, শ্যামশোভা
সর্পাবলী মত চাঁচর চিকুর কেশ-
জাল, করুণা-স্ফুটিত হাতখানি রাখি
গণ্ডোপরি, চায় উজ্জ্বল নয়নে মুক্ত
অনন্ত অম্বর পানে। সুধীরা বালিকা
কে জান? সুভদ্রা, ভগ্নী মম, বসুদেব-
সুতা, রামানুজা, অনূঢ়া কুমারী বালা।

অর্জ্জুন। (স্বগত) অনূঢ়া কুমারী? তবে আশা নহে মম
দুরাশার স্থল, নহে বিচঞ্চল পদ্ম-
পত্র-জল, হতে পারে বাসনা সফল।
(প্রকাশ্যে) কি সুন্দর মুর্ত্তি, হরি! যেন স্বর্গোপরি
স্বর্গভাব-মুগ্ধা বালা! উদাস বিহ্বল
প্রাণে, উদাস বাতাসে যেন ভাসে! আহা,
চিন্তার জগতে ভদ্রা অচিন্ত্যরূপিনী!
(স্বগত) পুনঃ কি জ্বলিল প্রাণে প্রেমানল-জ্বালা?
(প্রকাশ্যে) ধ্যানের অতীত এই অব্যক্ত-অসীম-
ময়ী, রূপবতী সুতন্বীরে হেরি, মরি!
ভুলিতে না পারে আঁখি মম!

শ্রীকৃষ্ণ। সুভদ্রারে
যেবা হেরে, ধনঞ্জয়, আহা, এইরূপ
করুণার ভাবে মগ্ন হয়, সমাদর্শ

লয়ে, সুভদ্রা গঠিত, ভাই, এ আলয়ে।
এ হেন করুণাময়ী প্রেমময়ী বালা
ধরণী না ধরে, যেবা হেরে তারে, ধ'রে
রাখে প্রাণের মাঝারে, হৃদয়ের পূত
ভাব-প্রতিকৃতি মত! ধনঞ্জয়, আমি
একমুখে না পারি বর্ণিতে সুভদ্রার
গুণগ্রামে। শস্ত্র, শাস্ত্র, শিল্পবিদ্যা যত
আছে ধরাধামে, পুষ্পাঞ্জলী মত, ভাই,
সমর্পণ করিয়াছি সুভদ্রার প্রাণে।
রোগক্লিষ্ট রোগী যথা, সুভদ্রা আমার
অভিজ্ঞ বৈদ্যের মত করে সেবা। যথা
শোক-মূর্চ্ছিত 'প্রপন্নজন, ভদ্রা তথা
দেবী রূপে। অনাহারে শীর্ণ ক্ষুধাতুর
আকুল জঠরজ্বালা লয়ে কাঁদে পড়ি
অন্ধকার পাতার কুটীরে, ভদ্রা তথা
অন্ন হাতে অন্নপূর্ণারূপে। ঋণগ্রস্থ
দীন ব্যবসায়ী দুর্দ্দিনের বিভীষণ-
গ্রাসে পড়ি, আহা, ভগ্ন মনে ভাবে বসি
নিরাশ আসনে, কি বলিব, হে অর্জ্জুন,
গুণবতী ভগিনী আমার পুনঃ পুনঃ
মুছে তার আঁখি বারি, করে উন ঋণ-
ব্যথা তার, সম্ভাবিত অর্থ দিয়ে তারে
আপন অবস্থা ফিরে দেয়। ভক্তিহীন
নির্ভাবুক যেবা অভাজন, ভাব দিয়ে
করে তারে সুভাবুক; ভাবময়ী বাণী
অক্ষরে অক্ষরে তারে শুনাইয়ে, অহো,
ঈশ্বরের ভক্তিপথে ফিরায় তাহারে।

পতিভক্তি শিখে লয় চঞ্চলা কামিনী।
অধিক কি কহিব, ফাল্গুনী, পুত্রস্নেহ
শিখে লয় পুত্রবতী নারী। একদিন,
শুন, পার্থ, ভদ্রার পবিত্র ভক্তিভাব।
একদিন হেরিলাম প্রভাসের তীরে—
ঘোরতর ঘূর্ণবায়ু বহে, ঝাঞ্ঝাবাত
উল্কাপাত হইতেছে মুহুর্মুহু! দিশি
দিশি চমকিত চপলা চমকে! ওহো,
ধনঞ্জয়, হেরিলাম কি সুন্দর ছবি
সেই প্রভাসের কূলে! বসি ভদ্রাবালা
পুলকিত প্রাণে, নদীর গর্জ্জন ধ্বনি
শোনে, স্থির ধীর প্রসন্ন নয়নে, আহা,
হেরিছে তরঙ্গ মালা! একি মহাভাব!
বৃত্তির একিহে একীকরণ সদ্ভাব!
সুভদ্রা ভগিনী মম বিশ্বে অনুপমা!

অর্জ্জুন। এত প্রেম এত গুণ এই বালিকার?
জগতে দুর্লভ রত্ন সুভদ্রা সুন্দরী।
(স্বগত) এ ধন আমার হবে? হেন ভাগ্য মোর!
সুভদ্রা আমার যদি হয়, সুনিশ্চয়
মনেরে বোঝাব, অতীব মঙ্গলহেতু
অর্জ্জুনের বনবাস বারবর্ষ তবে।

শ্রীকৃষ্ণ। চল তবে সুহৃদ্বর! প্রভাসের তীরে
সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়া করি সমাধান।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কানন।

রুদ্রমালী, তক্ষক ও অশ্বসেন।

রুদ্র। হতাশ্বাস দীর্ঘশ্বাস নিস্ফল উদ্যম
হল কি হে চরম পরীক্ষা, নাগপতি ?
এত দিন কুরুক্ষেত্রে করি বাস, এত
পশ্চাতে পশ্চাতে ফিরি ভণ্ড পাণ্ডবের,
এই নির্ঘাত সংবাদ এনে দিলে ? হায় !
আর মোর কি আছে উপায় ? বিস্তীর্ণ এ
নাগকুল-অধিপতি তুমি, হে তক্ষক,
রক্ষক তোমার স্বয়ং কুলিশী বাসব,
দিক্‌ভেদী দিকপালজয়ী তুমি, ভাই,
এখনো অগণ্য সৈন্য অধীনে তোমার,
তুমি আজ হেন ভগ্নোদ্যম ? কুরুক্ষেত্র,
ইন্দ্রপ্রস্থ, পাপপূর্ণ হস্তিনা নগরী—
দিনে দিনে উন্নীত অমরাবতী প্রায়।
হতেছে ব্রহ্মাণ্ডজয়ী পাপাত্মা পাণ্ডব।
আর তোমার পতিনী পুত্র, প্রাণভয়ে
ইতর পশুর প্রায়, ওহো, লুকাইত
খাণ্ডবের গভীর জঙ্গলে ! ধিক্ ধিক্,
জীবনে জনমে তব ধিক্ !

তক্ষ। কি করিব—
কুরুক্ষেত্রে আছিলাম অতি সংগোপনে
সাঙ্গপাঙ্গ-সনে স্থির মন্ত্রণা-কারণে।
এবে আর্য্যগণ চরম শিখরে হেরি
পূর্ণ সমুন্নত ; হস্তিনায় কি প্রভাব !

কিবা বীর্য্য-শৌর্য্যে সুরক্ষিত! জ্ঞান হয়,
জগতের মহাশক্তি অদম্য অজেয়!
চেদীরাজ্য কি কঠিন বর্ম্মে আবরিত!
দমঘোষ-নন্দন বীরেন্দ্র শিশুপাল—
দিক্‌পাল সম রক্ষিতেছে বীর্য্যবলে
অগণ্য শিক্ষিত সৈন্যসনে! সৌরাষ্ট্রের
কথা কিনা জান তুমি, হে অনার্য্যেশ্বর!
অঙ্গরাজ্য-অধিপতি নিজে কর্ণবীর।
বঙ্গ ও কলিঙ্গ সেই মত; বিশেষতঃ
জরাসন্ধ, পুরন্দর-নিন্দিত প্রভাব।
অনাড় অক্ষয় সেই মগধাধিপতি—
সত্য বটে বিশ্বের অরাতি; কিন্তু, সখে,
তোমার স্বপক্ষে কভু আসিবে কি ভাবো?
তারপর, এই ত রয়েছ তুমি নিজে
কৃষ্ণের দ্বারকাপুরে, অর্জ্জুন-পশ্চাৎ,
কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, ভাই।
আমি হতাশ্বাস আর কোনো আশা নাই!
তাই আসিবার কালে অশ্বসেনে লয়ে
খাণ্ডব জঙ্গলে লুকাইত রাখি পত্নী
অভাগিনী অবলারে, আসিলাম তব
কাছে, এখন সংবাদ কিবা? তব কন্যা
তমালী কোথায়?

রুদ্র। নিজ হাতে পাঠায়েছি
তারে যমালয়ে!

অশ্ব। সে কি! তমালী আমার
নাই? একি সর্ব্বনেশে কথা শুনি?

ভাই,
ছাড়হ রূপক ব্যঙ্গভাষ, পরিহাস
এ সময়ে কর কোন্ প্রাণে ? রুদ্রমালি !
কহ শীঘ্র, করোনা গোপন, কোথা তব
তমালী ত্নলালী কন্যা, সরলতাময়ী
কোথা সেই ভিখারিণী বালা ? কোথা সেই
মাতৃহীনা অভাগিনী অনাথিনী মেয়ে ?

রুদ্র। শেষ বাণী শুন, হে নাগেশ ! বহুদিন
আছি এই মহাকার্য্যে রত, সাধুব্রত
জন্মভূমি করিব উদ্ধার, অনার্য্যের
সুখরাজ্য আবার স্থাপিব ধরাধামে।
বহু আশা বহু আশা, হায়, মনে ছিল,
এত দিনে সব ফুরাইল ! নাহি বল।
ত্নর্ব্বল অনার্য্য এবে, সুকৌশল বিনা
হবেনা হবেনা আর জ্ঞাতির উদ্ধার !
তাই বুক বেঁধে, অকূল আশঙ্কা-হ্রদে
পাঠায়েছি প্রাণের প্রতিমা তমালীরে—
শিবের শপথ দিয়ে দ্বারকা-নগরে।
গুপ্ত ছুরী গুপ্ত ছুরী, প্রতিহিংসা-মাখা
তপ্ত ছুরি, অর্জ্জুনের বক্ষ-রক্ত-পিপা-
সিত ছুরি, দেছি তুলি তমালীর মুষ্টি-
বদ্ধ করে। তা ছাড়া কি আছে সত্নপায় !
ছলে বলে কিম্বা সুকৌশলে, যেরূপেই
হ'ক, অর্জ্জুনের ছিন্ন মুণ্ড প্রয়োজন !

তক্ষ। কিন্তু, সখে ! একাকিনী তমালী বালিকা
পারিবে কি এই কার্য্য করিতে সাধন ?
শঙ্কা হয় মনে, কালের গহ্বরে বুঝি
ভ্রান্তিবশে পাঠালে কন্যারে !

রুদ্র। যদি হয়,
তবে তমালীর করে এ কার্য্য সম্ভবে।
তমারে কি জাননা, নাগেন্দ্র! বীর্য্য, জ্ঞান,
ক্ষমা, দয়া, প্রেম, কত গুণে গুণবতী—
তা কি তুমি ভুলে গেলে, নাগ-কুলপতি!
কত যে দৃঢ়তা প্রাণে তার, পরিচয়
পাবে ত্বরা, স্থির জেন, দশবর্ষাবধি
পলে পলে দিনে দিনে করেছি শিক্ষিত।
দশবর্ষব্যাপী সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা মত
শান দেছি প্রাণপণে তমালীরে! আছে
স্থির বিশ্বাস আমার, তমালী হইতে
পাব ফিরে সর্ব্বস্ব আমার, তা হতেই
হবে কার্য্যোদ্ধার।

অশ্ব। তাহে নাহিক সংশয়।
এক কথা মম, আহা, একাকিনী বালা
রয়েছে অরাতিপুরে, সঙ্গে তার আর
রক্ষক নাহিক একজন; অনুমতি
হয় যদি মম প্রতি, হে অনার্য্যপতি!
ছদ্মবেশ ধরি, রহি দূরে দূরে তার,
গতিবিধি করি নিরীক্ষণ; যদি কিছু
হেরি বিপদের সম্ভাবনা, তখনি হে
তারে রক্ষিব হৃদয় পাতি।

তক্ষ। এ বিষয়ে
একমত বটে আমি, কিন্তু সুদুষ্কর
কার্য্য অতি, শুনি কি বলেন রুদ্রমালী।

রুদ্র। এ শুভ সংকল্পে কেন, বৎস, হব আমি
অন্যমতি? বিশেষতঃ তুমি ভালবাস

তারে ; কণ্টক ফুটিলে তার গায়ে, বুক
দিয়ে করিবে সে ব্যথা প্রশমন, আমি
জানি। তক্ষকের পুত্র তুমি, তোমার ত
সুযুক্তি-সঙ্গত এই বাণী। অশ্বসেন,
অতি সৎপুত্র তুমি বিশ্বাস-ভাজন।
কি আর কহিব, বাছা, তোমরাই এবে
আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা!
নয়নের অন্তরাল হলে, কার্য্যস্থলে
পশিলে উৎসাহভরে, দেখো, বাপ্‌ধন!
বালক-বালিকা-করে সঁপিনু এ মহা
কার্য্য, বালকত্ব-বশে ভুলোনা ভুলোনা!
থেকো অতি দূরে দূরে ; তমালীর সনে
দেখা হলে, অন্তরের আশীর্ব্বাদ দিয়ে
বোলো তারে, প্রিয়তম! অভাগা জনক
তার, আছে শুধু তার আশাপথ চেয়ে।
এস তবে, নাগপতি, দ্বারকার পথে
অশ্বসেনে করি অগ্রসর।

তক্ষক। জয় বিশ্বপতি!
কর দয়া হতভাগ্য অনার্য্যের প্রতি।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(শ্রীকৃষ্ণের কক্ষ)

রত্নপালঙ্কে শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রিত।

সেবাপরায়ণা শ্রীকৃষ্ণরঙ্গিনীগণ।

গীত।

ঝুমে ঝুমে আও,
ঝিমিকি ঝিমিকি গাও,
ঝুন্ ঝুন্ ঝুন্ ধাও,
ঘুম্-ঘোরে ভাব-ভোরে চাঁদ চকোরে চাও,
চাঁদনী রাকী অঙ্গে মাখি ভাব বিভায় ভাও।
দেখ দেখ শুয়ে মহাপুরুষ,
ধরে রাখ ধীরে বাক্য-পীযুষ,
ছিল সচেতন—এবে অচেতন,
যে যথায় আছ, চেতনাচেতন!
নিঝুম নিঝুম মোহময় ঘুম জগতে বিলাও।
জগতীরে লয়ে শুন মা প্রকৃতি সাড়াটিও নাহি দাও।

১ম। আসিছেন দেবী সত্যভামা।

(সত্যভামার প্রবেশ ও তৎপরে
প্রণাম করিয়া সকলের প্রস্থান)

সত্য। ছল নিদ্রা? বোধ হয়, দেখি ভাল করি!
বুঝিতে না পারি, মুরারির নিদ্রাভাব।

কেবা বুঝে এই ভবে? তাম্বুল-পূরিত
শীতল এ স্বর্ণবাটা ধীর বলে চাপি
নীল-কমলের নেত্রযুগে! প্রভু! প্রভু!

শ্রীকৃষ্ণ। কেও? সুহাসিনী সত্যভামা? অসময়ে
অকস্মাৎ চক্ষে কেন চকিল চপলা?

সত্য। এসেছে সে জলদের কোলে; তাই ওহে
জলদবরণ! তোমার চপলা-প্রেমা-
মোদে খেলেছে তোমার হৃদয়ের পাশে!

শ্রীকৃষ্ণ। কথায় কি সত্যভামা হটে? তাই বটে,
প্রিয়ে, মেঘের যেখানে উদয়, সেখানে
অমনি যে জ্যোতির্ম্ময়ী চপলার খেলা!
তা জানি, চঞ্চলে! ওলো স্থির সৌদামিনি!
স্থির হয়ে সদা খেল জলধর-কোলে।
মেঘের বুকের অন্ধকার, বুকভরা
দামিনীরে বুকে পেয়ে, সদা যেন হয়
জ্যোতির্ম্ময়। তুমি পৃথিবীর আলো, ওই
আলো, ওই মহাজ্যোতিঃ পেয়ে—ঘনত্রাস্ত
মেঘঢাকা জগজ্জনে হয় যেন সদা
আলোকিত, আলোক-পুলকে পুলকিত!
এবে কোন্ প্রয়োজন-সিদ্ধির মানসে
মাধবে জাগলে, মধুময়ি? বল, বল,
কিবা কার্য্য সাধিব তোমার, কার্য্যময়ি?

সত্য। নতুবা কি শ্রীকৃষ্ণে জাগাই নিদ্রা হতে?
কার্য্য না থাকিলে, তব দাসী সত্যভামা—
বিরামের কালে কভু দেয় কি ব্যাঘাৎ?
কার্য্যে তব পড়িয়াছে প্রয়োজন, প্রভু!
আগে বল সে কার্য্যে সাহায্য সুনিশ্চয়

করিবে আমায় ? সত্যভামা সত্যবাণী
চায় ; ওহে বাণীনাথ ! ওহে সত্যনাথ !
সে কার্য্য আমার একা নয়, তোমাতেও
আছে অংশ তার। কহ হে কংসারি ! মোর
এই মহাকার্য্যদায়ে রক্ষিবে দাসীরে ?

শ্রীকৃষ্ণ। কার্য্যময়ি ! একি কথা শুনালে আমায় ?
তুমি কি কার্য্যের অন্তরায় ? তুমিও যে
আমিও সে, এক কর্ম্মে কর্ম্মী দুজনায়।
বল, কিবা কার্য্য তব ? কোন্ কার্য্যোদ্দেশে
ইঙ্গিত আভাষে তুমি এত লজ্জাশীলা ?
এত কেন ম্রিয়মানা, সতি ? সত্যভামা-
পতি জাননা সত্যের দাস ? সত্যহেতু
এত কেন সূচনার জালে বাঁধ মোরে ?

সত্য। শুন তবে, সত্যনাথ—সত্যভামা-পতি !
জানত কিঙ্করী তব চিরপদাশ্রিতা।
তুমিও আমার কথা সদা রক্ষা কর,
রক্ষাময় ! আমিও যেমন আজ্ঞাধীনা,
সুভদ্রাও তেমনি তোমার। সে তোমার
ভয়ে সদা সারা ; আহা, আত্মহারা মেয়ে
একাকিনী আপনারে লয়ে, সদা ডুবে
আছে, তোমার বাসনাময় এ সংসারে !
এ নব যৌবন তার বৃথায় কি যাবে ?
তার ভাব একবার ভাব না, ভাবেশ ?
সে যে পতি চায়, তার পতি প্রয়োজন,
কিবা আয়োজন তার করেছ, মুরারি ?
কিন্তু তার করেছে উপায় সে আপনি ;
কেবল সাহায্য প্রয়োজন। প্রভু, শুন

মোর কাতর বচন ; এখনো বুঝনি ?
এখনো কি বুঝাইতে হবে, প্রাণেশ্বর ?
সে চায় অর্জ্জুনে। কেন ? শিহরিলে কেন ?
অর্জ্জুন কি সুভদ্রার উপযুক্ত নয় ?
অথবা কি এমন বুঝেছ, জ্ঞানময় !
অর্জ্জুন চাহেনা সুভদ্রায় ? সুভদ্রা কি
পত্নীর যোগ্যা নয় তার ? বল নাথ !
আমারে বুঝাতে হবে ; কেন ? ধনঞ্জয়ে
ভগিনীরে কৈলে সম্প্রদান, নামে তব
কলঙ্ক হবে কি, প্রভু ? কেন লোমাঞ্চিত—
কেন চমকিত—কেন শিহরিত, প্রভু ?

শ্রীকৃষ্ণ। কি কথায় কত কথা আন ! সত্যভামা !
সুভদ্রা অর্জ্জুনে চায় ? ইথে মোর হবে
অসম্মতি ? ভগবতি ! ভারতি ! শ্রীমতি !
কেন হে ব্যাকুল মতি এত তুমি, সতি ?
বরমালা দিবে ভদ্রা অর্জ্জুনের গলে,
ইথে মোর অসন্তোষ ? আমি অন্যমন ?
হরি হরি, মনময়ী ভামিনি আমার !
আমার সম্পূর্ণ মত কহিনু তোমায়।
একেত তোমার অনুরোধ ; তারপর
হবেন সুভদ্রাপতি পার্থ মহামতি ;
এ অপেক্ষা কিবা ভাগ্য হবে যদুকুলে ?
কিন্তু আমিত বুঝিনি কিছু ? ধনঞ্জয়
সুভদ্রারে চায়, হেন কিছু কি বুঝেছ ?
নহেত অকৃতদার বৃকোদরানুজ ?
মহারাণী যাজ্ঞসেনী যার প্রণয়িনী,
নাগবালা উলুপী সুন্দরী পদে ধ'রে

করেছে বিবাহ যারে ; মণিপুরেশ্বর
চিত্রাঙ্গদা হেন কন্যা করিয়াছে দান
যারে আপনা বিকায়ে, সেই ধনঞ্জয়
সহসা যে সুভদ্রায় করিবে বরণ,
কি মতে জানিলে তুমি, শুভে ? ভাল, যাহা
হয় হবে কালি, রজনী প্রভাত হলে।

সত্য। রজনী প্রভাত হলে যাহা হয় হবে ?
না না, সে যে বহুকাল! বর্ষ—যুগ—প্রায় !
সুভদ্রা যে নিমেষে নিমেষে মূর্চ্ছা যায়।
আজ রাত্রে এই ক্ষণে সঁপে দিতে হবে
তারে অর্জ্জুনের করে। নহে সুনিশ্চয়
কহি হে তোমায়, প্রেমময়, ভগ্নী মম
বাঁচিবে না আর, তুমিত জাননা, নাথ,
নারীর প্রকৃতি রীতি ; অনূঢ়া বালিকা
যখনি প্রথমে পাবে পতি-সুধাস্বাদ,
যখনি পতির পূর্ণচন্দ্রমা-প্রতিম
মুখখানি করিবে দর্শন, তখনি যে
তারে পেতে হবে মনোমাঝে ? কাল, ক্ষণ,
মানা, আর কি মানে হে অশান্ত-হৃদয়
তার ? আজ রাত্রে চাহি ধনঞ্জয়ে, নহে
আজিকার চন্দ্র সনে সুভদ্রা-চন্দ্রমা
চির-তরে হবে অস্তমিত !

শ্রীকৃষ্ণ। সর্ব্বনাশ !
তাইত ! এমন ! এতদূর ! বুঝি নাই
এতদূর ঘটেছে ঘটনা ! তবে না না,
আর তিল বিলম্বের নাহি প্রয়োজন।
এখনি গমন কর সুভদ্রারে লয়ে

অর্জ্জুনের শয়ন-আলয়ে! এ তোমারি
কাজ, কিছুমাত্র লাজ ইথে নাই; আজ
রাত্রে, এই ক্ষণে অর্জ্জুনে জাগায়ে, দেহ
সুভদ্রারে সঁপে গান্ধর্ব্ব-বিধানে। তার
পর যেবা হয়, আপনি করিব কালি।
এস, দেবি, কালক্ষেপে নাহি প্রয়োজন।

সত্য। দেখো, প্রভু, দেখো, এ দাসী তোমারি, তব
চির-আজ্ঞাকারী—আশ্রিতা কিঙ্করী; কর্ম্ম
মম সঁপেছি তোমারি শ্রীচরণে, দেখো,
হরি, নামে যেন তব নাহি স্পর্শে মলা!

শ্রীকৃষ্ণ। ইচ্ছাই তোমার কর্ম্ম ইচ্ছাময়ী তুমি।

(সত্যভামার প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(বসুদেবের কক্ষ)

বসুদেব ও রোহিণী।

বসু। কই, আমিত উপযুক্ত পাত্র দেখিতে পাচ্ছিনি।

রোহি। ওমা সেকি কথা গো; তা বলে কি মেয়ে চিরকাল আইবড় থাকবে নাকি? এমন কথাত কখন শুনিনি!

বসু। তা বলেত হাত পা বেঁধে জলেও ফেলে দিতে পারিনা। ভদ্রার মত মেয়ে আমি জীবনে অল্পই দেখিছি। রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী; এমন মেয়েকে ত যার তার হাতে দিতে পারিনি! দেশে দেশে ঘটক পাঠিয়েছি, সম্বন্ধও আস্‌ছে বিস্তর, কিন্তু মনের মত পাত্র হচ্ছেনা! ব্যস্ত হলে কি হবে বল? প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ প্রজাপতিই জানেন।

রোহি। বেশ বোঝালে যা হোক। প্রজাপতি বুঝি আপনি উড়ে এসে তাঁর নির্ব্বন্ধ ফলিয়ে দেবেন?

বসু। কেন? চেষ্টার আর কি ক্রটি কচ্ছি বল? নানা দেশে ঘটক পাঠিয়েছি, প্রতিদিন সংবাদও পাচ্ছি, কিন্তু হলে কি হবে? পাত্র ভাল হয় ত কুলে শীলে সুবিধা হয় না। কুল শীল উচ্চবল হয়ত পাত্রের একটা না একটা দোষ বেরিয়ে পড়ছে। বেশ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হচ্ছেনা—রাজযোটক হচ্ছে না। রোহিণি! বিবাহ ব্যাপারে একটু ধীরে চলাই ভাল,— ব্যস্ত হয়ে কাজ কল্লে পরে আক্ষেপ কত্তে হয়।

রোহি। তা বেশ, মৈনাক পর্ব্বতের মতন গা ঢেলে দিয়ে বসে থাক, হাটে মাঠে বর ঘুরে বেড়াচ্ছে কি না, একদিন সকালে উঠে যাকে দেখ্‌বে, ধরে দিও, আপদ চুকে যাবে!

(সুতনুর প্রবেশ।)

সুত। ওমা, এ যে উল্‌ট পালা দেখ্‌ছি! কর্ত্তা মহাশই! মেয়ে মানুষটা কাঁদছে একবার উত্তরী খানা চোখে টিপে ধরুণ।

রোহি। আ গেল যা, আমি আবার কাঁদ্‌ছি কোথায় লা? রকম দ্যাখ! আমার চোখে কি একটা পড়েছে।

সুত। আহা হা! কর্ত্তা মশাই, একটু ভাব দিন—একটু ভাব দিন! আপনি কাছে থাক্‌তেই ওঁর যখন এত অভাব,একটু হাব দিয়ে খানিক বাংলা দেশের ডাব নারিকেলের জল ছিটিয়ে দিন!

রোহি। আ মরি রসুনাগরী, সকল কথাতেই ঠাট্টা!

সুত। খাট্টা খাট্টা চাট্‌নি চাট্‌নি! তুমি আমার সতীন, তাতে আবার মিতিন, ধিতিন ধিতিন নাচ্‌ব, আর ফি দিন এসে তোমার বুড়নাগরের কোল জোড়া হয়ে আড়নয়নে চেয়ে চেয়ে হাস্‌ব। আর তুমি গলা শানিয়ে চোখ্‌ রাঙ্গিয়ে বল্‌বে মর্‌ মর্‌ মর্‌ ছুঁড়ী সতীন লো! ফ্যাঁকর ফ্যাঁকর হাস্‌তে লেগেছে।

রোহি। আ মরণ, যৌবনের তেজে চোকে কাণে দেখ্‌তে পাচ্ছেন না! ছিলি দাসী হয়েছিস্‌ মহিষী, তা হবেই ত!

সুত। কর্ত্তা মোশাই—কর্ত্তা মোশাই, আপনি সাক্ষী—আপনি সাক্ষী! বলি একবার তলিয়ে বুঝুন ত! আমায় যে রাণী করেছেন তা বড়গিন্নীর গুণে না আমার গুণে?

বসু। তোমারি গুণে, সুতনু, তোমারি গুণে। বড়গিন্নী তোমাকে ছোট ভগ্নীর মত দেখেন, দু'কথা বল্লেও বল্‌তে পারেন,—

সুত। আর পায়েও রাখ্‌লেও রাখ্‌তে পারেন!

রোহি। পোড়ারমুখীকে গাল দিলেও রাগে না।

গীত।

সুতনু। গালের মতন গাল দিলে বোন্‌ রাগতো হবে না,
মুখ ফুটে গাল ফুটিয়ে দিলে সে গাল সবে না;

গাল টিপে গাল উথ্‌লে যদি ওঠে,
(তবে) পোড়ারমুখীর কালামুখে কালশিরে দাগ ফোটে,
নৈলে সুধার ধারা ছোটে,
(যদি) ভালবেসে গালের ছড়া ছড়িয়ে পায়ে লোটে
খেয়ে গাল ভরে গাল ফিরায় দু'গাল বাকি্য কবে না,
চরণদাসী হয়ে থাকি গালেও আশা মিট্‌বে না।

(দেবকীর প্রবেশ)

সুতনু। আস্তে আজ্ঞা হোক্ আস্তে আজ্ঞা হোক্! ছোট গিন্নী মোশাই আসুন। ও যাচ্ছেন কোথা? বাঁয়ে বড় ঘেঁস পাচ্ছেন না, ও বড় শক্ত মাটী, বত্রিশ পাটীর একটাও বসবে না। ডাইনে ঘেঁসে বসুন, চিনির নৈবিদ্য সেজে যাক্!

বসু। দেবকি! আজ এত ব্যস্ত ভাব দেখ্‌ছি যে?

দেব। ব্যস্ত হবার একটু বিশেষ কারণ ঘটেছে। সে কথা প্রচার হলে, একটা খণ্ড প্রলয় ঘট্‌বে; সেই ভয়ে বল্‌তে আমার সাহস হচ্ছে না।

বসু। সেকি? ব্যাপারটা কি? এমন কি কাণ্ড ঘটেছে যার জন্যে তুমি ভয়ে সে কথা প্রকাশ কত্তে পাচ্ছ না?

দেব। (নীরব)

রোহি। অবাক করেছ বাপু! সব এক এক ধিঙ্গী! কি হয়েছে ভেঙ্গেই বল্‌না!

দেব। সুভদ্রা সম্বন্ধে কথা!

বসু। সুভদ্রা সম্বন্ধে কথা? সে কি? হয়েছে কি?

দেব। আমি খুব গোপনে জান্‌তে পাল্লেম, সুভদ্রা অর্জ্জুনের প্রতি অনুরক্ত হয়েছে।

বসু। এ্যাঁ! সে কি! এ অতি অসম্ভব কথা!

রোহি। আমার মাথা আর মুণ্ড! বলিস্ কি, দেবকি! সুভদ্রা অর্জ্জুনের প্রতি আসক্ত হয়েছে? ওঃ তাই বটে! অর্জ্জুন আসার পর থেকেই কেমন মুখ শুক্‌না দেখ্‌ছি!

বসু। কেমন করে জান্‌তে পাল্লে? কে এ কথা বল্লে?

দেব। মেজবৌমার মুখে প্রকারান্তরে শুন্‌লাম!

রোহি। এ্যাঁ! শেষকালে ছারকপালী এই কাজ করে বস্‌ল? সুভদ্রা কচি মেয়ে—একটা গোঁয়ার আকাটের হাতে পড়বে? তিন তিনটে সতীন! পোড়াকপাল অমন মেয়ের! এ্যাঁ, আবাগী শেষ এই চলানটা চলালে? কেমন? এখন হলত, মেয়েকে থুবড় ক'রে রাথার ফল এখন হাতে হাতে ফল্‌লো ত?

বসু। তা পাত্র নিতান্ত মন্দ নয়, কিন্তু!—

রোহি। রাখ তোমার কিন্তু! জন্তু মেয়ের এত বড় আস্পর্দ্ধা! সে যদুবংশের মাথা হেঁট কল্লে? এ্যাঁ! রাম কৃষ্ণকে কি করে বোঝাব? বলরাম যে হাতেই মাথা কেটে ফেল্‌বে! সে পাণ্ডবদের উপর হাড়ে চটা! কি বিভ্রাট ঘটায় দেখ! এ্যাঁ! পোড়ারমুখীর একটু লজ্জা হল না? কালামুখ দেখাবে কেমন করে? শোন, যদি এর একটা বিহিত না হয়, তবে আপনি গলায় দড়ী দিয়ে মরব! অমন মেয়ের মুখে নুড়ো জেলে দিই! হতচ্ছাড়ী বাঁদরী কোথাকার!

(প্রস্থান)

সুত। আমি একবার শাঁক বাজাই গে!

(প্রস্থান)

বসু। দেবকী! এখন উপায়?

দেব। উপায় ভগবানের হাত! রোহিণী দিদি যাই বলুন, পাত্র কিন্তু বড় মনের মতন।

বসু। সে আবার একবার করে? অর্জ্জুন জামাতা হলেত যদু-বংশের সৌভাগ্য! কিন্তু ব্যাপার বড় সোজায় মিট্‌বে বলে ত বোধ হচ্ছে না! চল, দেখি, কি করে উঠ্‌তে পারি।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(অর্জ্জুনের শয়নকক্ষ)

উন্মুক্ত বাতায়ন-সম্মুখে অর্জ্জুন।

অর্জ্জু। গম্ভীর প্রশান্ত শশী পূর্ণকলরূপে
নীরবে রাজত্ব করে নীরব অম্বরে!
দেখ কি মধুর ভাব গম্ভীর মহিমা!
পূর্ণ সচেতনে লয়ে চেতন ভাস্কর
অবনীরে সমভাবে করিয়া শাসন,
প্রশান্ত শান্তির হেতু অস্তাচল-ধামে
হইলা নিদ্রিত—পূর্ণ কর্ম্মক্রিয়া সনে।
নিষ্ক্রিয় নিষ্কাম চন্দ্র নিদ্রারে লইয়ে
হের কিবা নব অভ্যুদয়! কর্ম্মের এ
বিনিময়, কত শিক্ষা করিছে প্রদান
কর্ম্মপ্রাণ জগজনে; বলিহারি তাঁর
মহিমায়! শান্তির রাজত্ব এইবার!
সচেতনে অচেতনে অভ্রান্ত মিলন!
তবে কি নিষ্ক্রিয় নিশানাথ? নাহি তাঁর
কোন ক্রিয়া? কর্ম্মহীন শান্ত শশধর?
তাত নয়; ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তু মাঝে
আছে কি কেহরে ক্রিয়াহীন? অভিপ্রায়-
হীন? উদ্দেশ্যবিহীন? অতি অসম্ভব!
কর্ম্ম পরে বিশ্রামের অতি প্রয়োজন,
চেতনের ক্রিয়া পরে চাহি অচেতন!
শ্বেতের পশ্চাৎ পৃষ্ঠে শ্যামের আদর—
তাই সর্ব্বলোকে, তাই মহাদেব-বামে

মহাকালী; কৃষ্ণের অভ্রান্তপৃষ্ঠে তাই
বলরাম, দিবা পৃষ্ঠে তাই অমা নিশা!
শশীর দাসীত্ব করে বিরামদায়িনী
নিদ্রা দেবী; নিদ্রার মাধুর্য্যময়ী ক্রিয়া
বিমোহিনী স্বপ্নরাণী। কে নয় কর্ম্মের
দাস? কেবা গতিহীন? নিশ্চল নির্গতি
কি আছে এ কর্ম্মগ্রস্থ প্রকৃতির বুকে?
অগ্রগামী নিশা বিমোহিনী, পরব্রহ্ম
গোবিন্দ চরণ-পদ্ম স্মরি দ্বারকায়
নিদ্রা যাই—হস্তিনার সুখ-স্মৃতি লয়ে!
কিন্তু সুভদ্রা, মাধব-ভগ্নী—প্রেমময়ী
সুভদ্রারে ভুলিব কেমনে? কি মদিরা
না জানি নয়নে তার; দৃষ্টি-সুধা-স্রোত
অবিরাম গতি বয় অশান্ত অন্তরে!
রমণীর শিরোমণি সুভদ্রা সুন্দরী!

(শয়ন ও নিদ্রা)

(স্বপ্নসঙ্গিনীগণের আবির্ভাব)

গীত।

কে কোথা কি ভাবে কি ভেবে ঘুমাল সই!
আয় প্রাণে গিয়ে তায় উরি,
হাসিটুকু হয়ে প্রাণে প্রাণে কথা কই,
আয় টেনে বেঁধে রাখি ভুরি।
দূরে থেকে আনি কাছে লো,—
হয় নয় তাকি যাছে লো!
সেধে পায়ে ধ'রে যাচে লো,—
চুপি চুপি চলি, কাণে কাণে বলি,

তারে এই বেলা কর চুরি!
জাগিলে বলিব কি হল?
কোথা গেল সেটি কি বল?
ছি ছি হে! তুমি না সরল?
যেথা হতে এলে—সেথা ভুলে গেলে,
ওহে! নূতনের এত মাধুরী?

১ম। ধনঞ্জয় নিদ্রাঘোরে হয়েছে মগন,
সুষুপ্তির চরম বিকাশ; আয় সই!
দশ বৎসরের স্মৃতি করায়ে চেতন
কৃষ্ণার বিরহ-স্বপ্ন খেলি সবে মিলে!
(অর্জ্জুনের কর্ণমূলে)
তৃতীয় পাণ্ডব! এতদিনে ফিরে এলে?
দেখ দেখি কি হয়েছি আমি? দেখ দেখি
একবার মুখখানি তুলে, মা জননী
কতই কাতরা তোমা তরে? ধর্ম্মরাজে
এমন নির্দ্দয় হয়ে কাঁদাইতে হয়?
২য়। প্রাণেশ্বর! উলুপীরে কোথা রেখে এলে?
সে নাকি সুন্দরী বড়? সে নাকি তোমারে
বেঁধেছে প্রেমের জালে অক্ষয় বাঁধনে?
নাগবালা নাকি অতি বড় মায়া জানে?
সে মায়ায় তুমি নাকি একান্ত মোহিত?
৩য়। আহা মরি মরি, প্রিয়তম! চিত্রাঙ্গদা
রাজকন্যা—সে যে বড় আদরের তব;
সে নাকি আমরো চেয়ে ভালবাসিয়াছে?
ছি ছি প্রিয়তম! এমন অসার তুমি?
যেখানে কুমারী কন্যা দেখিবে নয়নে,

অমনি তথায় প্রাণ আছাড়ি পাড়িবে ?
তবুও আনিতে তারে না হল শকতি ?
সেত আর মোর মত পরাধীনা নয়,
ছলে বলে কেড়ে লবে ? সে স্বাধীনা মেয়ে,
সে কেন আসিবে তব হস্তিনা-আলয়ে ?
একবার দেখাতেও পারিলে না মোরে ?

অর্জ্জু। (স্বপ্নে প্রবুদ্ধ হইয়া)
ছিন্নতন্ত্রী সুরভাঙ্গা প্রক্ষিপ্ত বীণায়
কেরে কেরে দিলিরে ঝঙ্কার ! প্রাণ পূর্ণ
ঝটিকার প্রায়—কেরে কেরে ভেঙ্গে দিলি
প্রাণের দুয়ার ; কৃষ্ণ-প্রেম-পারাবারে,
কেরে নিষ্ঠুর পাষাণ ! সংসার ঝটিকা-
যোগে তরঙ্গ তুলিলি ? যুগ-যুগান্তর
চিন্তাক্লিষ্ট কালদষ্ট নষ্ট স্মৃতিছায়া
কেরে এই সুপ্তপ্রাণে করিলি ছাদন ?
সীমাহারা অনন্ত এ শূন্যমরুমাঝে,
প্রভাতের জ্যোতিহারা তারার মতন—
নিবন্ত উচ্ছ্বাস সেই স্মৃতি-মরীচিকা
কেনরে অঙ্কিত ক'রে করিলি আকুল ?
হৃদয়-গহ্বর হতে বেজেছে বিষাণ
প্রতিধ্বনি হতেছে ধ্বনিত মুহুর্মুহুঃ
উহুঃ একি ! প্রাণের এ সুদৃঢ় বাঁধন
কোথায় কোথায় ছুটে গেল, চূর্ণ চূর্ণ
হল ! পরমাণু হয়ে উড়িল সমীরে !
প্রাণ ধায় মহাব্যোম অনন্ত হৃদয়ে—
সূক্ষ্ম হয়ে সৌরে সৌরে যেতেছে মিশিয়ে !
কত রবি কত শশী কত গ্রহরাশি

চেয়ে রয় আ-প্রলয় অনিমিষ চোখে,
কোথা আমি—কোথা প্রাণ—কোথায় জগৎ!

স্বপ্ন-সঙ্গিনীগণের গীত।

স্বপনের দেশ মায়াময় ঠাঁই
হেথা—তুমি আর আমি, আমি আর তুমি, ইহা বিনা আর কিছু নাই!
চাঁদের হাসির সাগরে ডুবে থাক,
মন্দার মধু পিয়ো পিয়ো আপনে বিভোর রাখ,
একটি মালায় জড়িয়ে দুটি একখানি ছবি আঁক?
শুধু তোমার আমার—আর কারু নয়,—তোমার আমার,
এতে ভাগ বাঁটোয়ারা নাই,—
মিশে থাক দুটি একটি প্রাণে তাই—নাই বিরহ—ভয়—বালাই।

অর্জ্জুন। একি মোর ভাবান্তর! স্বপনের ঘোরে
আচ্ছন্ন হৃদয় প্রাণ মম! কত কথা
কত ভাব অন্তরে আবার ধেয়ে ছুটে,
কিবা ফুটে কিছু না বুঝিতে পারি! কেবা
আসে যায়—না পারি নির্ণয় করিবারে!
একি শিঞ্জিনীর ঝিম ঝিম মধুস্বন
কোথা হতে স্বনিছে মধুর! কি সুন্দর!
আমি কি এখনো তবে নিদ্রা অচেতন?
যেন দ্রৌপদীর সেই মধুমাখা তান
কাণে কাণে কেবা এসে বলে! একি স্বপ্ন?
নেপথ্যে। ধনঞ্জয়! ধনঞ্জয়! জেগে আছ তুমি?
উঠ উঠ একবার কর গাত্রোত্থান!
অর্জ্জুন। একি! কে ডাকে আমায়? এও কি স্বপন?
নেপ। ধনঞ্জয়! ধনঞ্জয়! জেগে আছ তুমি?

অর্জ্জু। কেও—কেও—কে আমারে কর আবাহন?
গভীর নিশীথ রাত, নিদ্রিত জগৎ—
রুদ্ধদ্বার প্রত্যেক তোরণে! কি কারণে
হেন অসময়ে মোরে কর সম্বোধন?
কেবা—তুমি, মম কাছে কিবা প্রয়োজন?
নেপ। আমি কে? চিনিবে পরে, আগে দ্বার খোল।
অর্জ্জু। কে ডাকে? মধুর স্বর! কিন্তু অবিকৃত
নয়, যেন গলা ধরি, কণ্ঠস্বর অন্য
রূপ করি, ছলনায় করে সম্বোধন!
নারীকণ্ঠ সুনিশ্চয়! কে তুমি কামিনী?
নেপ। দেখিলে বুঝিবে সব শীঘ্র দ্বার খোল।
অর্জ্জু। আগে দেহ পরিচয়, নচেৎ নিশ্চয়
খুলিব না ঘরের দুয়ার; সত্য বল,
মানবী দানবী যেবা হও, না বলিলে
প্রয়োজন—অর্জ্জুনের পাবেনা দর্শন।
নেপ। (খিল খিল হাস্য)
অর্জ্জু। রাত্রিকালে একি চমৎকার! অসম্ভব!
একি ছলনার খেলা! কে ওই কামিনী!
নেপ। কে কোথায় এখনি দেখিবে, কেন বৃথা
বিলম্ব করিছ, ধনঞ্জয়? দ্বার খোল।
ভয় কি? ভাবনা কেন কর? কি বিপদ!
অর্জ্জু। কখনই খুলিব না দ্বার! অভিসারে
আসিতে কি কর অভিলাষ? নহে ও কি
কথা! "কে কোথায় এখনি দেখিবে?" কেবা
তুমি কহ ছদ্মবেশী—একি অভিলাষ!
বহে ঘনশ্বাস! মহাত্রাসে কাঁপিতেছি,
মহা কৌতূহলে ভীত অন্তর আমার।

নেপ। অভিসার? ছিঃ ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা—কি ঘৃণা!
ওগো সার মহাশয়! অভিসার নয়,
অতি সার বস্তু আছে আমার নিকটে।
জগতের সার, সেটি জীবনের সার!
আগে খোল দেখি দ্বার—নয়ন তোমার
চরিতার্থ এখনি হইবে। পেয়ে তুমি
ভাগ্যবান ভাবিবে নিজেরে। নহে মোরা
বল চলে যাই, কহি গিয়া কেশবেরে,
"অর্জ্জুন তোমার—আমাদের অপমান
করি, দ্বারদেশ হতে দিল ফিরাইয়া!"
কেমন! তা হলে ভাল হবে? মুখ পাবে
তাঁহার গোচরে?

অর্জ্জু। আসিতেছ শ্রীকৃষ্ণের
নিকট হইতে? তবে তুমি একা নও?
আরার আমরা? পুনঃ সঙ্গে সাথী আছে?
ভাল, বলই না পরিচয়? সত্য সত্য
যাবেনা তোমার মান। গণ্ডগোল সব
মিটে যাক, আমিও নির্ভয়ে খুলি দ্বার।

নেপ। তুমিই জিনিলে, পার্থ, তুমিই জিনিলে।
আমি—আমি সত্যভামা, এখন বুঝিলে?

অর্জ্জু। দেবী—দেবী? কি আশ্চর্য্য! কেমনে বুঝিব
সশরীরে সত্য সত্য সত্যভামা দেবী?
আমি বলি আর কেহ, আসুন—আসুন!

(দ্বার উদ্ঘাটিত করণ ও পশ্চাৎ করিয়া
সুভদ্রাকে লইয়া শশব্যস্তে
সত্যভামার প্রবেশ)

সত্য। তবে তবে, ধনঞ্জয়! ওহে ব্রহ্মচারি!
আমরা এসেছি অভিসারে? লজ্জাহীন!
অসার! এ কথা বল? সার—অতি সার
এই দেখ ত্রিলোকমোহিনী বস্তু কিবা!
এ সারের পূর্ব্বে কিছু উপসর্গ নাই,
নির্দ্দোষ—কলঙ্কহীন—সুন্দর চন্দ্রমা!
—আহা! আর কেঁদনা বিরলে, অশ্রুজলে
আপনারে ভাসিয়ে রেখোনা। কি ভাবনা?
আসিয়াছ শ্রীকৃষ্ণের পাশে, তাঁর কাছে
যদি নাহি মিটে মনের বাসনা তব,
তবে আর "কৃষ্ণ সখা-ধনঞ্জয়" বলি
লোকে কি ডাকিবে কেহ আর? আর শুন—
মহাবীর ব'লে তুমি বিখ্যাত জগতে,
বীরত্ব শূরত্ব যত দেখাও সমর-
ক্ষেত্রে; তবে অন্তঃপুরে কেন বাণ হান?
সুশীলা কোমলপ্রাণা অনূঢ়া বালার
বুকে, অক্ষয়সন্ধান কেন, বীর্যবান?
আহা, মরি মরি! সুভদ্রা-সুন্দরী তব,
দেখ, তোমা বিনে মর্ম্মাহতা; বিবশায়
রক্ষা কর এ যন্ত্রণা হতে। আজ রাতে—
—অন্যমন কেন হে অর্জ্জুন? ঊর্দ্ধভাগে
কেন হে বিফল দৃষ্টি? শুনিছত বাণী?
আজ রাত্রে, এই ক্ষণে গান্ধর্ব্ব-বিধানে,
ধর্ম্মদেবে সাক্ষ্য করি, মম বিদ্যমানে,
মাল্য-বিনিময় কর সুভদ্রার সনে।
তারপর প্রভাতে যা হয় হবে; সভা
করি আবাহন, সর্ব্বলোক-মাঝে, দেব

বসুদেব, কৃষ্ণ বলরাম সনে, ফুল্ল-
মনে, প্রকাশ্য বিবাহে, অতি সমারোহে
করিবেন মহোৎসব—বিরাট উদ্যোগ।

অর্জ্জুন। ক্ষমা কর—ক্ষমা কর মোরে, মহাদেবি!
এ বিষয়ে দিওনা উৎসাহ! গোবিন্দের
সনে যথাযথ যুক্তি করি আগে; পরে
তাঁর বিবেচনা—বিবেক-প্রণালী মতে
সুভদ্রার পানিপীড় করিব প্রভাতে।
আজ রাতে ক্ষমা কর, সতি! ঘরে যাও
ভদ্রা সনে; চুরি করে হেন শুভ কাজ
উচিত কি আমা হতে হয় নির্ব্বাহিত?
সুভদ্রারে এ হেন গোপনে, যদি আমি
বরি, ভদ্রে, গান্ধর্ব্ব-বিধানে; বলভদ্র
বলদেব মহাক্রোধে হয়ে কম্পবান
সর্ব্বনাশ সাধিবেন কালি। কেন, দেবি!
কেন দিবে কালি নিষ্কলঙ্ক যদুকুলে?
আমারেও ঘোর অপমানে নিক্ষেপিবে?
হস্তিনায় ধর্ম্মরাজ ক্ষোভে দুঃখে ক্রোধে
আর কি গো হেরিবেন মোর দগ্ধানন?

সত্য। সে কথায় কিবা প্রয়োজন? কেন হেন
প্রলয় বচন, পার্থবীর? যাহা হোক
ভবিষ্যতে, সে ভাবনা এখন কি হেতু?
ও সকল ভাব ছেড়ে দাও; কথা শোন,
অবাধ্য হয়োনা আর! আমার আদেশ
তোমার সর্ব্বতোভাবে সদা পালনীয়।
কার সাধ্য কথা কয় আমার উপরি?
আমি যা করিব, কিম্বা মনন আমার

তাহাতে কে হবে হন্তারক অনন্ত এ
বসুন্ধরা মাঝে? স্পর্দ্ধা—সাধ্য—হেন কার—
আমার কর্ম্মের প্রতি করেছে ইঙ্গিত?
ধনঞ্জয়! আমার দুর্দ্দম ক্রোধানলে
দিওনা আহুতি, সংসার জ্বলিয়া যাবে,
সে অনলে তুমিও না পাইবে নিস্তার,
সাবধানে পাল মোর অলঙ্ঘ্য আদেশ।

অর্জ্জুন। দেবি! দেবি! মহাক্রোধ কর সম্বরণ,
সর্ব্বনাশ করোনা আমার! সেধোনা গো
নিপাত দাসের! আজ রাত্রে রক্ষা কর!
রজনী প্রভাত হলে যা হয় তা হবে।
সবার সমক্ষে, অকাট্য আদেশ তব
করিব পালন নিরুদ্বেগে। ধর্ম্ম সাক্ষী
করি নিবেদি তোমার চরণে, শ্রীমতি!
এ বিবাহে অসম্মতি কিছু নাহি মম;
সুভদ্রা প্রাণের প্রাণ প্রধানা ঈশ্বরী।
কুরুকুলে যদুকুলে হবে কুটুম্বিতা
আমা হতে, এ কি নহে সৌভাগ্য আমার?
কেন লজ্জা দিবে এ কিঙ্করে? ক্ষমা কর
ক্ষেমঙ্করি, নারায়ণি, নারায়ণ-রাণি!
আমি কোন্ ছার, তোমার এ ক্রোধানল
পারি সহিবারে,—ভগবান নারায়ণ
জনার্দ্দন সঙ্কুচিত যায়।

সত্য। ধন্য ধন্য
পাঞ্চাল প্রদেশ! ধন্যা পাঞ্চাল-তনয়া!
এত জানে—এত জানে মায়া মায়াময়ী?
এত জানে ছাঁদ বাঁধ—পতি-ধরা ফাঁদ?

এত তার মন্ত্রৌষধি-গুণ ? এত তার
কটাক্ষ প্রখর ? এত মন বাঁধিয়াছে ?
সাবাস সাবাস মেয়ে বটে ! তবু তুমি
তৃতীয় সংখ্যক পতি ! পাঁচের মধ্যেতে
অন্যতর ! পূর্ণভাগ পাওনা কখন !
না জানি একটি হলে কিবা হতে তুমি,
বদ্ধ হতে শিরে শিরে শিরায় শিরায় !
সার্থক দ্রৌপদী পতিব্রতা !

অর্জ্জুন। কেন বৃথা
নিন্দা কর দেবী দ্রৌপদীরে, মহাদেবি ?
সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি রাণী যাজ্ঞসেনী,
বালিকার অমলতা সজ্জিতা তাঁহাতে,
পতিভক্তি জানেন বিহিত বিধিমতে।
যাঁর ভালবাসা-গুণে, মোরা পাঁচ ভাই
মিশে গেছি এক প্রাণে তাঁর প্রাণ-মাঝে !
কিন্তু, দেবি ! করিও না ক্রোধ মোর পরে,
করিওনা দোষী, তুমি আপনি বলালে ;—
পৃথিবীতে কে না জানে তব মন্ত্রৌষধি ?
অভিমানে মানিনী তোমার মত, দেবি !
খুঁজে দেখ দেখি আছে কি এ বিশ্বমাঝে ?
কোন্ লাজে তুমি নিজে করিছ ভর্ৎসনা ?
ষোড়শ সহস্র তব সতিনীর মাঝে
কে আগে ? কাহার বাক্য আগে রক্ষা পায় ?
বজ্রসম কার নয়নের তীক্ষ্ণশরে
জর জর নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ ?
আমি ত পাঁচের মাঝে অন্যতর বটে ;
কিন্তু কেবা সোহাগিনী গরবিনী রাণী

অন্যতরা স্বাধীনা প্রধানা অসংখ্য এ
শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র রাণী মাঝে ?
বলিহারী তব মন্ত্রৌষধি ! কৃপানিধি,
অশেষ-গুণ-সাগর, জগতের পতি
বাসুদেব, তব কাছে পতিত্ব বিহীন !
রুক্মিনী কাহার ডরে দূর পরাহতা ?
কার প্রতি-পদক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ
থমকি চমকি উঠে ভীত সচকিত ?
এমনি তোমার মন্ত্রগুণ, ক্ষম দাসে,
বলিবার অধিকার দিয়াছ বলিয়া
ধনঞ্জয় সত্য কথা কয়। সত্য কহ,
দেবি ! সত্যভামা বর্ত্তমানে, যদুপতি
অন্য কোন নারী প্রতি পারেন কি কভু
নিমিষের তরে প্রেম-কটাক্ষ করিতে ?
দিব্য বাস ভূষা, অধিক কি কব আর,
কাহারে জগত দিয়ে তৃপ্তি নাহি পান ?
আছে, দেবি ! আছে গাঁথা ব্যাপ্ত চরাচরে
পারিজাত-হরণের কথা ; সে ব্যাপার—
সেই অতি মানের ব্যাপার, বর্ণিবার
আছে কি শকতি এ দাসের ? ক্ষম মোরে।

সত্য। তাই ত ! এমন ! আগে নাহি জানিতাম,
যুদ্ধবীর—অস্ত্রবীর—দুই হস্তবীর—
মহাবীর—জগদেকবীর ধনঞ্জয়—
এমন রসনাবীর ? এত বাক্যবীর ?
তাই ত ! এমন জ্ঞান ? জ্ঞানের সাগর
হতে, বাক্যের তরঙ্গ যেন মুখ দিয়ে
উথলিয়ে ফেটে পড়ে, এ যে ভেসে গেল !

বাক্যের তরঙ্গে তুমি ভাসালে যে মোরে!
বলনা যতই কেন, আমি শুনিব না।
জিহ্বাগ্রে মনের ভাব চলে স্রোতোবেগে,
যে কথা, সে কার্য্য মোর জেনহে, ফাল্গুনী!
আগে কর্ম্ম, পরে মর্ম্ম মোর। তর্কবীর!
বৃথা তর্কে নাহি প্রয়োজন; এই আমি
করিলাম পণ, আজ রাত্রে, সুভদ্রারে
ধর্ম্ম সাক্ষ্য করি—সঁপে দিব তব করে,
নহে বৃথা নাম ধরি সত্যভামা দেবী।

অর্জ্জু। বাসনা—তোমার কর্ম্ম, বাসনা—তোমার
ধর্ম্ম, বাসনা—তোমার মর্ম্ম, জানি আমি;
কিন্তু ওগো জগতের ইষ্টস্বরূপিনী
শক্তি দেবি! তোমার শকতি লয়ে, আমি
ওগো ভক্তিমান, দৈবী মায়াময় এই
তব সীমাহীন ঘূর্ণমান ভবে! গেছে
তব পশ্চাতে পশ্চাতে বাঞ্ছা মোর, ছায়া
গেছে তোমারি সংহতি, ভগবতি! কিন্তু
আমার মনের বল আমিও দেখাব!

(দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন।)



ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

(রতির নৃত্যকক্ষ)

রতি ও মদন।

দ্বৈত গীত।

আমরা ঘরে ঘরে ঘুরি, ঘরে ঘরে ঢুঁরি,
দেখি আমাদের মত মিলিয়ে,
কোথা একটি প্রাণে এক ফুলমালে
আছে মুখ চাওয়া-চাওয়ি ভুলিয়ে!
আমা প্রতি যার আশা,
তারে ঢেলে দিই ভালবাসা,
থাকি হৃদয়-মাঝে করি বাসা,
বাসনার ডোর পায়ে পায়ে বাঁধা,
কোথা যাবে ফেলে পালিয়ে!
এ লোকের যার সে লোকেও তার,
কে পারে শোধিতে আমাদের ধার,
যে দেশেই যাবে আমাদেরি পাবে,
ভাবে যদি বোঝ তলিয়ে!

রতি। তা বোলে তোমার চেয়ে আমি রূপবতী!
মদন। কেন? কিসে? কে তোমারে বুঝাইল, রতি?
রতি। কে আবার বুঝাইবে? সবে ঘরে ঘরে
এই কথা বলাবলি করে। আগে আমি,
তার পরে, প্রিয়তম তুমি! তবে—তবে

তুমি যদি কাছে নাহি থাক, অন্ধকার
আমি। তবে তোমা চেয়ে শক্তি মোর বেশী।
মদন। আমি আছি বোলে—তাও, জেনলো, রূপসি!
নহে একাকিনী কি করিতে পার তুমি?
প্রথমে মদনে প্রয়োজন, পরে রতি।

(কিঙ্করীর প্রবেশ)

কিঙ্ক। মহারাণী সত্যভামা আশীর্ব্বাদ জানিয়েছেন—দ্বারে অপেক্ষায় আছেন।
মদন। আসিছেন মেজমাতা?
রতি। শীঘ্র ফিরে এস।

(মদনের প্রস্থান; সত্যভামা ও সুভদ্রার প্রবেশ।)

কেন মা, রজনীকালে—অকস্মাৎ হল
কিবা প্রয়োজন? কি কার্য্য সাধিব তব?
পিসিমা, দাসীর প্রতি কিবা আজ্ঞা হয়?
(রতির কাণে কাণে প্রকাশ)
এই কথা? ইথে কেন ব্যাকুলা, জননি?
কি ছার সে ধনঞ্জয়—ছদ্ম ব্রহ্মচারী—
সাক্ষাৎ কমলাকারা কোমলতাময়ী
কমনীয়া ভদ্রা দেবী পরিত্যক্তা? ছলে
প্রত্যাখ্যান করিল সে ছলমতি? দেবি!
ভয় কিবা তায়? সুনিশ্চয়—ভুলিবে সে
ধনঞ্জয়, আজ রাত্রে এইক্ষণে। দেখি
কেমনে বিমুখে পার্থ কৃষ্ণ-ভগিনীরে!
সত্য। তবেই বুঝিব, মাতা, ক্ষমতা তোমার।
রতি। কেন মা, এমন কাজ আগেতে করিলে?



আমারে না জানাইয়ে পরম পবিত্র
এই প্রণয়-কাহিনী, কেন অপমান
হ'লে, মা জননি ? সে কি কথা ! এত স্পর্দ্ধা
তার ? রাখিল না তোমার আদেশ, মাতা ?
জানে না কি জানে না কি তৃতীয় পাণ্ডব
আমার প্রভাব কত এই ভবধামে ?
অস্থিচর্ম্মাকার—পবন-আহার, অতি
জিতেন্দ্রিয়, পরমেশ-ধ্যান-মগ্নগণ
মুহূর্ত্তে উন্মত্ত হয়, মজে নারী-প্রেমে
যার মন্ত্র-তেজে ; যাহার ইঙ্গিত বিনা
জগতের সৃষ্টি-শক্তি লুপ্ত হয়ে যায়,
পুরুষত্ব জড়প্রায়—হয় শক্তিহীন।
যাহার না অঞ্চলের পাইলে বাতাস
বসন্ত অচল হয় ; রুদ্ধস্রোতঃ হয়
সদাগতি সমীরণ ; যার হাসি ল'য়ে
কাননে কুসুমকলি ফুটে, ফুল্ল শশী
জেগে উঠে নীলাকাশে, শুভ্র জ্যোৎস্না হাসে—
ভাসায় বিপুল বিশ্ব মধুর প্রবাহে ;
সাক্ষাৎ রতির মূর্ত্তি স্ফুর্ত্তি প্রেমরূপা
সেই আমি হয়ে তব পুত্রবধূ, হয়ে
তব গৃহলক্ষ্মী, হয়ে দাসী অনুদাসী,
মনোবাঞ্ছা পুরিবে না দেবী সুভদ্রার ?
দেবি ! প্রতিজ্ঞা অটুট রবে তব, যাহে
সে পাগল হ'য়ে, ভুলি কৃষ্ণা-আদি পত্নী-
গণে একমাত্র সুভদ্রায় প্রেম-নীরে
আজীবন মগ্ন হয়ে রহে ; প্রতিকার
এখনি করিব তার প্রেম-নীতি মতে।

শঙ্খধ্বনি করণ ও রতি-রঙ্গিনীগণের আবির্ভাব এবং গীত।

মারণ উচাটন লাস্য লীলা খেলা
ছাঁদ বাঁধ ধায় মানস-বেগে
রতি-সুখ-আবেগে।
ভোগ-ত্যাগী যোগী ঈশ-অনুরাগী,
কামিনী-কাঞ্চন-তেয়াগী বিরাগী,
ভুলাব ভুলাব—মাতাব মাতাব—
নয়ন-সুরাগে প্রেম-অনুরাগে
স্তম্ভন বশীকরণে ;—
চল লো চল লো রতি-রঙ্গিনী লো
কেবা ডাকে সুখ-সম্ভোগে—
সাধ-সাগর কার প্রাণে জাগে !

সত্য। যা জান তা কর, বৎসে, বিলম্ব না সয়।

রতি। শক্তি দাও কোথা, শক্তিধর ! যেই শক্তি-
বলে, মদন রতিরে আনিয়াছ পুনঃ
ভূমণ্ডলে, বুঝিয়াছে পূর্ণ প্রয়োজন
জগতের অধিবাসী জন। শক্তি-বলে
উচাটন করিব অর্জ্জুনে। এই রাঙ্গা
পাদ-পদ্ম-যুগে, মোহিনী অলক্ত-রেখা
পরাইনু সৃষ্টিবীজ-মন্ত্র পাঠ করি।
যথা তব মনোগতি, যথা মনোময়
উন্মন বিমুখ তব প্রতি, অবিরাম
গতি—চলিবে এ পাদুখানি ! থাকে যদি

সুদৃঢ় পর্ব্বত ব্যবধান, চূর্ণ হবে
শত খান, বাতাসে মিশাবে অচিরায়!
হৃদয়ে ধর, মা, ধর প্রেমের ভাণ্ডার—
পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাধারে শত ধারে ব'হে
যাবে, শত উৎসমুখে যাবে ভেসে যাবে
দুরন্ত কঠিন ধনঞ্জয়। চন্দ্রমুখ
মাজিনু মা—চন্দ্রের ছানিত কর দিয়ে।
প্রেমোজ্জ্বল রক্তোৎপল এই ঢল ঢল
সুবিমল অচুম্বিত মধু বিম্বাধরে
দিনু রাগ নব অনুরাগে। হোন্ তিনি
ধনঞ্জয়—হোন্ ব্রহ্মচারী, আশুগতি
প্রেমোন্মাদ-মোহিত হৃদয়ে, ধেয়ে এসে
আলিঙ্গন করিবে চুম্বিয়া চাঁদমুখে।
মোহিনী সিন্দুর দিনু পড়ি তব এই
রাগতপ্ত প্রশান্ত কপালে। ধর ধর,
পিসিমা আমার! এই হরিণী-লাঞ্ছিত
নলিনী-নিন্দিত বিশ্ব-উন্মথিত দুটি
দীর্ঘ সুচারু নয়নে দিনু মা যতনে
আঁকি মোহিনী কজ্জল, দৃষ্টি মাত্রে তোমা—
আত্মাহারা হবে তব প্রণয়-দেবতা।
সর্ব্ব দেহে মন্ত্রঃপূত করিনু সুরাগে।

সত্য। কি মোহিনী না জানি তোমার, বধূমাতা!
কি অপূর্ব্ব অদ্ভুত ক্ষমতা ধর তুমি!
জন্ম এয়ো হও তুমি করি আশীর্ব্বাদ।

রতি। সম্বন্ধে শ্বশুর তিনি, এই হেতু আমি,
যাব না তোমার সনে, যাদব-মোহিনী!
এইবার যাও, দেবি! সুভদ্রারে লয়ে



অর্জ্জুনের বিশ্রাম-আলয়ে। দেখি দেখি
এবার কেমনে সেই সংযমী পুরুষ
রহে আত্মস্থির করি প্রশান্ত হৃদয়ে।
চল, দোঁহে কিছু দূর করি অগ্রসর।

(সকলের প্রস্থান)



সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

(অর্জ্জুনের শয়নকক্ষ)

অর্জ্জুন।

অর্জ্জু। নিদ্রা নাহি আসে চোখে, অস্থির হৃদয়।
কি করি, সুভদ্রাধনে ভুলিতে না পারি,
একি কাল করিলাম দ্বারকায় আসি!
কোপকষাইত চোখে ফিরিলেন দেবী
সত্যভামা। প্রত্যাখ্যান করিনু ভদ্রারে।
একি ভাল হল? কি বুঝাব কেশবেরে—
কালি প্রাতঃকালে যবে শুধাবেন মোরে,
"অর্জ্জুন! সম্মুখে পেয়ে পশ্চাতে হারালে?"
কেমনে লুকাব পুনঃ হৃদয়ের ভাব?
কি করি বুঝিতে কিছু নারি! রঙ্গে ভঙ্গে
না জানি কতই তীব্র ঘটনা-তরঙ্গ
আন্দোলিবে পাণ্ডবের প্রাণ! নাহি জানি
কোথা আছে এ অপার পাথারের সীমা!
—অকস্মাৎ একি চমৎকার! অতি দৃঢ়
প্রশস্ত অর্গলে বদ্ধ প্রস্তরের দ্বার
নিঃশব্দে উন্মুক্ত হল—অত্যদ্ভুত খেলা!
অপূর্ব্ব সৌরভে গৃহ হল সুরভিত,
নীল জ্যোতিঃ ভাতিল সহসা কোথা হতে?
মৃদু মন্দ বসন্ত-হিল্লোল কিবা বহে
নির্ব্বাত নিষ্কম্প শান্ত গৃহে। একি একি!
কেন প্রাণে জাগে হেন আশার স্বপন?
সর্ব্ব কর্ম্ম যেন সিদ্ধ হল! আর প্রাণে

নাহি কিছু ভাবনার ভার, কি অপার
আনন্দ-সম্ভোগ যেন সম্ভোগিল প্রাণ!
নাহি যেন আর আমি এ ধরণীবাসে,
সুখাবেশে চলে যাই সুখ-স্বর্গ দেশে!
ওকি! নীল দীপ্তি মাঝে, নীলাম্বরা নীল-
নয়না কে ছায়াময়ী! মুক্ত দ্বারপথে
চিত্রার্পিত পুত্তলিকা মত—স্থির অতি!
আবার একি এ ইন্দ্রজাল! একি মায়া!
কি বৈচিত্রময়ী আজ দুর্য্যোগ রজনী!
যদি রক্ষা পেনু দেবী সত্যভামা কাছে,
যদিবা এড়ানু আজিকার রাত্র মত
সুন্দরী ভদ্রার দায় হতে; পুনঃ তুমি,
কে রে মায়াবিনি! মায়ায় ভুলাতে আস?
আচ্ছন্ন করিতে প্রাণে ছলনা তোমার?
সকাম নিষ্কাম যেবা হও, যেই লোকে
নিবাস করনা তুমি, জেনো, ধনঞ্জয়ে
কিছুতেই পারিবে না মায়ায় ভুলাতে!

সুভ। ধনঞ্জয়! দ্রৌপদীবল্লভ! উলুপীর
প্রাণকান্তধন! চিত্রাঙ্গদা-মনোহর!

অর্জ্জু। স্বপনে শুনিনু কিহে সুরবাঁধা আহা
সেতারার মৃদুল মূর্চ্ছনা! সত্য একি
বসন্ত-হিল্লোলে—ক্রমে যেন প্রস্ফুটিল
অস্ফুট কোরক ধীর তানে? এলে কিহে
স্বর্গহতে স্বর্গের মাধুরী দেববালা!
—বাক্য নাই—নির্ব্বাক নিথর! সর্ব্বদেহ
নীলাম্বরে আবরিত! মুখে আবরণ—
অকস্মাৎ বিদ্যুৎ বিকাশ! কুন্দ দন্ত

বিকাশিয়ে হাসিল অধর! একবার—
মাত্র একবার প্রকাশিল মুখশশী!
শীঘ্র বল—কে তুমি রূপসি! ছাড় ছাড়
ছলনা তোমার—নচেৎ উন্মত্ত হব।
সুভ। আমারে কি এতই অসার ভাব তুমি?
দায়ে প'ড়ে, পায়ে প'ড়ে, প্রেমভিক্ষা করি
সেধে সেধে? সাধে কেন ঘটাও বিষাদ?
কেন হেন পদে পদে কর অপমান?
অর্জ্জু। হে সুন্দরি! কৃপা করি দেহ পরিচয়।
আহা—আহা জ্যোতির্ম্ময় একি দিব্য দেহ!
অর্জ্জুনের অমাময় হৃদয়-গগনে
অকস্মাৎ পূর্ণিমার কেন আবির্ভাব!
কিছু না বুঝিতে পারি—আমি জ্ঞান-হারা
দিশেহারা হইয়াছি উন্মাদের পারা।
সুভ। প্রাণের সর্ব্বস্বধন! ওহে সুভদ্রার
মহাপূজ্য আরাধ্য দেবতা! আজ রাতে
যদি না কিঙ্করী-পদে করহ বরণ,
বলরাম—রেবতী-রমণ—সহজে কি
দিবে মত এই শুভকাজে? তাই বলি,
ধর্ম্ম সাক্ষ্য করি, কিঙ্করীরে পত্নী বলি
শ্রীচরণে স্থান দাও, সুভদ্রার পতি!
সুভদ্রা কি এতই কুৎসিৎ? প্রিয়তম!
তোমার পতিনীত্রয়-পাশে সাজেনা কি
সুভদ্রারে? সেকি হীনা নগণ্যা হইবে?
কৃষ্ণের ভগ্নীরে তুমি বিবাহ করিলে,
তোমার কি মুখ হেঁট হবে, প্রাণাধার?
দেখ দেখি, নাহি কি অধরে রাগ? দেখ

দেখি, এ যৌবনে নাহি কি হে বহে প্রেম-
বসন্তের পবিত্র হিল্লোল? দেখ দেখি,
শরতের জ্যোৎস্নাধৌত এই চন্দ্রমুখে
তোমার প্রাণের আধা—তোমার প্রাণের
ছায়া—তোমার আরাধ্য কায়া—গোবিন্দের
মুখ-ছায়া হয় কি না হয় প্রতিভাত?
আমি যে মাধব-ছায়া, তুমি যে মাধব-
কায়া—মাধবে পাণ্ডবে বাঁধা এক মায়া-
ডোরে। নারায়ণ ভ্রাতা মোর। প্রভু পতি!
নর তুমি—নরশ্রেষ্ঠ তুমি; আমি নারী,
এ নিয়মে যোগ্যানারী তব। প্রাণাধিক!
একবার মম পানে চেয়ে দেখ দেখি!

অর্জ্জু। এস হে উপাস্য দেবি! অতি পিপাসিত
অনুরক্ত উপাসক-পাশে! বস, বস,
আমার হৃদয়োপরি। এস এস! তুমি
আমার প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণের ভগিনী,
তোমা চেয়ে আর কেবা মম আপনার?
হে দেবি! এ দাসে ক্ষমা কর; বুঝি নাই—
বুঝি নাই আগে। ঘোরতর দণ্ডে কর
দণ্ডিত এ দীন জনে, যা আছে তোমার
মনে। মহারাণি! মহীয়সী রাণি! আমি
হীন—ক্ষুদ্র প্রজা তব—অগাধ প্রেমের
সঞ্জীবনী রাজত্বে তোমার! ক্ষমা কর,
ক্ষমা কর, ক্ষমাবতি! রাখ বন্দী করি
চিরদিন, আজীবন দাস হয়ে র'ব।

সত্য। (কবাটের পার্শ্ব হইতে)
বলি, ওকি! গৃহমাঝে কিসের এ গোল?

ব্রহ্মচারী যতির মন্দিরে? এই ঘোর
নিশাকালে প্রেম-আলাপন কেবা করে?
(প্রবিষ্ট হইয়া)
ওমা, একি! বেশ বেশ, এত মন্দ নয়,
একেবারে মান-ভঞ্জনের পালা! ওমা,
একি! বিবাহ না হ'তে হ'তে, প্রথমেই
পায়ে ধ'রে মান-সাধাসাধি? পায়ে ধ'রে
মান ভাঙ্গাভাঙ্গি? বলি হাঁগো, ব্রহ্মচারি!
তোমার এমন রোগ কবে হতে হ'ল?
এসেছ অতিথী হয়ে কৃষ্ণের নিকটে,
শ্রীকৃষ্ণ যতনে দেছে স্থান—ব্রহ্মচারী-
বেশ হেরে তোমা; ছি ছি! তাঁহারি ভগ্নিরে
টানাটানি এ গভীর নিশাকালে? ওমা!
কোথা যাব! এমন পুরুষ তুমি? ছি ছি!
কাল প্রাতে কি বলিবে পুরবাসিগণে?
অর্জ্জু। সকলি তোমারি ইচ্ছা, ওগো ইচ্ছাময়ি!
তোমার মহিমা আমি কিবা জানি, দেবি?
তোমার না ইচ্ছা হ'লে অধম জীবের
ইচ্ছা কি কার্য্যেতে কভু হ'ত পরিণত?
তোমার যা ইচ্ছা, তুমিই পোরাও, দেবি!
দেবি! মহাদেবি! জগদ্ধাত্রি! প্রসবিত্রি!
জগৎপালিনী মহামায়া! তব মায়া-
পাশে বদ্ধ এই জগৎ সংসার—চরা-
চর। মুলাধারে তুমি কুল-কুণ্ডলিনী,
বিনা সাধনায় জাগিয়াছ সহস্রারে!
এইরূপ কৃপা যেন থাকে, কৃপাময়ি!
জেগে থেক—জেগে থেক দীন অর্জ্জুনের

অচৈতন্য মনের মাঝারে। ঘুমায়ো না—
ঘুমায়োনা—ভুলোনা দাসেরে, উদ্ধারিণি!

সত্য। আহা, উঠ উঠ ধনঞ্জয়! পাণ্ডবের
হেন ভক্তি যদি নাহি হবে, তবে কভু
শ্রীকৃষ্ণ কি হ'ন হেন পাণ্ডবের প্রাণ?
একা কৃষ্ণ কেন, কৃষ্ণের বিশাল বংশ—
মহা অংশী পাণ্ডবের সম সুখে দুখে।
সুখে থাক—সুখে থাক—ওহে ধনঞ্জয়!
প্রাণ খুলে করি আশীর্ব্বাদ। রণে বনে
দুর্গমে সঙ্কটে, অনায়াসে পার হ'য়ে
যাবে কৃষ্ণের কৃপায়। এ ভব-সংসার
স্বর্গরূপে হবে পরিণত। ধর্ম্মরাজ্য
স্থাপ এ ভারতে—ধর্ম্মরাজে বসাইয়ে
জগতের মহাসিংহাসনে। এবে ধর—
ধর মোর প্রাণের যৌতুক, হে অর্জ্জুন!
কি আছে অদেয় মোর—তোমা হেন সাধু
ভক্ত প্রতি? কৃষ্ণের আদেশে, কৃষ্ণানুজা
সুভদ্রাবালায় সঁপে দিনু তব করে।
যত্ন করো—ভালবাসা দিয়ো, হে প্রেমিক!
পত্নী বোলে সদা শ্রদ্ধা করো। ধর্ম্ম সাক্ষী,
হরি সাক্ষী, কৃষ্ণ সাক্ষী, সাক্ষী প্রজাপতি।
ভদ্রার্জ্জুন—বিবাহ—মিলন-শুভকালে
দৃষ্টি রেখো—উভয় কুলের কুলপতি।

ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।



(দরদালান)

বলরাম ও রেবতী।

বল। এত স্পর্দ্ধা! বামন হইয়ে, শশধরে
ধরিবার সাধ ক্ষুদ্র বুকে? হীন পঙ্গু
মহীধরে উল্লঙ্ঘ্য বাসনা? হীনাপেক্ষা
হীন—তৃণাদপি তৃণ, পথের ভিখারী
হ'য়ে রাজকন্যা প্রতি মতি তার? ছি ছি!
ঘৃণিত অস্পর্শ্য ভেক, ফুল্ল পদ্মিনীর
প্রেম যাচ্ঞা করে অবিরোধে? হা রেবতি!
পত্নী তুমি কি আর কহিব! হেন বাণী
কোন্ মুখে কৈলে উচ্চারণ? হয় তুমি
উন্মাদিনী, উন্মাদ পবন বহে তব
মস্তিষ্ক মাঝারে; নহে—সত্য ন্যায় নীতি
তুলে দিতে ধরাধাম হতে, সমুদিত
কুৎসিৎ বাসনা ক্ষুদ্র মনোমাঝে তব।

রেবতী। কি দোষ আমার, প্রভু? অধিনীর প্রতি
কেন বৃথা হও রোষমতি? কি করিব
আমি, ওহে রেবতীর স্বামী, সুভদ্রা যে
ভগিনী তোমার! তার প্রাণ যাহা চায়,
তাই পূর্ণ করিবারে ধনঞ্জয় করে

সঁপেছে সে জীবন যৌবন। হায় দেব!
কে পারে রোধিতে দুর্দ্দম মনের গতি?
বিশেষতঃ প্রেম কভু পাত্রাপাত্র বাছে?
নারীর মনের গতি নারীই তা বুঝে!
দুর্নিবার প্রণয়ের গতি, প্রাণপতি,
তুমি কি বোঝনা কিছু? অর্জ্জুনের করে
সুভদ্রারে করিলে প্রদান, কিসে তব
যাবে মান?

বল। কিসে যাবে মান? কি জানিবে
অল্পমতি ক্ষীণ বুদ্ধি নারী তুমি! আরে,
আমার সম্মুখে এখনো এ পাপ কথা
কর আন্দোলন? বর্ব্বর ইতর পশু-
প্রায় আচার যাদের; ছি ছি, পঞ্চজনে
এক নারী করে যারা ভোগ; যাহাদের
জন্মের স্থিরতা কিছু নাই, সেই নীচ
কুলে করিবে ভগিনী দান—বলরাম
থাকিতে সজ্ঞান? শুনি সব কথা, বল
সত্য করে, বল! সুভদ্রার কথা ছেড়ে
দাও, সে বালিকা, হিতাহিত-জ্ঞান-বুদ্ধি
কিছু নাই তার; কিন্তু জিজ্ঞাসি তোমায়,
কৃষ্ণের অনুগৃহীত নগন্য অতিথি
মূঢ়মতি তৃতীয় পাণ্ডব—সত্য সত্য
সুভদ্রারে চায় নাকি? অথবা তোমরা
সকলে মিলিয়া প্রাণ মন বেঁধে বুঝি
মিলায়েছ এই রাজ-যৌটক বিবাহ?

রেবতী। আমাদের কোন দোষ নাই, কেন মিছে
আমাদের পরে কর ক্রোধ? হে সুবোধ!

একবার মনে ভেবে দেখ, ধনঞ্জয়
নহেন অপাত্র কভু। পূজ্য পাণ্ডুকুল,
এ সম্বন্ধ দেবেন্দ্র-বাঞ্ছিত!

বল। চুপ কর,
ঘৃণিত এ পাপবাণী নাহি আর আন'
মুখে। এখনি ও পাপজিহ্বা তব, টানি
আনিব বাহিরে! আরে মর্! এ কথা ত
আর ভাল নয়; রেবতি! রেবতি! শুনে
তব ঘৃণিত ভারতী, মনে হয় মম,
বুঝি শনৈঃ শনৈঃ এ ঘটনা হইতেছে
ক্রমে অগ্রসর। কিন্তু স্থির জেন মনে,
মম বিদ্যমানে অর্জ্জুনের সনে কভু
হইবেনা এ ঘটনা সংঘটিত। যাও
শীঘ্র যাও জননীর পুরে, কহ তাঁরে
শুনি এই অমঙ্গলপ্রদ তিক্ত বাণী,
শুনি এই অঘট-ঘটন-সমুদ্যোগ,
বলরাম অতি ক্রোধ মন। এ সংবাদ
যেন আর নাহি যায় পুরের বাহিরে।

রেবতী। যথা আজ্ঞা, প্রভু।

(প্রস্থান)

বল। ছি ছি, কি লজ্জা কি ঘৃণা,
পাণ্ডুকুলে যদুকুলে হবে কুটুম্বিতা!
তার চেয়ে যদুবংশ ধ্বংশ হয়ে যাক!
আজীবন রহুক অনূঢ়া ভগ্নী মম।
বিষপানে উদ্বন্ধনে কিম্বা সিন্ধুনীরে
নিমজ্জনে—আত্মহত্যা করুক পাপিনী,

আপদ বালাই মিটে যাক্! কিন্তু মোর
হয় না প্রত্যয়—সুভদ্রা যে আত্মদান
করিয়াছে কুলাধম অর্জ্জুনেরে—সেই
মূঢ় বাঞ্ছা করে তারে—সুনিশ্চয়। ছি ছি!
কৃষ্ণও ইহার মধ্যে আছে। আগে নারী-
গণে করিয়াছে সুকৌশলে উত্তেজিত,
পরে কোন ছলে আমার সম্মতি ল'য়ে
এই ঘৃণ্য পাপ কার্য্য করিবে সমাধা।
কখন না—কখন না—কখন হবে না।
বিশ্বস্ত বারতাবাহী এখনি প্রেরিব
ইন্দ্রের নগর প্রায় হস্তিনানগরে
মানবেন্দ্র মহারাজ দুর্য্যোধন কাছে।
সেই মোর প্রাণাপেক্ষা প্রিয় শিষ্য করে
সুভদ্রারে অবিলম্বে করিব অর্পণ।
ছিছি ছিছি! দুর্য্যোধন কাছে ধনঞ্জয়!

(সদানন্দের প্রবেশ)

সদা। রামচন্দ্র! জ্যোৎস্না কাছে যেমন জোনাকী।
দশের আগে এক ছেড়ে দিলে যেটা থাকে বাকী।

বল। সদানন্দ, কোথা হতে তব আগমন?

সদা। চোখের কাছেই আছি, প্রভো! চোখের কাছেই আছি!
দেখ্‌বে না ত চেয়ে—তাই ছায়ায় আছি ছেয়ে।
আছি অমনি এক রকম,
প্রভুর ভাবটা দেখছি বড়ই গরম!

বল। সদানন্দ, কি বুঝিবে সংসারের গতি!
এইরূপ সদানন্দে মগ্ন থেকো, ভাই!
সংসারের প্রবঞ্চনা কুটীল ছলনা

কভু যেন নাহি পশে হৃদয়ে তোমার।

সদা। কোন্ থানটায় পূর্ণ আছি, প্রভো ?
মায়ের আমার কৃপার জোরে
ডুবতে ডুবতে ভাবের ঘোরে
ফাৎনা হ'য়ে ভেসে আছি কৃষ্ণসাগরে !
টোপ্‌টি কখন ঠুক্‌রে নেবে
দফায় দফায় সেরে দেবে,
সেই সময়টা দেখো,
আর মনের কোণে একটু ফেলে রেখো !

বল। শুনেছ কি, সদানন্দ, সুভদ্রা-কাহিনী ?

সদা। মায়ের কাহিনী—কি বলেন, চিন্তামণি ?

বল। অর্জ্জুন দ্বারকাপুরে হয়েছে অতিথী,
এত স্পর্দ্ধা তার, সুভদ্রারে চায় পাপী—
তার সনে বিবাহিতে চায় ! কি লজ্জার
কথা বল দেখি ? তাই করিয়াছি স্থির
সঁপে দিব সুভদ্রায় দুর্য্যোধন-করে।
হস্তিনায় অবিলম্বে পাঠাইব দূত,
আনিবারে দুর্য্যোধনে ; সপ্তদিন পরে
তার করে ভগিনীরে করিব অর্পণ।

(পুরুষবেশে তমালীর প্রবেশ)

তমা। জয় জয় বলরাম যাদব-প্রধান !

বল। কে তুমি অপূর্ব্ববেশী অপূর্ব্ব বালক ?

তমা। ইন্দ্রনীল নাম মম, বাস হস্তিনায়,
মহারাজ দুর্য্যোধন অধীন আশ্রিত।
পিতৃহীন মাতৃহীন স্বজন-বিহীন—

নিরাশ্রয় অনাথ বালক চাহে তব
কৃপাশ্রয়, এই হেতু এসেছি হেথায়।

বল। মধুর বাঁশরী যেন বাজে কণ্ঠে তব—
বসন্ত-উৎসব যেন বাসন্তী প্রদোষে!
হেরে তোমা, হে বালক! মুগ্ধ চিত আমি
তাহে তুমি দুর্য্যোধন-আশ্রিত অধীন—
কি মানসে আসিয়াছ আমার সকাশে?

তমা। আছিলেন পিতা মম সৈনিক-পুরুষ,
বাস ছিল কুরুক্ষেত্র-পুরে। পাণ্ডবের
রাজসূয়-যজ্ঞকালে হন নিমন্ত্রিত
মহামতি দুর্য্যোধন স্বজন-সংহতি।
যজ্ঞ-সম্পাদন পরে ফিরিবার কালে
মহাবীর ভীমকর্ম্মা দ্বিতীয় পাণ্ডব
ভীমসেন—ময়ের নির্ম্মিত ইন্দ্রজালে
কত যে বিধ্বস্ত অপমানিত লাঞ্ছিত
কৈলা সেই মহারথ দুর্য্যোধনে তা কি
তব অবিদিত, প্রভু? প্রতিপালকের
প্রতি হেন অত্যাচার—কার সহ্য হয়,
দয়াময়? অতি ক্রোধে হয়ে কম্পবান
প্রভুপ্রাণ জনক আমার,—মল্ল যুদ্ধে
আক্রমণ কৈল ভীমসেনে; কিন্তু হায়
বিধাতা বিমুখ মম প্রতি, প্রাণ দিল
পিতা মম ভীম-গদাঘাতে। সেই রাগে
পাষণ্ড নিষ্ঠুর ক্রোধমনা, গৃহে মম
পশি আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ—যে যেখানে
ছিল, পিপীলিকাবৎ নাশিল নিমেষে।
চারিবর্ষ বয়ঃক্রম তখন আমার;

রক্তাক্ত মায়ের কোলে আছিনু অজ্ঞান।
প্রাণে তাই পাইলাম প্রাণ, তারপর
অদ্যাবধি পথে পথে করি গো ভ্রমণ,
নাহি আত্মীয় স্বজন, কে আমায় ব'লে
দেবে—কুরুরাজ-কাছে? মুষ্ট্যন্ন ভিক্ষায়
চতুর্দ্দশ বর্ষকাল করিনু যাপন,
বহুদিন—বহুদিন করি পর্য্যটন
বড় আশে এসেছি তোমার পাশে, প্রভু!
বল। আমা হ'তে কি তোমার হবে উপকার?
তমা। তোমা হতে কিবা না সম্ভবে, কৃপাধার?
কৃপা চাই—কার্য্য চাই—কার্য্যভিক্ষা চাই;
যেথা বল যাব—যা বল করিব, প্রাণ
দিব তব কার্য্য হেতু। বীরের সন্তান
আমি, বীর্য্যবান, ইচ্ছা যদি রাখ তব
সৈনিক নিবাসে; পত্রবাহী কর মোরে,
আমি হে পথের লোক পথশ্রমে নহি
শ্রান্ত কভু। পৃথিবীর উত্তর হইতে
দক্ষিণ সীমায়—যদি অনুমতি কর
মোরে, যাব তথা অম্লান বদনে, প্রভু!
আমারে প্রত্যয় কর, হে যাদবপতি!
দিনু তুলে তব প্রতি জীবনের ভার,
হাহাকার আমার ঘুচাও, কৃপাধার!
ঈশ্বরের তুল্য তুমি পূজ্য হে আমার।
বল। বিশ্বাস করিতে তোরে চাহে মোর প্রাণ
দীন ব'লে—দীনের সন্তান বলে তুমি।
আজি হ'তে রহ তুমি মম কার্য্যে রত,
কার্য্যব্রত করহ ধারণ, অবিরত

রহ মোর পাশে, হে বালক, আমি কার্য্য
চাই—কার্য্যে মোরে করহ সন্তোষ। শুন,
পথশ্রমে শ্রান্ত নহ তুমি, বাক্যে তব
বুঝিনু বিশেষ,—শ্রেষ্ঠ পদাতিক তুমি।
এই তব প্রথম কার্য্যের প্রস্তাবনা;
সুশৃঙ্খলে পার যদি করিতে সমাধা,
পুত্রাধিক স্নেহ তোরে করিব প্রদান।
অবিলম্বে কর যাত্রা হস্তিনা-নগরে;
জান তুমি দুর্য্যোধন প্রিয় শিষ্য মম?

তমা। হাঁ প্রভু!

বল। উত্তম, মম আশীর্ব্বাদ দিয়ে
কহিবে সে কুরুবংশধরে, মম পত্র-
পাঠ মাত্র যেন অচিরায়, অতি শীঘ্র
করেন প্রবেশ এ দ্বারকাপুরে। সপ্ত
দিন পরে—সুভদ্রারে সঁপে দিব তার
করে। কেমন, স্বীকৃত আছ, ইন্দ্রনীল?

তমা। বেদবাক্য সম মান্য বচন তোমার,
ওহে গুরুদেব! গুরুদত্ত বীজমন্ত্র-
প্রায় বাক্য তব করিনু ধারণ শির
পরে, বহুভাগ্য বহুভাগ্য এ দাসের!
তুচ্ছ ইন্দ্রনীল আজি রামদাস ব'লে
জগতে হইল পরিচিত। পদধূলি
লইলাম তুলি শিরোদেশে। হতভাগ্য
দীনজনে দিলে হে আশ্রয়, সদাশয়!
কি ব'লে যে কৃতজ্ঞতা করিব প্রকাশ—
জড়প্রায় সঙ্কুচিত রসনা আমার।

ল। এস মোর সনে, বৎস, দিব পত্র লিখে।

(উভয়ের প্র---

দা। এ ব্যাপারটা কি হল ?

ওহে ও সত্যই ভায়া তুমি কি বল ?

কোত্থেকে এক ছোঁড়া এসে

ছড়ার চোটে ভুলিয়ে দিয়ে

বলরামের হারিয়ে দিলে দিশে !

ঠাউরেছ যা তা নয়, এর ভিতর কিছু আছে।

পোকা আপনি বাছে—না মাছ পোকা বাছে ?

কিছু বুঝতে নারি আঁচে !

যাই একবার পাছে পাছে ;—

এই এতক্ষণে সদানন্দ বুঝেছে বুঝেছে !

গীত।

কৃষ্ণ-সাগরে ও সে এসে ছিপ্ ধরে,

আচার মেখে চার ক'রে সে চায় আড় চোখে।

আড়াল থেকে তুল্ছে বসে হাই,

ও দিকে কাৎলা দেছে ঘাই,

টোপটিও তার ঠুক্রে গেল কাৎনা কাঁপে চক্‌চোকে !

লোভের আশে চারের বাসে জড়িয়ে পড়ে মাছ,

দু'দিক থেকে দু'জনেতেই কর্ছে বসে আঁচ ;—

ছিপ্ ছিপে তার ছিপ্‌টি কাঁপে,

ঘাগী কাৎলার বিষম দাপে,

এই পড়েছে এই পড়েছে মেছো ভায়া তাল ঠোকে।

(প্রস্থান)

ৎিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(কানন)

অশ্বসেন।

অশ্ব। এখনো আসেনা কেন? কি হেতু বিলম্ব
হেন? তবে কি বিপদ হল কিছু? না না,
ভাবিতেও প্রাণ কেঁপে উঠে! প্রাণেশ্বরি—
তমালি আমার! এত দুঃখ তব ভালে?
রাজকন্যা হয়ে তুমি পথের কাঙ্গালী!
হেন পিতৃভক্তি-কথা কে কোথা শুনেছে?
আহা রাজ্যভ্রষ্ট পিতার কারণ, কত
সহ কোমলতাময়ী কমলিনি! সত্য
সত্য আছ তুমি মহাশত্রু-পুরে। নারী
হ'য়ে ধরিয়াছ পুরুষের বেশ; হেন
কোমলে কঠিন কিন্তু কথন দেখিনি।
অনার্য্য রাজের তুমি প্রকৃত নন্দিনী!
যেই কার্য্য রুদ্রমালী ভাবে অসম্ভব,
সেই কার্য্য তোমাতে সম্ভব? মরি মরি
ভাবিলেও কত তৃপ্তি পাই প্রাণে প্রাণে!
দুর্দ্দিন কাটিয়ে যদি কভু দিন পাই,
নষ্ট সুখ পুনঃ যদি কভু ফিরে আসে,
যদি কভু ব'স, প্রিয়ে, মম বাম দেশে,
তবেই সার্থক জন্ম ভাবিব নিজেধে,
তক্ষকের পুত্র বলি গণ্য হব ভবে।
তাইত! এখনো কেন আসেনা তমালী?

(পশ্চাৎদিক হইতে তমালীর প্রবেশ)

তমা। এই পত্র ধর, অশ্বসেন, আনিয়াছি
রামের নিকট হ'তে অতি সুকৌশলে।

অশ্ব। ধন্য ধন্য তমালী সুন্দরি! তোমা হ'তে
অনার্য্যের মান রক্ষা পাবে। নষ্ট সুখ,
নষ্ট রাজ্য, তোমা হতে হইবে উদ্ধার,
তার আর নাহিক সংশয়। কত জ্ঞান,
কত বুদ্ধি—কত গুণে তুমি গুণবতী,
আমি মূর্খ, কেমনে বুঝিব, লো সুন্দরি?

তমা। চল, আর বাক্যে কাজ নাই; যেই ব্রত
করেছি গ্রহণ, করিব পূরণ, জেনো,
তমালীর এক বিন্দু থাকিতে শোণিত—
হবেনা হবেনা মম কভু ব্যতিক্রম।
(স্বগত) সুভদ্রা—সুভদ্রা—মহাশত্রু তুই মোর,
কাল ভুজঙ্গিনী হ'য়ে করিব দংশন,
ছট্‌ফট্ করিবি জ্বালায় দিবানিশি,
দেখিবি কে হবে ত্বরা অর্জ্জুন-প্রেয়সী!
আমার বুকের ধন তুই কেড়ে নিবি?
তমালীর প্রেম-বহ্নি তুই নিভাইবি?
কি গুণে কি রূপে তুই শ্রেষ্ঠ আমা হ'তে?
(প্রকাশ্যে) চল অশ্বসেন, বিদ্যুতের মহাগতি
ভরে, চল পশি হস্তিনানগরে; দেখ
কি কৌশলে আনি দুর্য্যোধনে! সুভদ্রারে
বসাইব তাঁরি বামে; বলরাম মোরে
আজ্ঞা দে'ছে। জেনো, এই বিবাহ-কারণ
অবশ্যই বাধিবে বিবাদ; অর্জ্জুনের

প্রেম-সাধ বক্ষের শোণিতে তার দেখো
আপাদ করিবে প্রক্ষালন! পরে পরে
হবে কার্য্যোদ্ধার,—মহাশত্রু আমাদের
সহজে নিপাত লাভ করিবে অচিরে।
তার পর বুঝে লব সব, চলে এস।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(অলিন্দ)

বসুদেব, রোহিনী ও বলরাম।

বসু। তা, বলরাম, যা বল্‌ছ নিতান্ত অন্যায় নয়। অর্জ্জুনের চেয়ে দুর্য্যোধন পদমর্য্যাদায় অনেক শ্রেষ্ঠ; কুলে শীলে ধনে মানে সর্ব্বাংশেই উত্তম; অর্জ্জুন তেমন ততটা কিছু নয়, তবে—তবে—

রোহি। তবে—তবে আবার কি? ঢোক গিলে কোঁৎ খেয়ে কথা বল্‌ছ যে? দেখ্‌লে, বাবা, দেখ্‌লে?

বল। তা আমি অনেক দিন থেকে জানি। পিতা বসুদেবও যেমন, তৎপুত্র বাসুদেবও তেমনি পাণ্ডবদের পক্ষে। কিন্তু, পিতা, আপনি নিশ্চয় জান্‌বেন, বলরাম এ বিবাহে কখনই সম্মতি দেবে না। কি আশ্চর্য্য! পথের ভিখারীকে কি ব'লে কন্যা সম্প্রদান ক'ত্তে চাচ্ছেন? এটাও একবার বিবেচনা হচ্ছেনা, কোন্ গুণে অর্জ্জুন সুভদ্রার উপযুক্ত পাত্র? বংশ-মর্য্যাদা ভাব্‌তে গেলে পৃথিবী রসাতল দিতে ইচ্ছা করে। তার পর গুণ এই যে—সে ধানুকী! এই বীর্য্য শৌর্য্যের দিনে কে কোথায় নির্বীর হ'য়ে ব'সে আছে? অর্জ্জুন স্বয়ং রাজা নয়, সে যুধিষ্ঠিরের সামান্য ভৃত্য মাত্র, উচ্চ পদলাভের তার কোন সম্ভাবনা নাই। এই ত বার বৎসর বনে বনে ভ্রমণ কচ্ছে। ছি ছি! অধিক আর কি বল্‌ব, আমি হতবুদ্ধি হ'য়েছি, কোন্ যুক্তিবলে আপনি অর্জ্জুনকে দুর্য্যোধনের আসনে বসাতে যাচ্ছেন?

বসু। তা আমি বল্‌ছি না, তা আমি বল্‌ছি না। দুর্য্যোধন যে সুভদ্রার উপযুক্ত নয়—তা আমি অস্বীকার করছি না। তবে—তবে

কথাটা কি জান, রাম, যতদূর শুন্‌লেম পাত্র পাত্রী উভয়েই পরস্পরের মনোমত হ'য়েছে। সুভদ্রা অর্জ্জুনকেই মনোনীত ক'রেছে। এই পবিত্র সম্বন্ধে তাদের মনোভঙ্গ করা কি আমাদের কর্ত্তব্য? হলধর, আমি কি দুর্য্যোধনকে জানি না? সে আসমুদ্রকরগ্রাহী, সসাগরা সদ্বীপা ধরার সার্ব্বভৌম সম্রাট্। সুভদ্রা ভারত-সাম্রাজ্ঞী হবে, এ সৌভাগ্য কে অবহেলা কর্‌বে? বৎস, স্থির চিত্তে ভেবে দেখ—সুখ সমৃদ্ধি ঐশ্বর্য্যই কি বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য? মুকুট ধারণ ক'রে লোকসমাজের উপর আধিপত্য ক'ত্তে পাল্লেই যদি সুখ হ'ত, তা হ'লে এ সংসার স্বর্গ হ'ত। মনের মিলন, মনের সুখই প্রধান সুখ। অর্জ্জুন-সুভদ্রা যদি মনের সুখে এক প্রাণে পর্ণকুটীর বেঁধে নির্ভাবনায় বাস করে, জগতের যাবতীয় ঐশ্বর্য্য তাদের পক্ষে তুচ্ছকর বস্তু। আমি অর্জ্জুন-দুর্য্যোধনের তুলনা কচ্ছিনা।

রোহি। বাবা, তুমি কিছুতেই বোঝাতে পার্‌বে না। শ্রীকৃষ্ণ এসে যে ওঁর কাণে কাণে কি মন্ত্র দিয়ে গেছে, পৃথিবী উল্‌টে গেলেও ওঁর মত ফির্‌বে না!

বল। তা বুঝেছি, এযে সকলই শ্রীকৃষ্ণের চক্রান্ত—তা বুঝ্‌তে কি আর বলরামের বাকী থাকে? উত্তম কথা, শ্রীকৃষ্ণকে এখানে আহ্বান করা হোক, সে যদি আমাকে যুক্তিযুদ্ধে পরাজিত ক'ত্তে পারে, তার পর যা হয় বিহিত করা যাবে।

বসু। এ মন্দ কথা নয়; তোমরা দুই ভ্রাতায় মিলে আমাকে যেমন পরামর্শ দেবে—আমি সেই কার্য্যই কর্‌ব। আমি বৃদ্ধ পিতা, তোমরা আমার উপযুক্ত পুত্র; সাংসারিক সমস্ত মীমাংসার ভারইত তোমাদের উপর নির্ভর ক'রেছি। বেশ, শ্রীকৃষ্ণকেই ডাকা হোক। ওখানে কে আছ? একবার শ্রীকৃষ্ণকে এখানে নিয়ে এস ত?

রোহি। বলরাম, তুমি আমার দিকে থেকো, বাবা, শ্রীকৃষ্ণ কখনই আমাদের হারাতে পার্‌বে না। এই যে নাম ক'ত্তে ক'ত্তেই শ্রীকৃষ্ণ আস্‌ছেন।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। বাবা, আমাকে ডেকেছেন কি ? এই যে দাদাও এখানে !

বল। হাঁ, আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা ক'চ্ছি। ভাল, তোমায় জিজ্ঞাসা করি,—পক্ষপাত-দোষে দুষ্ট না হ'য়ে, সরল সত্যের উপর নির্ভর ক'রে আমার বাক্যের উত্তর দাও। তুমি কোন্‌ যুক্তিবলে সুভদ্রাকে অর্জ্জুনের করে প্রদান কত্তে চাও ?

শ্রীকৃষ্ণ। কে, আমি ? আমি ত এ সব বিষয়ের কিছুই জানিনা অর্জ্জুন দ্বারকায় আছেন বটে, তা তিনি কি সুভদ্রার পাণি-গ্রহণ কত্তে চা'ন নাকি ?

বল। না, তুমি কিছুই জাননা ! দেখ, কৃষ্ণ, ছলনা ত্যাগ কর ; তোমার চক্রান্ত বোঝা বড় সহজ লোকের সাধ্য নয় !

শ্রীকৃষ্ণ। বেশ, আমি এর কিছুই জানিনা, আর আমারি উপর বুঝি চাপ দেওয়া হচ্ছে। হাঁ, বড়মা, দাদাকে এসে কেউ বুঝি লাগিয়েছে ?

রোহি। এই দেখলে, বাছা ? ওঁদের পিতা-পুত্রের অভিসন্ধিতে কি তুমি আমি প্রবেশ কত্তে পারি ?

বল। শ্রীকৃষ্ণ, শোন ; আবার আমি তোমায় বল্‌ছি, বেশ সরল ভাবে—একদেশদর্শিতা ত্যাগ ক'রে আমায় যথার্থ উত্তর দাও। সুভদ্রার বিবাহ-সম্বন্ধে তোমার প্রকৃত অভিমত কি ?

শ্রীকৃষ্ণ। আমার আবার মতামত কি ? বাবা বড়মা যেখানে আছেন, তুমি যেখানে স্বয়ং উপস্থিত আছ, আমার অভিমত নিয়ে কি হবে, দাদা ? তোমার যা মত— আমারো তাই মত।

বল। আবার ছেঁদো কথা আরম্ভ ক'চ্ছ ?

শ্রীকৃষ্ণ। এই দেখুন দেখি, বড়মা? কি কথাটা না বল্লে আমি বুঝব্ কেমন ক'রে? খালি খালি দাদা আমার উপর রাগ ক'চ্ছেন?

রোহি। কথাটা ত তুমি জান, বাবা, তা তুমি জেনে শুনে যদি বোকা হও—তা হ'লে আর কে কি করবে বল! ব্যাপারটা এই;—বলরাম কিছুতেই এ বিবাহে মত ক'চ্ছেনা। ছি, বাবা, শোন; ও অর্জ্জুনের সম্বন্ধ ত্যাগ কর। বলরাম বল্‌ছে এই শুভলগ্নে কুরুপতি দুর্য্যোধনের হাতে ভদ্রাকে সঁপে দাও। কেমন, বাবা, এ কথা কি মন্দ?

শ্রীকৃষ্ণ। মন্দ? রাজচক্রবর্ত্তী দুর্য্যোধন সুভদ্রার পতি হবেন, এ সম্বন্ধ যে মন্দ বলে তার মত মহামূর্খ ত পৃথিবীতে কোথাও দেখিনি।

বল। নাঃ—আর ভিতরে ভিতরে অর্জ্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার সম্বন্ধ স্থির করা হচ্ছে!

শ্রীকৃষ্ণ। দেখুন দেখি, বড়মা, দাদা আবার আমার উপর রাগতে আরম্ভ কল্লেন। কে বলছে—ভদ্রার সঙ্গে অর্জ্জুনের বিবাহ দেওয়াই স্থির? তা বেশ ত, উপস্থিত লগ্নে দুর্য্যোধনের গলায় ভদ্রা বরমাল্য দিক—তাতে আবাব কার আপত্তি হ'তে পারে? তবে আমার কথা হচ্ছে এই—অর্জ্জুন দ্বারকায় আছেন, আর তাঁকে এ বিষয়ে মত করানও যেতে পারে। এক ভারত-বংশেই দুজনের জন্ম—বিশেষ প্রভেদ কি? অর্জ্জুন যে শ্রেষ্ঠ বরপাত্র, তা পাঞ্চাল রাজবংশাভিমানী দ্রুপদ ভেবেছিলেন; উলুপীর পিতা নাগরাজ পায়ে ধ'রে অর্জ্জুনকেই কন্যাদান করেছেন। মণিপুরেশ্বরও কুলগৌরবে হতমান নন; একমাত্র আদরিণী কন্যা পার্থের করেই সম্প্রদান করেছেন। তুমি আপনিই ভেবে দেখ, দাদা, তোমার উপর ত জোর ক'ত্তে পারিনি, তোমার ছোট ভাই আমি।

বল। মা, শুনছ? প্রকারান্তরে শ্রীকৃষ্ণ মিথ্যা যুক্তি দেখিয়ে নিজের সম্মতি প্রকাশ ক'চ্ছেন। দেখ, ভাই, দ্রুপদরাজা গোড়ায়

ভেবেছিলেন একটা ভিখারী এসে কোন কুহকশক্তিতে দ্রোপদীকে জয় ক'রেছে;—তারপর যখন জান্‌তে পাল্লেন, সে ভিখারী নয়—অর্জ্জুন, তখন আর পণ ওল্‌টাতে না পেরে পাঁচটির হাতে মেয়েটিকে সঁপে দিলেন; এটা কি বড় গৌরবের কথা হল নাকি? নাগরাজ—নাগরাজ! বড় উচ্চ - বড় সম্ভ্রান্ত বংশ! অনার্য্য বর্ব্বর তার আবার বংশাভিমান কি? বয়স্থা কন্যাটি তাঁর—অর্জ্জুনকে দেখে একেবারে মোহিত হ'য়ে গেলেন, কাজেই দায়ে প'ড়ে অর্জ্জুনকে জামাতা ক'ত্তে হ'ল। তবে মণিপুরেশ্বর? হাঁ! যুক্তির মতন যুক্তি বটে! অর্জ্জুনকে উপযুক্ত ভেবে কাজ করেন নি, অরক্ষনীয়া কন্যা ব'লে, আর অর্জ্জুন এসে অনেক সাধ্যসাধনা ক'রে হাতে ধরেছিল, তাই! বুঝেছ, শ্রীকৃষ্ণ! তুমি আর যুক্তি দেখিয়ে একটা অন্ধ রকম বুঝিও না!

বসু। যাক্‌, আর বৃথা তর্কে প্রয়োজন নাই। যেখানে বড়গিন্নীর মত, বলরামের মত, সেখানে তাই করাই কর্ত্তব্য। বাবা শ্রীকৃষ্ণ, আর গণ্ডগোলে কাজ নাই; হস্তিনায় এখনি ভাট প্রেরণ করি। বৈবাহিক নিমন্ত্রণপত্র দিয়ে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বর্দ্ধনা করা হোক। কেমন, বলরাম, এ বিষয়ে আর মতদ্বৈধ নেই?

বল। আজ্ঞে বিন্দুমাত্র না। (স্বগত) আমি পূর্ব্বেই সে কাজ সেরে রেখেছি।

বসু। তবে আর বিলম্বে কাজ নাই, চল, সব উদ্যোগ করা যাক। শ্রীকৃষ্ণ, এস।

শ্রীকৃষ্ণ। আজ্ঞে চলুন।

বল। (যাইতে যাইতে) কেমন, মা, এক কথায় শ্রীকৃষ্ণকে হারিয়ে দিলুম।

রোহি। তুমি কেমন ছেলে, বাবা!

(শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিত সকলের প্রস্থান)

শ্রীকৃষ্ণ। এ যুগে—এ জন্মে, দাদা, যত কিছু বল,
সম্মানে লইব শির পাতি। মনে নাই—
সব ভুলে গেলে? প্রাণের লক্ষণ তুমি
অনুজ আমার, কিশোর বালকবেশে
বনবাসে কত ক্লেশ পাইয়াছ প্রাণে!
রাজপুত্র হ'য়ে তুমি অভাগার সনে
কত তাপ পাইয়াছ, ভাই, ভুলি নাই,
জেগে আছে সব। তোমার অনুজ হ'তে
বড় সাধ, তিরস্কার-প্রার্থী আমি তাই!
যা কিছু বলিবে তাহা মম পুরস্কার।
অর্জ্জুন—সুভদ্রা-পতি বিধির লিখন,
এ সংসারে কার সাধ্য করিবে খণ্ডন?

(প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(গুপ্তকক্ষ)

অর্জ্জুন ও সুভদ্রা।

সুভ। বড় ভয়! কি হবে আমার, প্রাণময়?
আমি যে তোমার, তুমি যে আমার, নাথ!
তোমারে হৃদয়াসনে করিয়াছি প্রতি-
ষ্ঠিত, হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা তুমি!
স্বামী! পতি! কি হবে আমার? বলরাম
ক্রোধে হতজ্ঞান; তোমারে এ প্রাণ থেকে
জোর ক'রে কেড়ে নিতে চায়। কোথা যাব-
আশ্রিতে আশ্রয় দাও, সুভদ্রা-আশ্রয়!

অর্জ্জুন। কেন বৃথা ভয় ভাব, অর্জ্জুন-ভাবিনি!
অর্জ্জুনের প্রণয়িনী—হৃদয়-ঈশ্বরী
তুমি, কারে ভয় তব এ সংসারে, প্রিয়ে?
অন্তরের অন্তরের স্তরে আছ তুমি।
কার সাধ্য তোমারে হৃদয় হ'তে কেড়ে
লয়? ভয় নাই ভেবোনা ভেবোনা, হও
স্থির, সুধীরা আমার! জেনো এই সার,
কৃষ্ণের দ্বারকাপুরে থাকিতে অর্জ্জুন,
কিছু নাহি বিপদের সম্ভাবনা, সতি!

সুভ। ওগো, বড়ই কঠিন ভ্রাতা মম; তুমি
জাননা জাননা বলরামে। তোমা প্রতি
তাঁর বড় রোষ—বড়ই আক্রোশ; চির-
বিদ্বেষ পাণ্ডব-কুলে, বড় ঘৃণা করে।
সেই কুরু-কুলাধম পাষণ্ড নির্ম্মম

জ্ঞাতিদ্বেষী পাণ্ডবের শত্রু—দুর্য্যোধন
অতি প্রিয় শিষ্য তাঁর ; ওগো, তারি করে
আমারে সঁপিতে চায়। কি হবে উপায়—
তুমি যে আমার পতি, আমি যে তোমার
দাসী, আমারে যে পত্নীপদে বরিয়াছ,
সে কথা না জানেন রেবতী-পতি, শুধু
এই সম্বন্ধেই এত ক্রোধ তাঁর। ওগো,
আমি বড় অভাগিনী, আমার কি হবে?

অর্জ্জুন। এই শুভ বিবাহ-বাসরে, অশ্রুজল
কত ঢালে অমঙ্গল, জাননা কি অয়ি
শুভে মঙ্গলে আমার! মুছ অশ্রুধার,
এ চোখে শোকের অশ্রু শোভেনা, সুন্দরি!
অর্জ্জুন তোমার পাশে, এই ধরাবাসে
কারে শঙ্কা কর, লো শশাঙ্কমুখি? মুছ
আতঙ্কের ছায়া প্রাণ হ'তে। একা তিনি
কি করিতে পারেন, প্রেয়সি? সত্যভামা
শ্রীকৃষ্ণের সনে যুক্তি করি, সঁপে দেছে
মম করে তোরে, কার সাধ্য চরাচরে
ভদ্রারে অর্জ্জুন হ'তে করে লো পৃথক।
কি এক মিথ্যার ভ্রমে ভ্রান্ত হলধর,
তাই তাঁর পাণ্ডবের প্রতি এত ক্রোধ।
কিন্তু যবে হেরিবেন অর্জ্জুনের বল,
শুনিবেন যবে ঘোর কোদণ্ড টঙ্কার—
সিংহনাদ—হুহুঙ্কার—বাণের গর্জ্জন,
তখনি শীতল হবে তাঁর ক্রোধানল।
মেঘাচ্ছন্ন মার্ত্তণ্ড সমান, আছি আমি
লুক্কায়িত এ দ্বারকাপুরে, তাই ভাব

ভয় ? তোরে জয় করিব লো অসংশয় !
এই যে সম্মুখে হেরি সত্যভামা দেবী।

(সত্যভামার প্রবেশ)

সত্য। অর্জ্জুন, সুভদ্রা বুঝি হয়েছে কাতর ?
বড় ভয় পাইয়াছে প্রাণে ? ভয় কিলো !
আমি তোরে ক'রেছি অর্পণ পার্থ-করে ;
জগৎগুরু চিন্তামণি শ্রীকৃষ্ণ সহায়
মোর, তবে কারে ডর ? ছি ছি, চুপ কর।
মুছে ফেল্ আঁখিজল। সেধে সেধে কেন
অমঙ্গল ডাকিয়ে আনিস্, বোন ? আহা,
প্রণয়-বিহ্বলা বালা প্রেমভঙ্গ-ভয়ে
কাঁপিছে ব্রততী যেন মৃদুল মলয়ে।
যাই হোক, শুন, পার্থ, ভাবনার নাহি
প্রয়োজন, আমি করিয়াছি আয়োজন,
আমিই বিবাহ দেছি, আমারি এ দায়।

অর্জ্জু। ভয় মোর দেখিলে কোথায়, দেবি ? ভয়—
ধনঞ্জয়ে বড় পারে না স্পর্শিতে। দেবি,
সুভদ্রারে শান্ত কর তুমি। স্থিরা ধীরা
অতীব সরল-প্রাণা সুভদ্রা আমার,
ভাবে বুঝি ভেঙ্গে যায় সোণার স্বপন !
প্রলয় পলকে ভাবে, প্রেম-সাধ তার
ভাবে বুঝি মুহূর্ত্তে হইল অবসান !
প্রভু কোথা, মহাদেবি ?

সত্য। আসিবেন ত্বরা।
এই যে নামের সনে প্রভুর উদয় ;
তা না হ'লে লোকে কেন ভয়হারী বলে ?

ডাকিলেই পাবনা যদ্যপি—তবে, পার্থ,
মনোময় হতেন কি আমাদের প্রভু?

(শ্রীকৃষ্ণ ও সদানন্দের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। এই যে এখানে সত্যভামা! হল ভাল;
এখনি উপায় প্রয়োজন; বলরাম
অতি ক্রুদ্ধ মন, ক্রোধানল উপশম
করিব অচিরে, কিছু ভয় ভাবিও না,
ভাই ধনঞ্জয়।

অর্জ্জু। এমন সংবাদ কিবা
কহ, হৃষিকেশ।

শ্রীকৃ। পিতা মোর প্রেরেছেন
বৈবাহিক আমন্ত্রণ-লিপি হস্তিনায়
অব্যাজে আনিতে কুরুরাজে; তারি করে
সুভদ্রারে সমর্পণ করিবেন রাম,
দুর্য্যোধন ভগ্নীপতি হন—বড় সাধ,
এ সাধ বিষাদে কিন্তু হবে পরিণত।
সঙ্কর্ষণে নেহারি যেরূপ উনমন,
সুভদ্রার বিবাহ-কারণ—হ'তে পারে
ঘোর সংঘর্ষণ যাদবে পাণ্ডবে মেলি।
তাই বলি, এস মোরা হইগে প্রস্তুত।
লিখিয়াছি আমন্ত্রণ-লিপি ধর্ম্মরাজে,
বর্ণিয়াছি আদ্যোপান্ত সমস্ত কাহিনী,
ভীমসেনে আসিতে সদলে দ্বারকায়;
তাই আমি সদানন্দে পাঠাব তথায়।

অর্জ্জু। আমি কিবা জানি, হে মুরারি, তুমি যাহা
বল, তাই করি। সংহর্ত্তা, প্রবর্ত্তয়িতা,

হর্ত্তা কর্ত্তা ত্রাতা পাতা তুমি বিশ্বনাথ!
না জানি কি পুণ্যবলে তুমি দৃশ্যমান!
অর্জ্জুন তোমারে চেয়ে আছে এ ভারতে,
যাহা ভাল বোঝ, প্রভু, কর সেই মতে।

সত্য। তবে আর বিলম্বের কিবা প্রয়োজন?
সদানন্দ, দ্রুতগামী রথে উঠ ত্বরা,
অবিলম্বে পশ তুমি ইন্দ্রপ্রস্থপুরে।

ধর্ম্মরাজে আশীর্ব্বাদ দিয়ে, ভীমসেনে
উত্তেজনা কর হিতবাদে। চুপি চুপি
সঙ্গোপনে করহ প্রস্থান। হস্তিনায়
গেছে রাজভাট দিতে শুভ নিমন্ত্রণ,
তার পূর্ব্বে ইন্দ্রপ্রস্থে হবে উপনীত।
এস তবে যাত্রার করহ সুবিহিত।

সদা। তা রথে ক'রে সটান চ'লে যাব,
কিন্তু ভাটের আগে আমি পঁহুছব।
কথাটা হচ্ছে এই—আমার মায়ের বিয়ে,
আমোদ করা হ'লনা—তাই কাঁদ্‌ছে আমার হিয়ে।

বুঝে লব কেমন, প্রভু, তুমি কৃপাময়!
যদি দুর্য্যোধনের গাল দুটি হয় চুনকালীময়!
পরে—হেসে হেসে বাবার পাশে বস্‌বে আমার মা,
তাই দেখে সব তাক্ লাগ্‌বে—মুখে ফুট্‌বে না ক রা!

ও বেটি! ঘোমটা দিয়ে—
পাশ কেটে হোথা দাঁড়ালি গিয়ে?
তবে হুকুম আন্‌ব না,
থুবড়ো হ'য়ে থাক্‌গে যা!
এই এলি? পায় ধূলো দিলি?

আমি ও তবে জোর ডঙ্কায় রথে ক'রে চলি।
তবে, প্রভু, আসি।

(উভয়কে প্রণাম)

উভয়ে। এস এস কার্য্য তব হউক সফল।
সদা। যাবার সময় করি একটা আপনার মঙ্গল।

গীত।

আমার ভাবের ঘরে সিঁদ মেরেছে কোন্ যাদু—চোরে,
রত্ন যেটি নিয়ে গেল যত্ন কোরে ভবের ঘোরে।
সেই যতনে বাঁধব তোমায় প্রাণ,
যদি ধর্‌তে পার সিদেল-চোরে পাও কোন সন্ধান,
এই সাম্‌নে আছে, তবুও বাছে এমনি নেশার টান ;—
হারা রতন তুল্‌ব ফিরে—ডুবে ভাব-সাগরে,
না পাই যদি হারানিধি আপনি রব আপনি ম'রে !

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(প্রান্তর)

রুদ্রমালী।

রুদ্র। জীবন যন্ত্রণাময় প্রতিহিংসা-তাপে!
কি পাপে এমন দশা? কেন এ দুর্দ্দশা?
এত আশা কে আমার ঘুচাল সমূলে?
আমি কি এমন? আরে, চিরদিন আমি
কি এমন? সেই স্বর্ণময় দিন, সেই
গৌরব-সৌরভ-মাখা রাজ-সিংহাসন,
উচ্চপদ—অনন্ত সম্পদ—কোথা গেল!
আহা, মোর প্রাণেশ্বরী—অনার্য্য-ঈশ্বরী,
অসহায়া প্রাণ দিল ঘাতকের করে!
এখনো স্মরণে পড়ে দুর্য্যোগ রজনী—
পুরী মোর ঘুমে অচেতন, নিদ্রা যায়
সবে মন সুখে। অকস্মাৎ, রে অর্জ্জুন!
আরে, আরে, পাষণ্ড নিষ্ঠুর! আক্রমণ
করিলি আমায়! এই কি বীরের ধর্ম্ম
পাপী! আরে পার্থ—আরে, আরে ধনঞ্জয়!
সহজে কি ভুলিব রে এ ব্যথা যন্ত্রণা?
তুই ত একক—একমাত্র ক্ষীণ প্রাণ
তোর! মস্তকের কেশরাশি মত হ'ত
যদি অসংখ্য জীবন তোর—তথাপিও
তথাপিও জানিস্ দুর্ম্মতি! প্রতিহিংসা—
ক্ষুধিত বিরাট-গর্ভ প্রতিহিংসা মোর—
এক গ্রাসে গ্রাসিত রে তোরে—কাপুরুষ!

ওরে—সব নিলি, সব কেড়ে নিলি! সব
গেল, আছে দগ্ধস্মৃতি রুদ্রমালী, আর
তাহার প্রাণের কন্যা তমালী কেবল।
কয় দিন তমালীর পাইনি সংবাদ—
শত্রুপুরে আছে একাকিনী, নাহি জানি
কি কৌশলে কি ছলে ফিরিছে পাছে তার!
শুনিয়াছি, সুভদ্রার সনে হইয়াছে
পরিচিত, সখীভাবে দেখে তমালীরে।
তবে কি বালিকা কন্যা বালিকার সনে
মিশে গেল? উদ্দেশ্য সকলি ভুলে গেল?
কি জানি, কিছুই আমি পারিনা বুঝিতে!

(তক্ষকের প্রবেশ)

এসেছ, সুহৃদ? কি সংবাদ, বল ভাই।
ফিরেছে কি অশ্বসেন? তমালীর কোন
কথা জান কি হে, সখে?

তক্ষ। কিছু কিছু জানি!

রুদ্র। কি জান ত্বরায় বল! কেন ম্লান মুখ?
শীর্ণ দীর্ণ কেন হেরি তব কলেবর?
কেন নেত্র-কোণে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ ভাসে?
অবশ্যই ঘটিয়াছে কিছু—অমঙ্গল!

তক্ষ। জানিনা ঘটনা-চক্র ঘোরে কোন্ দিকে!
কোন্ মুখে স্রোতবেগে ধায়! রুদ্রমালী!
শুনিলাম তমালীর অনুগামী অশ্ব-
সেন-মুখে, কি জানি কি বুঝে, কারো সনে
যুক্তি নাহি করি, সহসা পুরুষবেশ
ধরি, ছলনায় ভুলাইয়ে বলরামে,

ভৃত্যপদে হয়েছে বরিত কন্যা তব।

রুদ্র। সত্যনাকি? তারপর—তারপর?

তক্ষ। পরে

কোন ছলে বলরামে করি উত্তেজিত,
পত্রবাহি হইয়ে গেছিল হস্তিনায়—
বৈবাহিক নিমন্ত্রণ দিতে!

রুদ্র। বৈবাহিক
নিমন্ত্রণ?

তক্ষ। আমিও বুঝিতে নারি কিছু!
স্থিরা সৌদামিনী যেন সৌদামিনী-গতি-
ভরে,ঊর্দ্ধশ্বাসে ছোটে হস্তিনার মুখে,
পশ্চাতে প্রক্ষিপ্ত অশ্বসেন, অতি দ্রুত
ব'লে গেল এই কথা। পরে শুনিলাম
জনশ্রুতি, রামানুজা সুভদ্রার সনে
আগামী সপ্তাহ-মাঝে রাজা দুর্য্যোধন
হইবেন বিবাহিত!

রুদ্র। বলিতে হবেনা
আমি বুঝিয়াছি সব। তমালি! তমালি!
তুই কেন গেলি হস্তিনায়? আপনার
মহাকার্য্য ছেড়ে—অর্জ্জুনের সঙ্গ ছেড়ে
বলরাম-কাছে তোর কিবা প্রয়োজন?
কি উদ্দেশ্য সাধনার বশে—বৈবাহিক
নিমন্ত্রণ দিতে—তুই গেলি হস্তিনায়?
নাগরায়! ঘূর্ণমাণ মস্তিষ্ক আমার,
না জানিহে তমালীর একি ব্যবহার!
দুর্য্যোধন—দুর্য্যোধন জাত শত্রু মম!
কি বিভিন্ন অর্জ্জুনের সনে কুরুকুল!

পল ব'হে যায়—যুগ সম; শুভক্ষণ—
সন্ধান—সুযোগ কত ধায় অবিরাম
গতি! আরে অল্পমতি! এ সুযোগ ছেড়ে
দিয়ে, কোন্ অভিসন্ধি—ছিছি! কিবা সিদ্ধি
আশে—দৌত্যকার্য্যে হইলি স্বীকৃত তার!

তক্ষ। ওই যে—এই যে অশ্বসেন!

(অশ্বসেনের প্রবেশ)

রুদ্র। অশ্বসেন?
একি স্বপ্ন দেখি! তুমি কোথা হ'তে এলে?
হেরে তোর ম্লানমুখ, যেন মনে হয়
অমঙ্গল-স্তূপ হ'তে, অমঙ্গল রাশি—
অগ্নিকণা সম ছড়াইলি অঙ্গে মোর!
শীঘ্র বল তুমি একা কেন?

অশ্ব। হে অনার্য্য-
রাজ! পাই লাজ, না সরে বচন মোর!
যদ্যপি অভয় দাও—

রুদ্র। ভূমিকা সূচনা
ছেড়ে দিয়ে, স্পষ্ট ভাষে শীঘ্র মোরে বল,
কি হয়েছে? কেন এ বাক্যের ছটা হেন?
তমালীরে ছেড়ে তুমি চলে এলে কেন?

অশ্ব। ক্ষম মোরে, মহারাজ! তমালীর ভাব
হৃদয়ে হানিল বজ্রশেল! প্রথমেই
তারে জিজ্ঞাসিনু—একি চমৎকার খেলা,
সহসা রামেরে কেন কৈ'লে প্রতারণা?
কোন্ কার্য্যসিদ্ধি হেতু দৌত্যকার্য্য ল'য়ে
চলিতেছে হস্তিনা-আলয়ে? বলিল না

কিছু। কেবল অদ্ভুত উত্তেজনা-বশে
আমারে করিল অনুগামী। হে খাণ্ডব-
স্বামী, ক্রমে যত হয় অগ্রসর, ওহো,
"সুভদ্রা—সুভদ্রা" বলি ছাড়ে হুহুঙ্কার—
বিষবহ্নি নয়নে তাহার প্রজ্বলিত!
মোর পানে ফিরাইয়ে রক্তিম নয়ন
কম্পান্বিত কলেবরে অতি রোষভরে
কটুবাণী কহিল আমারে; বুঝিলাম
বাক্যে তার, অর্জ্জুনে আসক্তা কন্যা তব!

রুদ্র। তাই বুঝি বিশ্বাস-ঘাতিনী কালামুখী—
অর্জ্জুনের অনুরাগ বদ্ধমূল করি-
বারে, সুভদ্রারে দুর্য্যোধন-করে সঁপে
দিতে, ছার বলরামে আত্ম বিকাইয়ে
হস্তিনায় দৌত্যকার্য্যে গেল সে পাপিনী?

তক্ষ। নাহিক সংশয়, তাই মোর জ্ঞান হয়।

রুদ্র। তমালি! তমালি! অবশেষে এই হলি
তুই? অভাগা পিতারে এত প্রবঞ্চনা?
এই তোর মনে ছিল?—বিশ্বাস-ঘাতিনি!
অর্জ্জুনের রক্ত বিনিময়ে—অনুরক্ত
তুই হলি তার? এই তোর ব্যবহার?
কি বলিব, ছিছি ছিছি, আরে কৃতঘ্নতা!
আরে আরে প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাণহীন
নরকে গঠিত নিহৃদয়! তুই এত
নহিস নির্দ্দয়! রাক্ষস পিশাচ প্রেত
তো অপেক্ষা নহে ভয়ঙ্কর? যত তুই
ভয়ানক, বাৎসল্য নাশিয়ে পিতৃভক্ত-
শিশুমুখে বসি, করিস্ রে কলুষিত,

ঢেলে দিস্ মহাবিষ অকৃতজ্ঞতার !
নহে তমালীর প্রাণে এত কৃতঘ্নতা ?
দূর হ রে—দূর হ রে—বাৎসল্য মমতা !
কঠোরতা ! আয় তোরে করি আলিঙ্গন।
নির্ম্মমতা ! পূর্ণ কর হৃদি। নিরবধি
এই সাধ্য সাধনার—এই পুরস্কার ?
অর্জ্জুনের রক্ত-আশী তমালী আমার
অনুরক্ত অর্জ্জুনের ? শোন শোন শোন
অশ্বসেন ! বাক্যে তব হয়েছে বিশ্বাস,
তুহিন-কণিকা-ভাতি দিবাকর-করে
উড়ে গেছে, সব আশা দিনু জলাঞ্জলী !
বুঝিয়াছি চতুরালী কন্যার আমার !
ধনঞ্জয়ে দিল ঢেলে প্রেম প্রীতিভার !
কিন্তু, বৎস, জেন তার রক্ষা নাহি আর।
যদি সে এ পথ হ'তে কভু ফিরে আসে,
যদি সে স্বকার্য্য পারে করিতে উদ্ধার,
বৃতা হয় যদি সে তোমার পত্নীপদে,
বাক্য যদি রক্ষা করে মোর, তবে তার
সুমঙ্গল—কন্যা বলি করিব আদর,
নহে দেখ কি দুর্দ্দশা করি পরে তার।
এস, হে নাগেন্দ্র, চল দ্রুতপদে যাই—
হস্তিনায়, যেমন ফিরিবে পুনঃ পথে,
মুণ্ড তার করিব ধারণ যম রূপে ;—
তারপর—তারপর ? দেখ কার্য্য মোর।

(সকলের প্রস্থান)

ইতি তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(হস্তিনা—রাজোদ্যান)

ভানুমতী ও সখীগণ।

গীত।

কেন কেন মেঘের কোলে ডুবে গেল সই!
শরতের ধোয়া-চাঁদ!
কেবা করে মন মজান হাসিখানি আহা
হরিষের সনে বাদ।
নয়ন-কোণে মুকুতা-পাঁতি—
ধ'রে নিয়ে আয় মালিকা গাঁথি,
সেই তারি গলে কাঁদিয়ে দোলায়
(যেজন) এ সাধে ঘটায় পরমাদ।
ছি ছি ছি ছি সে কি প্রণয়ী,
(হেন) জোছনায় করে অমাময়ী,
প্রাণ দিয়ে তারে এই প্রতিদান—
প্রাণে ঢেলে দেয় অবসাদ!

ভানু। পুরুষের প্রতারণা—মুখের প্রণয়,
আর না ভুলাতে পার, রাজরাজেশ্বর!
নিমেষে নিমেষে ভাবান্তর—ছি ছি ছি ছি!
ধিক্‌রে নারীর জন্মে—ধিক্ নারী-প্রাণে!

কত সয়—কত সয় আর? সে আমার
নয়—নিশিদিন পায়ে পড়ে আছি! কর
যেবা হয় মনে—তাহে নাহি মম মানা,
কিন্তু এত প্রতারণা!

১ম সখী। দেবি, মহারাণি,
স্থির হও—শান্ত হও প্রাণে। পতি তব—
প্রাণেশ্বর তব, জেনো সতি, তোমারি যে!
সাধ্য কি তোমার ধনে অন্যে কেড়ে লয়?

ভানু। না সখি, জাননা তুমি পুরুষের প্রেম,
যতক্ষণ কাছে ততক্ষণ! তার পরে
যে তারে লইতে পারে তারি হ'য়ে যায়!
চোখে চোখে প্রাণে প্রাণে যত চেপে রাখ—
তত সে যে চলে যেতে চায় দূরে! হ'য়ে
আছি সদা পায়ে ধরা, ধরার ধৈর্য্যের
মত আসক্তির সনে যত তারে ধ'রে
রাখি, ফেলি ঘোর নিরাশ-পাথারে, প্রাণ
থেকে চলে যায় প্রাণ কেড়ে নিয়ে! ছি ছি!
পুনঃ বিবাহের সাধ এ বয়সে? লজ্জা নাই,
দ্বারকায় কৃষ্ণের ভগ্নীরে বিবাহিতে,
না জানি লো কোন্ মুখে যায় দলে বলে?

১ম। সখি, আর ভাবনায় নাহি প্রয়োজন,
আসিছেন তব প্রাণধন, ধ'রে রাখ
প্রাণে পুরে রাখ। দুর্য্যোধন ভানুমতী-
হীন—হবেন যেদিন, যুগান্তর হবে,
পশ্চিমে তপন সমুদিবে, ভালবাসা
গভীর সিন্ধুর জলে পলাবে সভয়ে!
ক্রোধ মান না করি প্রকাশ, ঢেলে দাও

প্রণয়ের ভার প্রণয়ীরে, হৃদয়ের
ধন, জেনো—তোমারি থাকিবে চিরদিন!

(সখীগণের প্রস্থান)

(দূরে দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যো। মান-ভরে মানিনী আমার আছে বসি
নিম্নমুখে, যেন শশী মেঘ-অন্তরালে।
পুনর্বিবাহের কথা শুনিয়া প্রেয়সী,
হৃদয়ের মসী নাশিবারে, আসিয়াছে
রাজোদ্যানে বিরলে চিন্তার ভান করি।
দেখেছ, নয়নে যেন আগুন উথলে,
ক্রোধ যেন দিতেছে আহুতি মানানলে—
আমার কি দোষ বল? আমি কি করিব?
গুরুদেব রাম-আজ্ঞা লঙ্ঘিব কেমনে?
বিশেষতঃ সুভদ্রা অতুলনীয়া ভবে,
দুই রাণী কোন্ রাজা নাহি করে সাধ?

(নিকটে আগমন)

ফুলাঙ্গিনী তুমি কমলিনি! ধরণী কি
আসন তোমার, মহারাণি? বৃন্তহীন
ফুলশয্যা অঙ্গে যার ফোটে—ব্যথা লাগে,
সেই সুকুমার তনু—অতনু-বাঞ্ছিত
আজি কেন ধূলি-ধূসরিত, প্রিয়তমে?

(ভানুমতীর সরিয়া উপবেশন)

এসেছে অধীন প্রজা রাজ্যেশ্বরী কাছে,
যদি হয়ে থাকি অপরাধী, দণ্ড দাও,
যা চাও—যেমন চাহে প্রাণ। ত্যজ মান—

কথা কও, তোল লো বয়ান। মান-বহ্নি
তব ঝরি নিরন্তর—দগ্ধিছে অন্তর,
আর কেন মৌনভাবে থাক, মানস্বিনি?

ভানু। জানি আমি চিরদিন, কথায় তোমারে
কে আঁটিতে পারে এ সংসারে? মুখে মধু
অন্তরে গরল, অতি শঠ প্রবঞ্চক
তুমি, বাক্যের ছলনা-বাণ কেন হান
আর? কি ধার আমার ধার' ? কেন এত
বিনয় সম্ভ্রম-ভাষা? ভাঙ্গিয়াছে মোর
আশা-বাসা! প্রেম-সাধ ফুরায়েছে,
আর কি সম্বন্ধ তোমা সনে? ঠেলিতেছ
যেমন ছ্পায়ে—যেমন ধূলির মাঝে
বসাইতে সাধ তব, সেই মত আছি।
আর কেন—আর কেন প্রণয়ের ভাণ?

ছুর্য্যো। চন্দ্রাননি! সুচারুহাসিনি! প্রিয়তমে!
এত জান, এত জান ছল, লো সরলে!
আমি কি করিব বল? বুদ্ধিমতী তুমি,
বহুগুণে তুমি গুণবতী, ভেবে দেখ,
কার আশীর্ব্বাদে—কার অনুগ্রহ-বলে
আছি এই ভূমণ্ডলে দেশপূজ্য হ'য়ে?
গুরুপদ প্রবল সহায়ে, কারে ডরি
আমি, প্রাণেশ্বরি? সেই গুরু জগদ্গুরু
প্রভু বলরাম, আরাধ্য দেবতা মম,
তাঁহারি কৃপায় জগদেকবীর আমি,
কেমনে লঙ্ঘন করি আদেশ তাঁহার?

ভানু। তা'ত বটে—সত্য বটে, গুরুর আদেশ—
গুরুভক্ত শিষ্য তুমি কেমনে লঙ্ঘিবে?

গুরুর কুমারী ভগ্নী যৌবনের ভরে
হ'য়ে আত্মহারা এ সংসারে, দিতে চায়
আত্ম বলিদান গুরুপ্রাণ শিষ্য-করে।
এই ত গুরুর কাজ—এই ত শিষ্যের
কাজ, এই ত গুরুর ভগ্নী যোগ্য ব্যব-
হার। তা যাও, আমায় কেন বল ? কিন্তু
আমাদেরো আছে গুরু, আমাদেরো
গুরুপুত্র আছে, মনে যেন থাকে, রাজা,

দুর্য্যো। * এ রোষ না সাজে লো তোমার, ভানুমতি।

ভানু। রোষ কিবা, নরপতি ? আমরা স্ত্রীজাতি,
চিরদিন একের অধীন হয়ে থাকি ;
কিন্তু রাখি হৃদয়ে বিশ্বাস—পতি মোর,
আমিও পতির চিরদিন। কিন্তু যদি
সেই পতি, অনূঢ়া যুবতীরূপ হেরে
উন্মাদনা-বশে—উন্মাদের গতি ধায়
ভূতপূর্ব্ব ভাবিনীরে ভুলি, ফেলি ধূলি-
মাঝে, অন্ধ হ'য়ে চলে অন্ধগতি, পূর্ব্ব
পতিনীর প্রেম ফুৎকারে উড়ায়ে, যেন
বণিকের কেনা ব্যাচা প্রায়, সোহাগের—
খেলনার ভোগ্যবস্তু ভাবি, করে যদি
দূর পরিহার, তবে খেলনা তাহার
অনায়াসে হ'তে পারে পরের অধীন।
বেশ ত, তুমিও যাও করিতে বিবাহ,
আমারও গুরুপুত্র আছে! ভুলিও না,
রক্ত মাংসে সুগঠিত আমারো এ দেহ।

দুর্য্যো। এই দেখ, আরো ক্রোধ হইল প্রবল!
বাসনা চঞ্চল, তা কি জাননা, সুন্দরি ?

পুরুষ, পুরুষকারে পুরুষত্ব বলে
অনায়াসে লভিবারে পারে দারান্তর ?
কিন্তু নারী পত্যন্তর করিবে গ্রহণ—
সতী হ'য়ে এ বাণী কেমনে মুখে আন ?

ভানু। সতীত্ব কেবল নহে রমণীর ধন,
পুরুষেও আছে অংশ জেন, হে পণ্ডিত !
শরীর নির্ম্মিত নহে কভু ভিন্ন ভাবে ;
ঈশ্বরের অভিপ্রায় কভু নহে তাহা।
সতীর সতীত্ব যথা নারীর ভূষণ,
পুরুষের পুরুষত্ব সততা তেমন।
আমিও যেমন প্রেমাধিনী আজ্ঞাধিনী
বিশ্বাসিনী পতি-অন্ত প্রাণ, তুমিও হে
সেই মত আমারো অধীন ; তোমা সম
ক্ষুধিত কামনা প্রেম আমারো হৃদয়ে।
আকাঙ্ক্ষা বিলাস বাঞ্ছা যেমন তোমার,
ভেবোনা আমাতে তাহা আছে অপ্রতুল।
মানে তুমি যেমন সর্ব্বথা অভিমানী,
এ সংসারে আমিও মানিনী সেই মত।
তুমি রাজেশ্বর আমি রাজ-রাজেশ্বরী—
সর্ব্বভাবে সকল বিষয়ে তুল্য মূল্য—
একই ওজোনে মোরা দোঁহে। এত স্পর্দ্ধা
অহঙ্কার কেন বল দেখি, হে পুরুষ !
নারী ব'লে এত কি উপেক্ষা অনাদর ?
পরে কর আপনার—আপনারে পর ?

দুর্য্যো। শোন, ভানুমতি ! যুক্তি ন্যায় নীতি তব
অকাট্য, ভাবিয়া দেখ কি করিতে পারি
আমি, প্রাণেশ্বরি ? দেখ ভেবে, এ জগতে

যুত আছে নরপতি, একাধিক পত্নী
সকলেরি আছে দেখ মনে বিচারিয়া।
স্থির হও, মান, ক্রোধ কর সম্বরণ,
তুমি যে সতীর শিরোমণি। প্রণয়িনী,
প্রাণের সর্ব্বস্ব মোর, হে উপাস্য দেবি,
হৃদয়-মন্দির তোর, তোরি অধিকার!
যে আসে আসুক, তাহে কি ভয় তোমার?
দাসী হ'য়ে করিবে শুশ্রূষা, নিশিদিন
পায়ে প'ড়ে রবে, তোমা চেয়ে কেবা উচ্চ
আছে এই ভবে? প্রিয়ে, ত্যজ ক্রোধ মান,
হাসিমুখে দেহলো বিদায়, হাস্যময়ি!
আর একখানি হাসিমুখ, বিধুমুখি,
এনে দিব তোরি এই পাদুখানি তলে।

ভানু। ইহা বিনা আর কি উত্তর আছে তব?
পদাশ্রিতা পতিনীরে শ্রীপদে দলিয়ে
এনে দাও সতিনীরে; এমন কৃপালু
এমনি আমার তুমি পত্নী-প্রাণ-পতি,
পত্নী প্রতি এমনি তোমার ভালবাসা!
পত্নীর এ পূর্ণ প্রণয়ের অংশীদার
আনিতে চলিছ হাসিমুখে! হাসিমুখে
আমি না বিদায় দিলে—সুখ হবে কেন?
বেশ বেশ! বেশ শিক্ষা দিলে এ দাসীরে।
ছি ছি ধিক্, তুমি না ক্ষত্রিয়? ক্ষত্রিয়ের
বীর্য গর্ব্ব তেজস্বী শোণিত—বহে নাকি
তব ধমনীতে, বীরবর? জাননা কি
ক্ষত্রিয়-প্রধান রামচন্দ্র, সীতা হেন
পতিনীরে কলঙ্কের ডরে, প্রজা-রঞ্জ-

নের তরে—বনে দিল গর্ভবতী নারী ;
পরে আর করিল বিবাহ ? অশ্বমেধ
মহাযজ্ঞে সস্ত্রীক দীক্ষিত হ'তে হয় ;
কিন্তু সেই আদর্শ মানব, ঈশ-অবতার,
বহু বিবাহের কিবা বিষময় ফল
শিক্ষা দিতে এ লোক-সমাজে, করিল না
আর দারান্তর ; স্বর্ণময়ী সীতা গঠি
সুশৃঙ্খলে মহাযজ্ঞ করিল সমাধা ।
সে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মি ক্ষত্রিয় হইয়ে
পতিনীরে – সতিনীর দাসী করিবারে
চলিতেছ বরবেশে বিবাহ করিতে !
কিন্তু শুন, প্রাণপতি, দাসী ভানুমতী
পতিব্রতা পতিরতা সতী, পাদপদ্ম
স্পর্শ করি কহি আমি শুন, মহারাজ,
বাসনা নিস্ফল হবে—হবে হতমান,
পরকীয়া প্রণয়াশা হইবে নির্ব্বাণ !
সতিনী আসিয়া বুকে করিবে বসতি,
জোর ক'রে কেড়ে নেবে মোর প্রাণপতি,
থাকিতে এ ভানুমতী, জেন মহীপতি,
হবেনা হবেনা কভু তাহা, লাভে হ'তে
চুন কালি তোমারি পড়িবে দুটি গালে !
মহারাজ দুর্য্যোধন আমার—আমার,
কার সাধ্য এ কথা অন্যথা করে আর !
আবার আসিয়া পুনঃ এ করে ধরিবে,
ভানুমতী কত সতী তখন বুঝিবে।

(প্রস্থান)

দুর্য্যোধন। এত অহঙ্কার কিঙ্করীর ? ব'লে গেল
যাহা মুখে এল মহারাজ দুর্য্যোধনে ?
কৃষ্ণের ভগ্নীরে আমি করিব বিবাহ
এতে তোর হিংসা জ্বালা ! ভাল দেখি,
আমার কার্য্যের প্রতি কেবা দেয় বাধা ?
কত বড় ভানুমতী দেখিব এবার !

(প্রস্থান)



দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(প্রাসাদ-সম্মুখ)

শকুনি।

শকু। বাবাজীর এখনো যে দেরি? তা হবে না?
কৌলিক শাস্ত্রের কাজ উলটিতে চাও?
বল্লুম তখন, "বাবা! এখন যেওনা,
গেলে কি বৌমার মান ভাঙ্গিতে পারিবে?
থোতা মুখ ভোতা হবে, বাবা, সব যাবে!"
হয়েছে ও তাই! ঘটে বুদ্ধি কিছু আছে?
আরে! এ কি মৃগয়ায় যাওয়া! ব'লে ক'য়ে-
দুটো দেঁতো হাসি হেসে—হাত মুখ নেড়ে,
খানিকটা তেড়ে—খানিকটা হাঁটু গেড়ে,
মৃদু মধু মিষ্টিবানী দিয়ে, গায়ে হাত
বুলাইয়ে—যাবে, আর বুলিতে ভোলাবে?
এখানে চালাকী—মিথ্যা চলে না এমন!
যাবে তুমি বিবাহ করিতে—সেজে গুজে
দলবল নিয়ে, বর হয়ে, দ্বারকায়—
তোমারে সে ছেড়ে দিবে হাতে হাত দিয়ে!
এত বড় মহামূর্খ আছে কি ভারতে?
ছি ছি ছি, এমনো কাজ করে! দেখ বুঝি,
হাতীরে হাবোড়ে ফেলিয়াছে! কেঁদো বাঘ
কলে আটাকাটি! সব বুঝি মাটী হল!
ওহে ও—ভো অঙ্গরাজ! অয়ি রাজসখা!
বলি একবার দেখা দাও।

(কর্ণের প্রবেশ)

বলি গতিক কি
বল ? আমার এ পা ছুটিত নয় ! যেন
বাবাজীরে ধবল চৌঘুড়ী ! টগবগ—
টগবগ বগবগে ধাওয়া—আমি হাওয়া !
এখন বিলম্ব এত সওয়া যায়, বাপু ?

কর্ণ। মাতুল, প্রতুল হ'ল সব ! দেখ দেখি,
সম্রাটের সব বাড়াবাড়ি ! বহু পূর্ব্বে
বলেছিনু তাঁরে—এই বেলা সম্রাজ্ঞীরে
মধুর প্রবোধ দিয়ে ধীরে চ'লে এস।
তখন কর্ম্মেতে ব্যস্ত কিনা ! দেখ দেখি,
যাবার সময়—ঠিক লগ্নের সময়
ঠিক্ এই বৈবাহিক যাত্রার সময়—
নিতে হয় বিদায় কি ভানুমতী কাছে ?

শকু। ও বাবা ! বৌমা ত' ন'ন, বউ বাবা তিনি !
ভানুমতী—ভগদত্ত-সুতা, বাপ্ বাপ্ !
পাকে পাক্ হিমসিম্ খাওয়াবে—ঘোরাবে।
ভেবেছেন বাবাজী আমার এটা বড়
সহজ—ভুলান কাজ—এ প্রায় পাণ্ডব !
এ প্রায় তাঁহার যুধিষ্ঠির ! এক চালে
সব যাবে ভুলে ! ইনি রাজ্ঞী ভানুমতী,
ভানুর মধ্যাহ্ন-তেজ ধরেন বচনে—
আমি ত ম'লেও তাঁর কাছেতে যাইনে !
সহজে রাজারে ছেড়ে দিবে মনে কর ?

(দুঃশাসনের প্রবেশ)

দুঃশা। মাতুল ! মাতুল ! এই যে অঙ্গাধিপতি !

মহারাজ অতি ক্রুদ্ধ হ'য়ে, বাহিরিলা
অন্তঃপুর হতে।

শকু। বাবা! সব বোঝা গেছে!
যেমন তোমার দাদা—বুদ্ধিও তেমনি!
এখন কি এ সময়ে অন্তঃপুরে যায়?
ফিরে এসে নূতন বৌমারে এনে, বস্!
একবার চুপি চুপি যাবে, ফিক্ ফিক্
ক'রে, গোটা কত আমতা আমতা ক'রে,
সেরে নিয়ে, গায়ে মেখে, এখানে সটানে
চলে এসে, খালি হাসি! রকম রকম
খালি হাসি! হাসির তরঙ্গে গা ভাসান
দাও—আর মজা নাও! আমার বুদ্ধির
কণা পাইলে বাবাজী—এত কাণ্ড হয়?
এই যে, বাবাজী, মুখ এত ম্লান কেন?

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যো। না মাতুল! চক্রবর্ত্তী রাজা দুর্য্যোধন
হয়নি এমন কভু, এত অপমান!
ছি ছি! ধিক্ প্রাণ! দাসী হয়ে সম্রাটের
প্রতি এমন অবজ্ঞা প্রদর্শন? এত
তেজ—এত স্পর্দ্ধা—এত অহঙ্কার! মুখে
তার কিছু বাধিল না! আমায় আবার
দেয় বিধি উপদেশ? দেখিব এবার
কেমন সম্মানে আর থাকে এই পুরে!
সুভদ্রা হইবে রাজ্ঞী, দাসী ভানুমতী
হইবে দাসীর দাসী তার। ছি ছি! ধিক্!
আমারে বলিল কিনা—এই বিবাহেতে

চুন কালি পড়িবে আমার গণ্ডদ্বয়ে?
এ বিবাহে হতমান হব? ভাল দেখি!
শকু। বেঁচে থাক বাবা—বেঁচে থাক বাবা! খুব
রাগ কর, যত পার চেঁচিয়ে রাগের
শোধ দাও! বউমা পেছনে আছে? হাঁ হাঁ,
একবার শুনে নিন্ বাবাজীর রাগ!
বাবাজীর রাগ তাত জানেন না বাছা,
আগে ত নূতন বউমারে নিয়ে আসি,
আগে বাবাজীর সাধ করি তো পূরণ,
তার পর দেখা যাবে, বউমা আমার
নিজেই থাবেন তাঁর নিজের এ ঝাল!
কর্ণ। যাক্, আর বিলম্বের নাহি প্রয়োজন,
গুরুদেব করিবেন ক্রোধ দ্বারকায়।
কত তাঁর আকিঞ্চন বোঝ, হে রাজন,
প্রথমে আসিল ইন্দ্রনীল—শিষ্য তাঁর,
তার পর এল রাজভাট, অন্ধরাজ
ধৃতরাষ্ট্র কাছে, দেখ কত তাড়াতাড়ি!
এখন মানের বোঝা ফেলে, চল সখা,
দ্বারকায় যাওয়া যাক্ আগে। সুভদ্রারে
বসায়ে তোমার বামে—আনি তো এখানে,
তারপর রাজ্জীর কতই ক্রোধ মান
সব বোঝা যাবে। ত্বরা হও, দুঃশাসন!
ঘোর ঘটা সমারোহ চতুরঙ্গ দলে
তুমিই আপনি গিয়ে দাও সুসংবাদ,
মহারাজ আসিছেন সসাজে সদলে,
সকলে প্রস্তুত হও—কর আয়োজন।

(দুঃশাসনের প্রস্থান)

দুর্য্যো। কিন্তু শুন, রাজসখা, বালকের মুখে
শুনিলাম, পাপাত্মা অর্জ্জুন আছে তথা,
শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ বন্ধু সে পাণ্ডব,
গণ্ডগোল হবেনা ত কিছু দ্বারকায় ?

কর্ণ। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাসালে ভূপাল! ধনঞ্জয়
আছে তাহে ভয় কিবা তব ? সে আবার
কি করিতে পারে ? চুপ কর, মহারাজ!
এই শুভ-বিবাহ-যাত্রার লগ্ন-কালে,
অলক্ষণ-নাম কেন মুখে আন, ভাই ?

শকু। যা বলেছ, অঙ্গরাজ! বাবাজী আমার
যেন কি! সেটার নাম কেন? অলক্ষণে
ব্যাটা—ফ্যান-চাটা ঠ্যাটা—চোর! তার কথা
রেখে দাও—রেখে দাও—যদিই বা থাকে,
কি করিতে পারে সে পামর ? শোন বলি,
তোমাদের কুটাটিও নাড়িতে হবেনা!
সেখানে অর্জ্জুন আছে, আছে ত আছেই!
শুধু ব্যাটা চেয়ে রবে ফ্যাল্ ফ্যাল্ চোখে!
আমি একা সব দিক্ মিট্ মাট্ ক'রে
সুভদ্রারে—এই বউমারে জয় ক'রে
দিব তোরি করে, বাবা, দিব তোরি করে।
তুমি, বাবা, বর হ'য়ে বরের পোষাকে,
এই কর্ণ প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ মাঝে
চুপ ক'রে গম্ভীর মুখেতে ব'সে থেকো।
সব আমি নিজ হাতে ক'রে কর্ম্মে দেব'!

কর্ণ। ধনঞ্জয় একবার যদি মাথা তোলে!
আমি ত তাহাই চাই, স্থির জেন, সখে,
আর তারে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিতে হবেনা,

দ্বারকায় অর্জ্জুনের শ্রাদ্ধ সুনিশ্চিৎ।
অনুচিৎ কেন ভাব, ভাই? তার পর,
এই যে কৃষ্ণের সনে হ'লো কুটুম্বিতা,
তব মহাকর্ম্ম কত হ'লো অগ্রসর—
একবার মনে ভেবে দেখ।

শকু। না না না না,
এখন এ ভাবনায় নাহি প্রয়োজন।
আগেত তথায় ত্বরা যাত্রা করা যাক,
তারপর পাণ্ডবের ভাগ বুঝে ল'ব!
শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধী হ'লে, দেখো মজা কত!
দুর্য্যোধন বাবা, তুমি কিছুই ভেবো না,
এম্নি ঘুরণ-জাল ফেলিব সেখানে,
আগাগোড়া বাড়ী শুদ্ধ সব প'ড়ে যাবে!
ঝেড়ে বেছে তুমি ত নেবেই সুভদ্রারে!
আর আমি? এত কষ্ট করিলাম, বাবা,
একটু আমার প্রতি ক'রো বিবেচনা,
শুনেছি চৌদ্দটি বসুদেবের গৃহিনী;
তার মাঝে একটিরে দিও মোর পাতে,
বড় মুখমিষ্ট, বাবা—বড় উপাদেয়!

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(হস্তিনা-কানন-পথ)

অশ্বসেন।

অশ্ব। এত ছিল ছল মনে তোমার, তমালি!
অভাগারে এই দিলে প্রেম-প্রতিদান!
এমন কঠোর প্রাণ—এত কুটীলতা—
এত কপটতা তোমার নবনীতুল্য
প্রেমের ভাণ্ডার সুকোমল হৃদাগারে?
হস্তিনায় আনিলাম আনার্য্য-ঈশ্বরে,
তমালি রে! ফিরাইতে তোরে নিজ পথে।
একবার দেখাও দিলি না, নিরদয়ে—
মর্ম্মাহত পিতারেও দিলি না দর্শন!
কৌশলে রহিলি লুকাইত—কুরুনাথ
দুর্য্যোধন পাশে! এখন কি হবে? হায়,
হায়, রুদ্রমালি—বজ্রের গঠিত ওই
অতীব দুর্দ্দান্ত রুদ্রমালি, ওই আসে!
দেখ রে উন্মত্ত-গতি ভীম বিভীষিকা!
ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গম যেন ছাড়ে তপ্ত শ্বাস!
পিতার এ মহাত্রাস হ'তে, প্রাণাধিকে,
হায় হায়, অভাগিনি! কেমনে পাইবি
ত্রাণ? না জানি রে কি আছে কপালে তোর

(রুদ্রমালির প্রবেশ).

রুদ্র। সেই জন্মদিন! সেই মহা গৌরবের
অনন্ত ঐশ্বর্য্যস্তূপ—সেই স্বর্ণ দিনে
জন্মিল তমালী—মোর কন্যা প্রিয়তমা!

কত হাসি—আনন্দ-উৎসব চতুর্দ্দিকে!
সেই কন্যা—সেই জ্যোৎস্না-ছানিত প্রতিমা—
সেই মোর বাৎসল্যের নিধি, সেই সেই
তমালী আমার—আজ বিশ্বাস-ঘাতিনী!
কে তুমি হে এ অনন্ত অন্ধকার-মাঝে
অন্ধতম কালগর্ভে আছ লুকাইত?
এ ঘোর যামিনী-যোগে কে তুমি অভাগা
মোর মত—পথহারা দুরন্ত পথিক?

অশ্ব। আমি—আমি অশ্বসেন, প্রভু!

রুদ্র। অশ্বসেন?
তমালীর পাণিপ্রার্থী তুমি, অশ্বসেন?
এত নীতিজ্ঞান, বৎস, শিখিলে কোথায়?
এহেন কর্ত্তব্য-বোধ ছিল তোর ওই
ক্ষুদ্র বুকে? সুখ-নিদ্রা ভাঙ্গিলি আমার!
নিদ্রার অরাতি তুই দুশ্চিন্তার চর!
রোগের সাগরে যদি নিক্ষেপিলি মোরে,
তবে রে এমন বৈদ্য কে আছে জগতে—
এমন কি আছে তার মহা মহৌষধি—
ভূতপূর্ব্ব সুখের স্বপন—সুখনিদ্রা
ফিরে আনে? পুনঃ ঢালে শান্তির পীযুস?
তমালী—অবিশ্বাসিনী? ছি ছি রে ঘাতক!
আরে রে শান্তির সুখ! মূল-উৎপাটক—
তুই না বলিলে মোর কন্যার ছলনা,
ভাঙ্গিত না প্রাণ মোর দুশ্চিন্তার ভারে!

অশ্ব। আর বৃথা অন্ধকারে থাকিয়া কি ফল—
হে ভূপাল! তমালীর না পেনু সন্ধান।
অতঃপর কিবা কার্য্য কর অনুমতি?

রুদ্র। কণ্টকের শয্যা 'পরি করি উত্তোলন,
শান্তির শয়নে মোরে শোয়াইতে সাধ ?
দূর হও—চ'লে যাও—থেক না সম্মুখে !
জান না—জান না—আরে পৃথিবীর লোক !
অজানিত পৃথিবীর পাপ, কোটী কোটী
নরকের তীব্র তীক্ষ্ম জ্বালা !—শত শীর্ষ
বিষধর-মুখে যদি দংশিত আমায়,
অজ্ঞাতে বিশ্বের লোক করিত শত্রুতা
ক্ষণমাত্র না হত কাতর প্রাণ মোর !
এ অন্তর বিন্দুমাত্র সন্দেহ-দোলায়
হইত না আন্দোলিত, পীড়িত না কভু !
কিন্তু যবে তুই নিজে করিলি প্রকাশ
তমার বিশ্বাস-ঘাতকতা ; অভাগিনী
পিতার বিশ্বাস-হন্ত্রী, ওহো পিতা তার—
তমালীর মুখ-চাওয়া জনক তাহার—
ছলনার যন্ত্রের পুতুল ! নিজ চক্ষে
করিনু দর্শন তার ক্রুর ব্যবহার !—
সে মুহূর্ত্তে আশা মোর সব ভেঙ্গে গেছে !

অশ্ব। জ্বলন্ত মস্তিস্কে হেন ক্রোধ-ঘৃতাহুতি
কর না সেচন আর, হে অনার্য্যপতি,
বৃথা অনুশোচনায় কিবা ফল আর ?
এই ঘোর অন্ধকারে মনোবেদনায়
আর কেন সন্তাপিত—হন প্রপীড়িত ?
চলুন, আবার মোরা যাই দ্বারকায়।
তমালীর ভরসা কি নিরাশার নীরে
চিরতরে করি বিসর্জ্জন—নিমগন
হব' মহাদুঃখে ? এই কি বিচার, প্রভু ?

অবশেষে এই ছিল অদৃষ্টে আমার!
রুদ্র। একটি অর্জ্জুন, তার একটি জীবন
কতক্ষণ? আমার এ প্রতিহিংসা-স্রোতে:
একটি সামান্য তৃণরূপে, কতক্ষণ
পারে সে তিষ্ঠিতে? মূর্খ নির্ভয় হৃদয়ে
কতটুকু নির্ভর করিতে পারে? হ'ত
যদি সহস্র অনন্ত কোটী প্রাণ তার,
চূর্ণ চূর্ণ হ'য়ে যেত, ধূলিকণা মাঝে
মিশাইত, তবু লুপ্ত হত পার্থনাম!
জান না—জান না তুমি, তক্ষক-নন্দন,
কত মোর প্রতিহিংসা-জ্বালা জ্বলে প্রাণে!
হৃদয়ের ভালবাসা যাহা কিছু ছিল
ফুৎকারে উড়ানু ওই অসীম আকাশে!
ভেসে যাক্—মিশে যাক্—রেণুকণা হ'য়ে
বিষাক্ত শরের মুখে করুক বসতি!
নরকের ভীমতম কালগর্ভ হ'তে
আয় আয় নারকীয় ভীমশক্তিরাশি!
দূর কর্ প্রেমের প্রতিভা! নরকের
প্রতিবিধিৎসার ভালবাসা! আয় আয়,
রুদ্রমালী সাদরে করিছে আবাহন!
যথা সেই কালামুখী প্রেতিনী—পিশাচী,
অর্জ্জুনের পাপমূর্ত্তি ভাবে কায়মনে,
বস্ গিয়ে প্রাণে তার বজ্র-গতিভরে!
সমুদ্র-মন্থনোত্থিত কোথা কালকূট—
কোথা কোথা বিশ্বধ্বংসী গরল-প্রবাহ!
কাতর মিনতি মোর ধর হে বারেক,
তমালীর পাপকণ্ঠে কর অধিষ্ঠান,

প্রেমাক্ত বাসনা তার চূর্ণ চূর্ণ ক'রে
জর্জ্জরিত কর তার পাপময় হৃদি !
যথা সেই সর্ব্বনাশী বিশ্বাস-ঘাতিনী—
অর্জ্জুনের সুখ-স্বপ্ন-ভোরে ভাবে বসি
দিবানিশি আত্মজ্ঞান হারায়ে বিরলে—
কোথা আছ—কোথা আছ—কোটী নিরয়ের
জ্বালাময়ী সহস্রবৃশ্চিক-দংষ্ট্রাময়ী
নীল শিখারাশি ! আরে ক্ষণপ্রভা মাখা
ভাবহীন দধীচির অস্থি-বিনির্ম্মিত
নির্ম্মম নিষ্ঠুর বজ্র ! অতি দৃঢ় ভাবে
বেগে ধাও—বেগে ধাও উন্মাদের গতি
পাপিনীর পাপ প্রাণে পশি—ছিন্ন ভিন্ন
চূর্ণ চূর্ণ কর তার প্রণয়-কামনা !
আয় আয়, অশ্বসেন ! আয় মোর সনে,
অনন্তের দিগন্তে বসিয়ে, অনন্ত এ
প্রতিহিংসা-স্রোত করিগে প্লাবন দোঁহে !
চল চল হিমাচল-তুঙ্গ-শৃঙ্গে উঠি,
যোগীশ্রেষ্ঠ বিশ্বনাথে যোগভ্রষ্ট করি,
যোগবল কেড়ে লই তাঁর, সেই যোগে
অর্জ্জুন-তমালী প্রাণ করি গে বিয়োগ !

(উন্মত্ত ভাবে প্রস্থান)

অশ্ব। কি করিলি—কি করিলি নির্ব্বোধ, তমালী !
হেন ব্রহ্মশেল নিক্ষেপিলি আহা তোর
নির্দ্দোষ পিতার প্রাণে ? কি করিব, আহা,
কি ব'লে বোঝাই এই ভাগ্যহীন জনে ?
একবার দেখা কি পাব না, তমালীরে ?

একবার মুখখানি তোর—দেখিবার
বড় সাধ মোর ? কেমনে কি ভাবে এবে
ভ্রম মন-সুখে—সেই হাসিমুখে কত
হাসি হাস, প্রাণাধিকে ! শুধু একবার—
দেখিবার বড় সাধ ! প্রেম-সাধনার
এই তোর ব্রত-উদ্যাপন ? ছি ছি ছি ছি,
ধিক্, কলঙ্কিনি, তোর কলঙ্কিত প্রাণে !

(প্রস্থান)



চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(অন্তঃপুর)

সুতনু ও সত্যভামা।

সুত। বলি এমন না হ'লে আমার মা সত্যভামা? বেশ ক'রেছ, বাছা! একটা কাজের মতন কাজ ক'রেছ! ধনঞ্জয়ের হাতে যে ভদ্রাকে চুপি চুপি সঁপে দিয়েছ, এতে আমি বড় সন্তুষ্ট হ'য়েছি!

সত্য। এখন শেষ রাখ্‌তে পাল্লে হয়! বলদেব যেরূপ ক্রোধী, একটা রামরাবণের না যুদ্ধ বেঁধে যায়। যাই হোক, ছোটমা!—ভদ্রার্জ্জুন-মিলনের কথা আর কেউ জানে না। আমি শ্রীকৃষ্ণের আদেশে এ কাজ ক'রেছি! যদি কিছু অপরাধ হয়—শ্রীকৃষ্ণই তা বুঝবেন!

সুত। উঃ! আমার গাটা নিস্‌পিস্‌ কচ্ছে! বড়গিন্নি আর চোখে কাণে দেখ্‌তে পাচ্ছেন না! দুর্য্যোধন জামাই হবেন—আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে টাউরে বেড়াচ্ছেন! এইবার কি হয় গিন্নী-ঠাকরুণ! দেখনা, গোষ্টীশুদ্ধ একদিকে—উনি আর বলরাম একদিকে। সকলেরি ইচ্ছে, অর্জ্জুনের হাতে ভদ্রারে সঁপে দেওয়া হোক, ওঁরা মায়ে পোয়ে সেই যে ঘাড় বেঁকিয়েছেন, সে ঘাড় আর সোজা হচ্ছে না! এইবার কি হয়?

সত্য। সুভদ্রাকে একটু বিশেষ সাবধানে রাখ্‌তে হবে, ছোট মা, তুমি এই ভারটি নাও। সে যেমন আমার পুরে আছে, তেমনিই থাকুক। বলদেব যদি ঘুণাক্ষরে এর কিছু মাত্র বুঝ্‌তে পারেন, তা হ'লে সর্ব্বনাশ কাণ্ড হবে! অর্জ্জুনের আর কি করবেন? মাঝে হ'তে সুভদ্রাকে আপনার পুরে বন্দিনী ক'রে রাখ্‌বেন! ও দিকে হস্তিনা থেকে দুর্য্যোধন সদলে যাত্রা ক'রেছেন, অন্য পথ দিয়ে ভীমসেনও চুপি চুপি আস্‌ছেন।

এর মধ্যিখান থেকে যে কেমন ক'রে অর্জ্জুন ভদ্রাকে নিয়ে নিরাপদে দ্বারকা হ'তে প্রস্থান কর্‌বেন, সে কৌশল শ্রীকৃষ্ণও ভেবে ঠিক কত্তে পাচ্ছেন্ না। জানি না, শ্রীকৃষ্ণের মনে কি আছে? ছোট মা, চুপ কর—বড় মা আস্‌ছেন।

(রোহিণীর প্রবেশ)

রোহি। মেজ বৌমা এখানে আছ—আর আমি সারা অন্তঃপুরটা খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

সত্য। ওমা, আমিও যে আবার তোমাকে সারা বাড়িটা খুঁজে বেড়াচ্ছি।

রোহি। তা বেশ ক'রেছ। এখন শোন দেখি বলি, তুমি ভদ্রাকে আপনার পুরে এনে যে বদ্ধ ক'রে রেখেছ—বেশ ক'রেছ! দেখ দেখি, বৌমা, নির্ব্বোধ মেয়ের আক্কেলটা! এই দুর্য্যোধন আস্‌ছেন ব'লে বাঁদ্‌রী মেয়ের মুখখানা যেন কে নুড়ো জ্বেলে পুড়িয়ে রেখেছে! সেই যে ঠোঁটে ঠোঁটে এক ক'রেছে—কার সাধ্যি একটি বাক্য কওয়ায়। অর্জ্জুনের চেয়ে দুর্য্যোধন বড় মন্দ পাত্র! হতভাগা মেয়ে এর কি বুঝ্‌বে? পোড়াকপালী আপনার ভাল বোঝে না গা!

সত্য। তাইত, বড় মা! তা পোড়া মেয়ে একটু বুঝ্‌বে? রাজ-রাজেশ্বরী হবে, এই সমস্ত পৃথিবীটা তার কথায় উঠ্‌বে বস্‌বে, ভারত-সম্রাট তার আজ্ঞাকারী হবে, তা না কি না লড়ায়ে কার্ত্তিক অর্জ্জুনের দাসী হ'তে যাচ্ছেন?

সুত। তার উপর আবার তিন তিনটে সতীন!

রোহি। আরে থাম্ লো থাম! সতীনের কথা আর মুখে আনিস্ নি!

সুত। ও দিদি! আমিও ত তাই বলছি! এই তুমি যেমন আমার সতীন হয়েছ, এমনি ত আবার সুভদ্রাও পুড়বে?

রোহি। আঃ গেল যা, আস্পর্দ্ধার কথা দেখ! আমি তোর সতীন, না

তুই আমার সতীন? তুই চুপ ক'রে বসে থাক্! তখন দেখিস্ লো দেখিস্, ভানুমতির চেয়ে আমার সুভদ্রাকে বড় ক'রে রাখ্‌বে! ভদ্রার মতন মেয়ে আর একটা দেখা দেখি? তা যাক্, মেজ বৌমা, শোন—ভদ্রাকে অর্জ্জুনের ধার দিয়েও যেতে দিও না? তুমি হাত পা বেঁধে আপনার ঘরে ফেলে রাখবে; দুর্য্যোধন একবার এলে হয়,—একবার দুটো হাত ত এক ক'রে দিই, তখন পোড়ার মুখো মেয়ে বুঝ্‌তে পার্‌বে! এ পুরে আমার কারুকে বিশ্বাস হয় না,—সকলেই শ্রীকৃষ্ণের দিকে, কেবল তুমিই আমার দিকে আছ ব'লে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছি।

সত্য। তা, বড় মা, সে ভয় তুমি কিছু ক'রো না। আমার প্রাণ থাকৃতে সুভদ্রার কোন মন্দ হবে না! এই—দুর্য্যোধন একবার আসুন না, তখন দেখ্‌ব অর্জ্জুন কি করে! বড় মা, তুমি সমস্ত আয়োজন ঠিক ক'রে রাখ, কাল্‌কের মধ্যেই কুরুকুল-চূড়ামণি দুর্য্যোধন আস্‌ছেন; কালই উত্তম তিথি, এ শুভলগ্ন কিছুতেই ছাড়া হবে না।

রোহি। তার আর ভুল আছে, বাছা? যা যা বল্লুম, একটিও ভুলো না মা! দেখো, যেন কোন রকম গোলযোগ না হয়। সুতনু, আয়, আমরা যাই—অনেক কাজ আছে।

সুত। হাঁ, তুমি এগোও, আমি যাচ্ছি।

(রোহিণীর প্রস্থান)

ভ্যালা মেয়ে যা হোক! কত রঙ্গ কত্তেই জান, মা! এ্যাঁ,—বুড় মাগী আপনার ফাঁদে আপনি এসে পা দিলে? বেশ হ'য়েছে! আপনাকে আপনি বেশী বুদ্ধিমতী মনে করে কিনা! যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। শ্রীকৃষ্ণ মেজ বৌরাণীমাকে সংবাদ দিয়েছেন।

সত্য। বুঝেছি, ছোট মা, সংবাদ ভাল ব'লেই বোধ হচ্ছে।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন রৈবতকের অপর পার্শ্ব)

রুদ্রমালী ও অশ্বসেনের প্রবেশ।

রুদ্র। অশ্বসেন! এই না—এই না রৈবতক?
এই না কৃষ্ণের দুর্গ দুর্গম প্রাচীর?
এই না সে অচলের অভেদ্য শরীর—
যাহে মিহির প্রকাশে সংকোচিত? ধীর
তানে সমীর সভয়ে দোলে? তবে তবে—
আয়, এই স্থানে দোঁহে হই লুকাইত।
একবার—মাত্র একবার—দেখিব রে
কালামুখ তার! পাব না কি? আরে আরে
দুশ্চারিণি কুল-কলঙ্কিনি পাপিয়সি!
একবার স্বচক্ষে দেখিব পাপরাশি,
একবার পাব না কি তোরে? একবার—
একবার চোখে দেখে যাব! অশ্বসেন!

অশ্ব। প্রভু!

রুদ্র। ওই না আঁধার-মাঝে আঁধারিয়া
কায়া—পাপ-প্রলোভন-আবরণে, উচ্চ
দূর অচলের শিরে আসে ধীরে ধীরে,
ওই না—ওই না সেই বিশ্বাস-ঘাতিনী?
আসিতেছে অতি ঘৃণ্য আর্য্যশিশু-বেশে!
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ পেয়েছি রে পেয়েছি সন্ধান!
কোষবদ্ধ আরে ক্ষুব্ধ তৃষিত কৃপাণ!
না না না—এখনো থাক—এখনো নিস্তব্ধ
থাক! আমার এ সংক্ষুভিত বক্ষঃ মাঝে

যেমন লুকায়ে আছ তপ্ত রুদ্ধ শ্বাস!
সেইরূপ আরে ক্রুদ্ধ ফণিফণ অসি
আরো কিছুক্ষণ থাক বিবরে লুকায়ে!

অশ্ব। ওই দূর সুদুর্গম অন্ধতম গুহা-
মাঝে—এস, প্রভু, লুকাই দুজনে; হয়
মনে, অনুসন্ধিৎসার বশে কন্যা তব
অর্জ্জুনের সাক্ষাৎ লইতে, ভ্রমে ধীরে
অন্ধকারে উচ্চ তুঙ্গ রৈবতক-শিরে।
গুহা-মাঝে বসি দু'জনায়, এস, প্রভু,
স্থির চক্ষে করি তার গতি নিরীক্ষণ।

রুদ্র। উত্তম—উত্তম, বৎস, সংকল্প তোমার।

(গুহামধ্যে গুপ্ত হওন)

(পর্ব্বত-শিখরে তমালীর প্রকাশ)

তমা। এ প্রাণে এমন প্রেম ছিল কি কখন?
এত মধুরতা, আহা, এত প্রফুল্লতা—
হেন প্রেম-সরসতা বুকে পোরা ছিল?
কোথা পেলি হেন দৃষ্টি, আরে রে নয়ন?
প্রেম-মায়া-শূন্য এই হৃদি-ক্ষেত্র-মাঝে
এমন উর্ব্বর স্থান, কে রে মায়াধর!
প্রতিহিংসা—দীক্ষা শিক্ষা, সত্যের শপথ;
উপদেশ—জীবনের মহাকার্য্য-ভার,
নীহারিকা ভানু-করে যেন মুহূর্ত্তেকে
উড়াইয়ে আহা যেন স্বপ্নে ধ'রে দিলি!
এত উর্ব্বরতা শক্তি? এ বীজ-রোপণে
ফলে ফুলে শোভিল প্রণয় কল্পদ্রুম?
সূচীমুখ-প্রেমের উত্তপ্ত শিখা-মুখে

ঝর ঝর কোটীমুখ সহস্র আগ্নেয়
প্রস্রবণ!—আয় আয়, কর রে প্লাবিত!
মধুর প্রবাহে ভাসি, হেরি স্বর্ণময়
দশ দিশি, কেবল তাহারে ব'সে ভাবি!
আমি কোথা! রৈবতকে? সুভদ্রার সেই
প্রেমলীলাস্থলী—সেই সুখ-রৈবতকে?
এই—এই মধুময় স্থানে, এই মধু
গিরি-কুঞ্জবনে, মধুময় সোহাগের
আধ আধ বোল—সোহাগে গলিয়ে সোহা-
গিনী—ব'লেছিস্ অর্জ্জুনের কাণে,
আমি স্থির চক্ষে দেখেছি দাঁড়ায়ে! মনে
ভাবিস্ বারেক, কালামুখি, তোর এই
সুখ-স্বপ্ন পলকে সমূলে উৎপাটিতে
পারি অবহেলে! রামের কিঙ্কর আমি,
বলরাম কত বাম তো দোঁহার প্রতি,
জানিস্ ত, ওলো রসবতি! হস্তিনায়
দিছি নিমন্ত্রণ, আসে দুর্য্যোধন, আমি
এসেছি পলায়ে রৈবতকে। একবার
সাধিব অর্জ্জুনে, যদি সহজে আমার
কথা শোনে, যদ্যপি আমার ধনঞ্জয়—
আমারে হৃদয়ে তুলে লয়, রক্ষা তবে
হবে চতুর্দ্দিকে। অর্জ্জুন আমার হবে,
তুই হবি দুর্য্যোধন-দাসী! সংগোপনে
পেয়েছি সন্ধান, ঠিক্ এই স্থানে—ঠিক্
এই নিশীথ-সময়ে আসে ধনঞ্জয়।
আর না বহিতে পারি দুরন্ত তুফান!
আজ সব ভার ঢেলে দিব, ভাসাইব

প্রেমের সাগরে তারে, দেখি পাই কি না!
ওকি! ওরা কারা আসে হাত ধরাধরি?
ভদ্রার্জ্জুন—ভদ্রার্জ্জুন আসিছে বিরলে!
এস এস, হিংস্রা-সখি! মোর আঁখি 'পরে,
আমার প্রাণের শত্রু দেখ স্থির হ'য়ে!
আরে রে তমালী! আরে রুদ্রমালী-সুতা!
অন্তরের ব্যথা উথলিয়ে তোল্ ত্বরা!
বিজনে লুকায়ে হেরি কি করে দু'জনে!

(লুকায়িত হওন)

(সুভদ্রা ও অর্জ্জুনের প্রবেশ)

সুভ। আমারে যে এই ক্ষণে যেতে হবে, পতি!
একবার—একবার তোমারে দেখিতে
আসিয়াছি অন্ধকারে রৈবতক-শিরে,
আমি কোথা যাব—বল কোথায় লুকাব!
রামের কুদৃষ্টি হ'তে কেমনে এড়াব?
তুমি ভাল আছ? পতি, স্বামি, ধনঞ্জয়!
আমার এ অপরাধ করিবে মার্জ্জনা?
আমি যে জানিনা, আমি তোমার শরণা।
ওই বুঝি কেউ আসে—ওই বুঝি কেউ
দেখে! আমারে কোথায় ফেলে যাবে? কেন—
তুমি কেন চুপ ক'রে আছ? বল, বল,
কি করিলে সব দিক রক্ষা হয়, প্রভো!

অর্জ্জুন। সুভদ্রা, এখনো তোর মনে এত ভয়?
আমি ধনঞ্জয়, মৃত্যুঞ্জয় আমি, সতি,
তোমার পবিত্র প্রেমবলে! প্রেমময়ি!

সর্ব্বস্ব-সংসার-সার সুভদ্রা আমার !
পার্থের হৃদয়ে পশি এত তোর ত্রাস ?
এই বক্ষ, মাঝে তোরে করি আলিঙ্গন,
দেখুক নয়ন মিলে অনন্ত ভুবন—
পার্থ-সুভদ্রার কিবা প্রাণের মিলন !
আবার কখন তুমি আসিবে, প্রেয়সি ?
কখন—এ মুহূর্ত্তের বিচ্ছেদ বিনাশি,
পূর্ণশশীরূপে তুমি পুনঃ দিবে দেখা ?

রুদ্র। (বজ্রকণ্ঠে) যমের গহ্বরে আসি, যমের অতিথি,
শমনেরে দিতে চাও ফাঁকি, রে দুর্ম্মতি ?
একটি মৃত্যুর সূত্রে তিনটি জীবন
ঝুলিছে, জ্ঞানের নেত্র কর্ উন্মীলন !

সুভ। ওই শুন বজ্রনাদে কে কোথায় হাঁকে !
যেন ঘোর তীব্রকণ্ঠে কে আমায় ডাকে ?
আর না থাকিতে পারি, ক্ষণ ব'হে যায়
কি জানি গো কে কোথায় আসি, সর্ব্বনাশ
করিবে আমার—প্রাণে নাশি ! আমি যাই,
আবার আসিব পুনঃ এই রৈবতকে,
আবার তোমায় দিব দেখা ! শুন বলি,
কালি মোর বিবাহের দিন, আসিতেছে
রাজা দুর্য্যোধন করিতে হরণ মোরে !
জানি না, কি আছে, নাথ, শ্রীকৃষ্ণের মনে !
সুভদ্রা তোমার—জেনো সুভদ্রা তোমার,
অর্জ্জুন আমার পতি অর্জ্জুন আমার !

(প্রস্থান)

অর্জ্জু। কি জানি, কেন যে এত ব্যাকুলিত মন !

আহা হা, সুভদ্রা মোর পুণ্য-তপোবনে
সরলা হরিণী, ওরে সরলতাময়ি!
এত ভয়—এত ভয় বসি পার্থপাশে?
শ্রীকৃষ্ণের ভগ্নী হ'য়ে এত ভয় তোর?

(দূরে তমালীর গীত।)

ঘোরা বিভোরা যামিনী,
নিবিড় গাঢ় করাল নিশীথিনী,
দিগম্বরী অমাময়ী তমস্বিনী।
ঝিম ঝিম ঝুম নীরব রব,
উথলে ঘোর ঘটা নীরব উৎসব!
চকি চকি রহি রহি লক লকি হাসি,
হিহি হিহি হাহা হুহু—দামিনী বিকাশি,
প্রাণ-অভিলাষী—দাসী সুহাসি,
প্রেমে ভোরা—মনোচোরা,—
পদে রাখি প্রাণ—তুলি প্রেমতান,
কাতরা বিহ্বলা কামিনী,
অনাথিনী প্রেম-কাঙ্গালিনী।

অর্জ্জুন। দ্বিপ্রহরা শান্তিভরা ঘুমন্ত নিশায়,
কে কোথায় চিত-ভেদী সঙ্গীত-তুফান
তোলে এই পর্ব্বতের প্রতিধ্বনি সনে!
অবরুদ্ধ গৈরিকের স্রোতরাশি মত
আসে আসে—আসিতে পারে না! কে কোথায়
অব্যক্ত প্রণয়-কণ্ঠে করে প্রেম-গান!

(তমালীর প্রবেশ)

তমা। অন্যায় প্রবেশ হেতু ক্ষমা কর মোরে,
বীরবর! জানি আমি তুমি ধনঞ্জয়।

অতি সহৃদয় ব'লে ভুবনে বিখ্যাত
তুমি, তাই আমি আসিয়াছি তব পাশে।

অর্জ্জু। এ হেন আঁধারে ঘোর-নিশীথ-নিশায়
কি তোমার প্রয়োজন অর্জ্জুনের পাশে?
নাহি জানি কোন্ দেশী তুমি, হে বালক!
বুঝিতে না পারি আমি কোন্ বিধাতার
সৃষ্টির কৌশল-ইন্দ্রজালে, এলে তুমি
প্রস্ফুটিত ক্ষণপ্রভারূপে, অতি ঘোর
ভীমতম অন্ধকার অন্ধগর্ভ হ'তে।

তমা। এইরূপ জগতের ভাব, হে ভাবুক!
ভাবের অনন্ত প্রস্রবণ বাহিরায়
যবে হৃদয়-গহ্বর হ'তে, এইরূপ
মনে হয় বটে, যেন দেখেছি দেখেছি
কোথা তারে, যেন কোথা শুনেছি শুনেছি—
অজানিত প্রণয়ের আধখানি গান!
যেন মনে হয়—সে আমার, যেন কার
বিরহ-বিকার-ভীত সুপ্তোত্থিত প্রাণ
ধেয়ে এসে দেয় আলিঙ্গন! যেন সেই
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত—যেন সুখের সম্বন্ধ-
মাখা সে আমার মনের মানুষ, আসে
ধীরে ধীরে, কাছে এসে বসে, এই পাই—
আমার কে যেন এসে ছিন্ন ভিন্ন করি
বুক থেকে ছিঁড়ে নিয়ে যায়!

অর্জ্জু। এ কি বল—
এ কি ভাব তোমার, বালক? কেরে কেরে
বিচিত্র কৌশলী, হেন বাক্যের কৌশলে
মুগ্ধ কর অর্জ্জুনের সুদৃঢ় হৃদয়?

ক্ষণ পূর্ব্বে তুমিই কি কাকলী-ঝঙ্কার-
রাশি, মধুর প্রবাহে ভাসাইয়ে, হেন
ঘোর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করি, উথলিলে
স্বভাবের উত্তেজনা উদ্দীপনা-রস ?
তমা। স্বভাব দেখিনি, প্রভো, জানি না স্বভাব,
স্বভাবের পরিণাম কখন ভাবিনি।
স্বভাব-স্বপ্নের রাজ্যে করিয়া বসতি,
তোমার মূরতি আঁকি প্রেম-তুলি দিয়ে
বেগবান হৃদয়ের চিত্রপট মাঝে !
মন-আঁখি দিয়ে দেখি হে তোমারি এই
অপরূপ নীল-ইন্দীবর-জিনি বীর-
ছবি। কখন বালক আমি, ভাব-চোখে—
প্রেম-চোখে—জ্ঞান-চোখে নেহার ধীমান !
কখন বালক আমি কখন বালিকা,
কখন প্রস্ফুট কভু অস্ফুট কলিকা,
কখন তমালী আমি কভু ইন্দ্রনীল,
কেন জান ? সুধু তোমারে দেখিব ব'লে।
অপূর্ব্ব সুন্দরী আমি হের, বীরবর !
তোমার প্রেমের ভিখারিণী, দেশে দেশে
ফিরি, দেশে দেশে ঢুঁরি, দেশে দেশে করি
অন্বেষণ, কেমনে কোথায় আমি পাব
তোমাধনে। অবহেলা ক'র না আমায়,
ঠেল না ঠেল না পায়, অতি অভাগিনী
আমি। তোমার সোহাগ চাই ! এস, এস,
আদরে হৃদয়ে ব'স, প্রেম-ভাবে এক
বার তোষ, পদাশ্রিতা অধিনীরে ! এক-
বার মুখ তুলে চাও, প্রাণনাথ !

অর্জ্জুন। একি !
একি ! কে তুমি রমণি ! একি হেরি তব
অত্যদ্ভুত ইন্দ্রজাল-খেলা ! স্পষ্ট ভাবে
শীঘ্র মোরে কহ প্রকাশিয়া, পরিচয়
দেহ মোরে—কে তুমি অপরিচিতে ? কেন
ঘোরা দ্বিপ্রহরা যামিনী-আঁধারে আস
অর্জ্জুনে ছলিতে ? কি মোহিনী শক্তি-বশে
সহসা বালক হ'তে জন্মিলে বালিকা ?

তমা। শুনেছ কি কভু বীর রুদ্রমালী নাম ?
অনার্য্য-ঈশ্বর—খাণ্ডবের ভূতপূর্ব্ব
রাজা ? সেই—সেই ভাগ্যহীন, রাজ্যচ্যুত
দেশচ্যুত স্বজাতি-বৎসল, দেশহিতে
পরহিতে ক'রেছে বিক্রীত আপনায়—
সেই সেই সে মহাপুরুষ পিতা মম।
মনে নাই ? কি যে তুমি ঘোর সর্ব্বনাশ
ক'রেছ আমার, ওহে তৃতীয় পাণ্ডব !
ধেই ধেই তাণ্ডবের উন্মাদ নর্ত্তনে
খাণ্ডব করিয়া ছারখার—স্থাপিলে হে
রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ নামে, সেই সেই
মনে পড়ে ? দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে—হাহা
ধিক্ ! তুমি না অর্জ্জুন ? তুমি বিনাশিলে
তমালীর সুখের সংসার ? ছি ছি ছি ছি !
চারি বর্ষ বয়ঃক্রম তখন আমার,
আত্মীয় স্বজন যত ছিল, গুপ্ত অসি-
ধারে দস্যুতায় করিলে সংহার ! সেই
আমি—বহুদিন পরে, বহু পরে আজি
নব যৌবনের ভরে, পিতৃদত্ত সুশি-

ক্ষায় উত্তেজিত হ'য়ে—প্রতিহিংসা সাধি-
বার তরে, ক্ষুরধার শানিত কৃপাণে
তোমারে নাশিতে এসে তোমাতে মজিনু!
অজ্ঞান বালিকা আমি, জ্ঞান নাই মম,
জ্ঞানময়! নিজ গুণে ক্ষমা কর মোরে!
কি দোষে বিজন বাসে তব রূপ নিয়ে
যৌবনে যোগিনী হ'য়ে থাকিব সভয়ে?
কি দোষে রমণী-জন্ম একা কেটে যাবে?
সুভদ্রার পতিযোগ্য তুমি কি, প্রেমিক?
সুভদ্রা কি গুণ ধরে কহ, গুণবান?
কি গুণে তোমার প্রেম করে অধিকার?
হে স্বামী, হে প্রাণপতি, হৃদয়-ঈশ্বর!
এখনো যে জীবনের বহু দিন আছে!
তোমা স্মরি কত দিন রব একাকিনী?
দেখ দেখ যৌবনের বসন্ত-উদয়—
এ বসন্ত শুধু কি বর্ষায় কেটে যাবে?
দেখ দেখ অচুম্বিত প্রফুল্ল গোলাপ—
প্রণয়ের প্রলাপ-হিল্লোলে ঝ'রে যায়!
দেখ দেখ শতদল-বিমল-হৃদয়
বিচিত্র আসন প্রেমে করিয়ে রচনা,
পৃথিবীর কোন্ কোণে—শূন্যে পড়ে আছে!
সবিনয়ে করি নিবেদন শ্রীচরণে,
প্রাণধন! কর পানি-গ্রহণ আমার!
এস এস দেশান্তরে যাই মোরা দোঁহে,
পবিত্র প্রণয়-মোহে মোহিব তোমায়,
স্বর্গসুখে মাতোয়ারা করিব ও প্রাণ,
আর কিছু নাহি চাবে, কেবল আমারে

চাবে, আমাময় হবে তুমি, নাথ! ওই
প্রাণ তমালী তমালী ব'লে ভুলে যাবে!
তমালীর অশ্রুনীর মুছাও, প্রেমিক!
কৃপা ক'রে পায়ে রাখ—কৃপা চোখে চাও!

অর্জ্জু। আরে আরে কেরে তুই লজ্জাহীনা! ছি ছি!
ধিক্ তোর কলঙ্কিত প্রাণে! ধনঞ্জয়
প্রতি তোর এ হেন কুৎসিৎ পাপ-আশা?
আরে রে কামুকি—পাপীয়সি! কুক্কুরীর
সম একি তোর পশু ব্যবহার? আরে
এত স্পর্দ্ধা! সুভদ্রার বিনিময়ে তুই?
সাধ তোর বসিতে পার্থের বামদেশে?
রুদ্রমালী—রুদ্রমালী ওহো পাণ্ডবের
মহা শত্রু—জগতের পরম অরাতি,
তুই তার কন্যা হ'য়ে এত উচ্চ আশ?
অর্জ্জুনে ভুলাতে চাস, আরে রে পিশাচি?
কি বলিব নারী তুই—অবধ্য আমার,
নহে এতক্ষণ চিহ্ন তোর থাকিত কি
শ্রীকৃষ্ণের এই পুণ্যময় রৈবতকে?
বলিস্ জনকে তোর, যেন কভু আর
না রাখে বিদ্বেষ-ভাব পাণ্ডবের প্রতি!
তুই তার কন্যা ব'লে ক্ষমাভিক্ষা পেলি।
সাবধান! কভু যেন আসিস্‌নি মোর
নয়ন সম্মুখে! এবার পাইলি ত্রাণ।

(প্রস্থান)

তমা। এই পরিণাম! এই প্রেম-প্রতিদান?
আরে প্রাণ, এই তোর সাধনার ফল।

উছল অনন্ত এই হৃদয়ের গতি—
কার প্রতি ক'রেছিস্ দান? ভাল ভাল
ভাল শিক্ষা দিলি রে অর্জ্জুন তমালীরে!
কিন্তু কাল-ভুজঙ্গিনী দলিলি দু'পায়ে!
এই দ্যাখ্ মৃত্যু তোর বিদ্যমান মম
করে, আমারে পিশাচী কামুকী বলিয়া
ঘৃণায় করিলি অপমান? বল্ যত,
তবু তুই হইবি আমার! নহে প্রাণ
দিব বলিদান, হৃদয়ের রক্তরাশি
ঢেলে দিব, ভাসাইব রক্তের সাগরে!
পিশাচী বলিলি মোরে? আরে রে পিশাচ!
দ্যাখ্ তবে পিশাচীর কিবা পৈশাচিক
ভয়ঙ্করী মহাগতি! আর রক্ষা নাই!
সুভদ্রা—সুভদ্রা! তোর আর রক্ষা নাই!
হয় তুই—নয় আমি, একজন রবে
এই ভবে। তমালীর প্রতিহিংসা কত,
অচিরে দেখিবি তুই বসুদেব-সুতা!

(প্রস্থান)

রুদ্র। ধর ধর ধর, অশ্বসেন! ওই যায়—
ওই যে পলায় পাপিয়সী! ওই দ্রুত
ঘোর অন্ধকারে ডুবে গেল! চল চল
ঝড়াকারে ঝড়গতি ছুটে যাই দোঁহে—
কতক্ষণ ছুটিবে পাপিনী? রৈবতকে
কোন স্থানে অবশ্যই আছে! আরে, তারে
অর্জ্জুন ক'রেছে প্রত্যাখ্যান! ছি ছি ধিক্!
পিতা হ'য়ে স্বকর্ণে শুনিনু তনয়ার

কুৎসিৎ লালসা-মাখা প্রেমভিক্ষা-কথা!
চল চল যথা পাব ধরিব তাহারে।

(বেগে রৈবতকে উত্থান)

ইতি চতুর্থ অঙ্ক

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রভাস-তীর, দূরে অট্টালিকা।

ভীমসেন, সদানন্দ ও ইন্দ্রসেন।

ভীম। ভগবান কেশবের সাবধান-লিপি,
দেখ, কত পদে পদে করে সাবধান!
সদানন্দ, দেখ দেখ পুনঃ কোন্ পথে
হইল হে প্রবাহিত রহস্যের ভরে
নব কার্য্যস্রোতঃ! মরি কৃষ্ণের কৃপায়!
কে বুঝিবে মাধবের অভেদ্য-ছলনা?

(পত্র পাঠ)

"রোহিণী-নক্ষত্র-শেষ অক্ষয় তৃতীয়া,
ভদ্রার বিবাহ-লগ্ন হইয়াছে স্থির।
কালি দ্বিপ্রহর-পরে রাজা দুর্য্যোধন
সসৈন্য আসিবে মোর দ্বারকা-ভবনে।
আজিকার মত শুন, দ্বিতীয় পাণ্ডব,
প্রভাসের তীরস্থিত আরাম-উদ্যানে
বিশ্রাম লভহ, ভাই, প্রফুল্লিত প্রাণে।
কিছু মাত্র সন্দেহের নাহি প্রয়োজন,
সকলি মঙ্গল হবে নাহি কিছু ভয়।
অর্জ্জুনের জয়, জেনো, অর্জ্জুনের জয়!
সর্ব্বদা প্রস্তুত থাক, শুন বীরবর,

বলিয়া পাঠাব পুনঃ কি প্রণালী-মতে,
ভদ্রার্জ্জুন বিবাহ করিব সম্পূরণ।”

সদা। প্রভু, তোমার অপার করুণা,
কেমন ক'রে বুঝ্‌ব বল—আমি রাতকাণা!
আমার কি এমনি রকম আসে ঘুরণ-ঘটকালি,
জানি কি এমন চতুরালী?
সোজাসুজি কাজ—তাইতেই পাই লাজ;
এটা প্রভুর ঘুরণ পাকের মায়ার পুঁটুলি!
আমি ভোলা গরিব বামুন, কেবল পাকে পাকেই ভুলি!

ভীম। সদানন্দ, হ'ল ভাল, রাজা দুর্য্যোধন
কালি কিন্তু বড় সমারোহে জয়ডঙ্কা
বাজাইয়া সুভদ্রারে বামে বসাইয়া
যাবে পুনঃ হস্তিনায় বিষম গৌরবে!
হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ এতক্ষণ হস্তিনায় ব'সে
অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সনে
না জানি দেখিছে কত সোনার স্বপন!
ইন্দ্রপ্রস্থে শুনিলাম সহদেব-মুখে,
রামের এ বৈবাহিক-নিমন্ত্রণ পেয়ে
হস্তিনা আনন্দ-নীরে টল টল ভাসে,
আনন্দে অজ্ঞান সবে। শ্রীকৃষ্ণের সনে
সুখের সম্বন্ধ হেন হইল স্থাপিত,
আর কারে ভয়? আর পাণ্ডবেরা এসে
কি করিতে পারে হস্তিনায়? পরিষ্কার
হইল কণ্টক, দুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণের
হইল ভগিনীপতি, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি
এতক্ষণে হ'ল তবে পূর্ণ অধিকার,
এতদিনে হইল পাণ্ডব নিরাশ্রয়।

সদা। হাঁ হাঁ, যা বলেছেন, পাণ্ডব মোশাই,
আমিও কি বুঝ্ছি না সে বালাই ?
অন্ধরাজের দুর্য্যোধন বাবাজী
আস্ছেন এখন বর-সাজে সাজি,
খাবেন একটি সোনার লাড্ডু গাল-ভোরে ;
তবে যখন এই ভীম-ঠাকুরের গদাটির জোরে
পেছন দিকে ঝুল্বে সেটি লম্বা ল্যাজের আগায়,
আর কি ! তখনি হস্তিনার পথে পায় পায় !
বলি শুন্ছেন, দ্বিতীয় মোশাই !
আমি একবার আড়াল থেকে—নিচ্ছি দেখে
দুর্য্যোধনের চাঁদা রোশনাই !
সেই পোড়ার মুখে কত যে দগ্দগে দাগ্ ফেটেছে গো !
ইচ্ছে হ'ল গাল দুটিতে—
চিল হয়ে তায় মারি দু গ্রাস ছোঁ !
তুমি যা কর্বার তা কর্বেই,
তোমার পণ ত ঠিক্ থাক্বেই,
লাজে হ'তে দুর্য্যোধনের হারিয়ে যাবে থেই !
আমি সেই থেই হারাবার কালে,
সের দেড়েক তেলে গুলে
আচ্ছা ক'রে ভুষো কালি ঢেলে,
মাখিয়ে দেব ফুলো ফুলো সেই দুটি গালে !
আর তুমি, প্রভু, পেছন থেকে এসে,
তোমার হাতের থাবা সের আড়েক পাথুরে চুনে ঘসে,
কপাল থেকে দাড়ী অবধি সটান মাখাবে,
এই একটু খানি মুচ্কে মধুর হেসে !
তার বাড়া আনন্দ আর সদানন্দের নেই,
সদানন্দ নাচ্বে ধেই ধেই !

কেমন, প্রভু, হবে ত?
কথাটা আমার থাকৃবে ত?

ভীম। সদানন্দ, তাই হবে, তুমি যা বলিলে
তাই হবে—দুর্য্যোধন সেই মত হবে
হতমান, তার আর নাহিক সংশয়!
চল, আর বিলম্বের নাহি প্রয়োজন,
পঞ্চ অক্ষৌহিণী সেনা আছে লুকাইত।
ইন্দ্রসেন, একবার তত্ত্ব লও তথা।
ওই দূর অট্টালিকা—গুপ্তগৃহ-মাঝে
সংগোপনে আমাদের পাইবে সংবাদ।
যথা আজ্ঞা, বীরবর।

(প্রস্থান)

ভীম। আহা, সদানন্দ,
অতীব মধুর কণ্ঠ তুমি, কণ্ঠে তব
বাজে কি যে মধুময় তান, প্রাণারাম
হয় তাহে! ভাবপূর্ণ সঙ্গীতে তোমার
বিমোহিত কর মোরে, ওহে সুভাবুক!

সদা। এইত মোশাই, এইত মোশাই,
এত গুণ ব্যাখ্যা ক'রে ফেল্লে, আর কাজ নাই!
আমি বেতালা বেসুরো,
হাবলা গোবলা ভবঘুরো,
আমার যদি গানের কদর থাকে,
তবে পেছিয়ে পড়ি ফাঁকে!

ভীম। না না না না, অতিশয় মন্দ কণ্ঠ তব;
সদানন্দ, গান গাও—কথা না বাড়াও।

সদা। যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে!

তমালী।

গীত।

গানের গুমর অতল-তলে ভাসিয়ে দিয়ে যাই],
যদি কানু ছাড়া গানের বাহার না পাই খুঁজে, ভাই
কোন্ খানে না উঠ্‌ছে গানের তান,
সে গান শুনে কার ভাবে না আছ্‌ড়ে পড়ে প্রাণ,
প্রাণের মাঝে ঘুমিয়ে পড়ে তারা রারা গ্রাম,—
বাতাস তেড়ে গান গেয়ে যায় কেউ নাই তোর্ কেউ নাই!
শেষকালে রেশ বাজ্‌তে থাকে হা কানাই—এই কানাই!

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(অন্তঃপুর—প্রাঙ্গণ)

রোহিনী, দেবকী ও সুতনুর প্রবেশ।

দেব। দেখ্‌লে, দিদি, আমিত তখন বলেছিলুম সুভদ্রার এ ভাব থাকবে না। দুর্য্যোধনের জয়ডঙ্কা একবার বাজুক দেখি, তখন দেখ্‌বে চাঁদমুখ থেকে হাসি উথ্‌লে উঠ্‌বে।

রোহি। যাই হোক, হরির ইচ্ছায় এখন শুভ কর্ম্মটি শেষ কত্তে পাল্লে হয়। সত্যি বল্‌ছি, দেবকি, এই হাতে কত ছেলে মেয়ের বিয়ে দিলুম, কোনটাতেই আমাকে ভাবায় নি, হাস্‌তে খেলতে কত সমারোহ ব্যাপার এক কথায় শেষ করেছি; কিন্তু ভদ্রার এই বিবাহ-সম্বন্ধে গোড়া থেকেই কেমন ব্যাঘাত পড়েছে। যেন কেমন একটা খট্‌কা এসে বুকের মধ্যে তোলাপাড়া ক'চ্ছে; আর পোড়াকপালী মেয়েটাকে যখনি দেখেছি, তখনি কি হাঁড়ি-পানা মুখ ক'রে ব'সে আছে! এমন আমোদের দিনে কি এ সব ভাল লাগে, বোন ?

সুত। তার আর কথা আছে, দিদি ? এখনত সুভদ্রার আর সে ভাব নেই, তবে আর মন খারাপ করা কেন ? সোনার চাঁদ মেয়ে কেমন হেসে হেসে কথা কচ্ছে, একবার দেখে এস দেখি!

দেব। বর কখন্ আসবে ?

রোহি। ওলো দাঁড়া দাঁড়া, সে ঢের দেরী! একি যে সে বর, হুস্ ক'রে উড়ে আস্‌বে ? বরের মতন বর—সম্রাট্ রাজাধিরাজ দুর্য্যোধন। এইত সবে সকাল—আসবেন সেই দুপুর বেলায়। এই দাসীরা এসে সংবাদ দিলে—খুব বাজনা বাদ্যি খুব ঘটা ক'রে বর আস্‌ছেন, আর ক্রোশ খানেক পথ আছে, বাপ্‌রে; ভালয় ভালয় বাছা এসে প'ড়লে হয়—অর্জ্জুন

যেন মুখিয়ে বসে আছে, একটা না হাঙ্গাম বেধে উঠে,—আমার তাকেই খালি ভয়! রাম রাম করে দিনটা কেটে গেলেই এই গোধূলি-লগ্নেই ছুটো হাত এক ক'রে দিয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচি!

দেব। ও দিদি, সে সব তোমায় কিছু ভাব্‌তে হবে না, অধিবাস হয়ে গেছে, এখন এস, দাঁড়িয়ে থেকে মাথা ধরিয়ে আর ফল কি? দেখ, হরির কৃপায় সকল দিক রক্ষা হবে।

(সকলের প্রস্থান)

(কালিন্দী ও সুভদ্রার প্রবেশ)

গীত।

নাগর তোমারি হবে জেন' নাগরী!
শোনলো, হৃদয়ে বাজে প্রেম-বাঁশরি।
বাজে বাঁশী ধীরে ধীরে,
চেয়ে দেখ ফিরে ফিরে,
যার ধন তারি হবে সেত তোমারি;—
অরসিক ফিরে যাবে তোমা পাশরি।

সুভ। না দিদি, আমার প্রাণ না মানে প্রবোধ,
থেকে থেকে হই হতবোধ, প্রাণ যায়,
প্রাণ আর হৃদি-মাঝে থাকিতে না চায়!
আনন্দ-উৎসব—আনন্দে নাচিছে যেন
আমারি কারণে—আমার বিবাহ বলি;
কিন্তু আমি সদা ভাসি নয়নের জলে!
জানি না কি ছলে, ওলো, মম প্রাণশক্তি
মহাশক্তি মনঃসঙ্গে দিয় যায়!

জ্বালার উপরে বাড়ে জ্বালা, যখনি লো
শুনি কাণে আসিতেছে রাজা দুর্য্যোধন!
আজ যে গোধূলি-লগ্নে বিবাহ আমার,
কই দিদি, কই তার কি হ'ল উপায়?
কেমনে কখন যাব অর্জ্জুনের পাশে?

কালী। চুপ কর, হয়োনা হতাশ, শুভ দিনে
ফেলোনা আঁখির জল, হবে অমঙ্গল।
ভয় কি—ভাবনা কিবা? কৃষ্ণচন্দ্র-করে
এই মহাভার মোরা ক'রেছি অর্পণ।
সত্যভামা আছেন তাঁহার কাছে ব'সে,
হইতেছে পরামর্শ অতীব গোপনে,
এখনি জানিতে পাব কোন্ সুকৌশলে
মালা দিবে তুমি সতি অর্জ্জুনের গলে।
এখন এমন ক'রে থেক'না, ভগিনি!
যেমন এ চাঁদ-মুখখানি হাসি-ভরা
চাঁদের কিরণ মেখে মেজে রেখেছিলে,
সেইরূপ সোহাগিনী আহ্লাদিনী থাক'।
আমরি! কি সাজে আজ সেজেছিস্, বোন,
ইচ্ছা করে আমি তোরে বিয়ে ক'রে ফেলি!

সুভ। ধিক্ রূপ! অর্জ্জুনের কাছে মোর রূপ?
অর্জ্জুনের প্রণয়িনী হ'য়ে একবার
প্রকাশ্য গৌরবে যদি পারি লো বসিতে,
সার্থক ভাবিব তবে জনম আমার।
ওই শোন উৎসবের রোল, শত বাজ
যেন বাজে কাণে! প্রাণে সদা অনুমান
হয়, ওই বুঝি এল দুর্য্যোধন, ওলো,
পায়ে ধরি তোর, যা লো যা বারেক যা লো

সত্যভামা কাছে, কি হ'লো ত্বরায় জেনে
আয়—আর যে আমার বিলম্ব না সয়।
এই ত পেয়েছি বেশ নিভৃত বিজন,
কিছুক্ষণ ভাবি মোর প্রাণকান্ত-রূপ!
কিছুক্ষণ আপনারে লুকাইয়ে রাখি।
কালী। এমন অধীরা তুমি? বস কিছুক্ষণ।

(প্রস্থান)

সুভ। তাই ত! কি হবে! ক্রমে কাল ব'য়ে যায়,
এখনো ত অভাগীর না হল উপায়?

(তমালীর প্রবেশ)

তমা। কুমারি, কেমন আছ? নেহারি বিজন,
আসিলাম তোমার সদন। একি, কেন
এমন অধীরা হেরি তোমারে, সুন্দরি?
সুভ। কে তমালী? বহুদিন দেখিনি তোমায়,
কোথা ছিলে এত দিন? ভাল আছ, ভাই?
তমা। তোমার মঙ্গলে, সখি, আমার মঙ্গল।
তমালীর কুশল তোমারি হাতে তুলে
দেছি; রাখ, থাকিব এ ভবে; মার, আর
মোরে কে রাখিবে? স্থির জানিও নিশ্চয়,
এখনো তোমার কাছে সর্ব্বস্ব আমার
লুকাইত আছে, কেউ জানে না জানে না!
শুধু আমি জানি, আর জানে মোর প্রাণ;
হয় ত তুমিও শীঘ্র পারিবে জানিতে।
সুভ। কি বল, কিছুই আমি পারি না বুঝিতে।
তমা। সে কথা এখন থাক্; বলি, হেন শুভ
দিনে নয়নে শোকের জল কেন, সখি?

আজ তব সুখের বিবাহ—রমণীর
এ হেন সৌভাগ্য আর কবে হবে, দিদি?
পথে শুনিলাম জনশ্রুতি, নরপতি
চক্রবর্ত্তী প্রবল সম্রাট দুর্য্যোধন,
আহা যিনি কৃষ্ণপ্রাণ—কৃষ্ণ-ভগ্নীপ্রাণ,
আসিছেন দ্বারকায়, ঘোর সমারোহে
আমার প্রাণের সখী দেবী সুভদ্রারে
বরিতে সাম্রাজ্ঞী-রূপে! তাই বলি, যাই
একবার. বলি দেখে আসি, সুভদ্রার
সুখ-স্রোতে ভাসাই আমারো সুখ-স্রোতঃ!

সুভ। আহা, তুমি সুখের সঙ্গিনী মম; তাই
সুভদ্রার সুখে তুমি হ'তেছ সুখিনী;
কিন্তু না, ভগিনি, কিছু মাত্র সুখ নাই
মোর এ বিবাহে, এই শুভ সমারোহে
পলকে পলকে মোর মৃত্যুজ্ঞান হয়!
কত যে অসুখ মোর প্রাণে, কি বলিব
তোরে, লো স্বজনি!

তমা। কেন? সেকি কথা বল?
যার বিয়ে তার মনে নাই, আর যত
প্রতিবাসী আত্মীয় স্বজন হেসে মরে!
আকুলি বিকুলি বলি যত কি আমার
না কি? বস মোরে বল, কেন এত দুখ?
বর কি ধরে নি মনে? রাজা দুর্য্যোধন
নহে কি তোমার মনোমত, খুলে বল!

সুভ। সত্য কথা শুনিতে যদ্যপি সাধ তব,
শোন তবে, কানন-বাসিনি, আমি কার
প্রণয়িনী জান? কে আমার প্রাণপতি?

কার দাসী হ'য়ে জীবন যৌবন ধন্য-
জ্ঞান করি, সুখময় নেহারিব এই
আনন্দ-আগার চরাচর? ধনঞ্জয়—
বীরশ্রেষ্ঠ, নরশ্রেষ্ঠ, তৃতীয় পাণ্ডব,
বাসব-বিজয়ী—সেই পার্থ মম পতি!

তমা। ছি ছি ছি! একথা আর আনিও না মুখে,
সুহাসিনি! অতীব ধীমান মতিমান
সেই কুরুকুল-গৌরব—মরীচিমালী
ভুবন-পালক—ভুবন-রঞ্জক—সেই
কুরুকুল-ধুরন্ধর—সুন্দর পুরুষ
দুর্য্যোধন বিনিময়ে—অতি দীন হীন,
কোথাকার সেই ভীরু মূর্খ ধনঞ্জয়?
বালিকা, বালিকা তুমি, জান না জান না,
নিজ হিত বুঝিতে পার না, তাই বল
হেন বাণী। চিন্তামণি বলরাম গুরু
যাঁর, তাঁরে বক্ষে ধরি আপনা পাশরি
ধীরি ধীরি চ'লে যাও হস্তিনা-ভবনে।
যাহার অর্জ্জুন, তাহারে লইতে দাও।
চন্দ্রাননি! সত্যবাণী কহি তোরে আমি,
আপন মঙ্গল ঘট দু'পায়ে ভেঙ্গো না।
সত্য বাক্য—শুভ বাক্য হেলো না ঠেলো না!

সুভ। একি এ? শত্রুর চর? একি কথা বলে!
কি বল—তোমার ভাব বুঝিতে না পারি।
কহ সত্য করি, কে তুমি? কি ভাবে আসি-
য়াছ? যে হোক্ আমার পতি, তাহে তব
কিবা প্রয়োজন? বুঝিতে না পারি তোর
ছল! একি! কে তুই রাক্ষসি? একি হেরি

দারুণ রাক্ষসী-ভাব তোর কলেবরে?
হেথা কেহ নাহিক রক্ষক, একাকিনী
আমি, শীঘ্র কহ—শীঘ্র দেহ পরিচয়!

তমা। যে হই সে হই আমি, শুন, লো রূপসি,
নহিরে রাক্ষসী আমি—প্রেম-বিলাসিনি!
এই কাল-প্রণয়ের দায়ে ভুলিয়াছি
আমি আপনায়—ভুলিয়াছি চরাচর
মধুর সংসার! পিত্রাদেশ ভুলিয়াছি,
জাতশত্রু অর্জ্জুনের শত্রুতা ভুলিয়া—
ভুলিয়াছি অর্জ্জুনেরি কালরূপ-মোহে!
শুন শুন মোর কথা, বসুদেব-সুতা,
সত্য সত্য চাহ যদি আপন কল্যাণ,
আমার অর্জ্জুন-প্রতি ছাড় প্রেম-আশ,
নহে তব সন্নিকটে ঘোর সর্ব্বনাশ,
গাঢ় তপ্ত রক্তে স্নান করিবি অচিরে।
কালামুখি! পুরুষ-সুন্দর দুর্য্যোধনে
উঠে না তোমার পাপ মন? ধিক্ তোরে!
এখনো সময় আছে ভেবে দ্যাখ্ মনে,
দলিতা এ ভুজঙ্গিনী প্রেমিকা নারীরে—
সাবধান! আর না করিস্ জ্বালাতন!
অর্জ্জুনে জন্মের মত হইয়া বিস্মৃত,
চলে যা—হস্তিনাপুরে দুর্য্যোধন-সনে!
নচেৎ দেখিবি তুই শোন্, সর্ব্বনাশি,
অর্জ্জুনেরো সাধ্য নাই তোরে রক্ষা করে!
এই দ্যাখ, দেখেছিস্ করে কি আমার?
এখনি ও পাপ মুণ্ড, করিতাম শত
খণ্ড, তবে—এখনো আমার আশা আছে!

বহু ভাগ্য জানিস্ রে তোর, পাপিয়সি,
তাই আজ রক্ষা পেলি আমার নিকটে।
ওই না কাহার পদধ্বনি?

(দ্রুত প্রস্থান)

(সুভদ্রার মূর্চ্ছা, সত্যভামা ও কালীন্দীর প্রবেশ)

সত্য। ওমা একি!
কালীন্দি, কালীন্দি, একি? সুভদ্রা মূর্চ্ছিতা?
আহা, ভাল পাগলিনী মেয়ে; দেখ দেখি—
পলকে পলকে জ্ঞানহারা!

কালী। ভদ্রা, ভদ্রা,
এ শুভ বিবাহে কেন অভদ্রা ঘটাতে
চাস্? ওঠ্ ওঠ্ অতি শুভকথা! শোন্,
সকলি মঙ্গলে মিলে গেছে! ওকি বোন্?

সুভ। ঘোরে ঘোরে দশদিক ঘোরে! ঘোরে ঘোরে
মস্তিষ্ক আমার! শত্রু শত্রু—মহাশত্রু
মহাশত্রু পশ্চাতে আমার! প্রাণ থেকে
অর্জ্জুনে আমার কেড়ে নেবে! দেবি! দেবি!
সত্যভামা! আমার যে প্রাণ যায়! পায়ে
ধরি, অর্জ্জুন কেমন আছে বল? কোথা
তিনি? কি হল—সংবাদ কিবা? বল বল!

সত্য। দ্যাখ, ভদ্রা, চুপ কর্, নহে মার খাবি!
সত্য কি পাগল হলি, বোন? কে আবার
পশ্চাতে লেগেছে তোর? তোর ধনঞ্জয়ে
সাধ্য কার—কে পারে কাড়িতে তারে? শোন,
ও সকল পাগলামি ছেড়ে দাও, বোন!

বড়ই সুখের সুসংবাদ! এখনি তা
পারিবে জানিতে।

(সুতনুর প্রবেশ)

ওমা, এই যে ছোট মা!
বল বল কেশবের শেষ কথা কিবা?

সুভ। এস এস, তিল মাত্র বিলম্ব ক'রো না।
এই ক্ষণে যেতে হবে, সুভদ্রারে ল'য়ে
রৈবতক-সানুদেশে! গিরি-প্রদক্ষিণ—
গিরি-পূজা সবারে করিতে হবে আগে—
এই দিবা দ্বিপ্রহরে; কৃষ্ণের আদেশ,
বসুদেব রোহিনীরো নিছি অনুমতি।
তার পর অকস্মাৎ পার্থ বীরবেশে
সবলে হরিবে সুভদ্রারে। এস এস,
শ্রীহরি শ্রীহরি বলি যাত্রা করি ত্বরা।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(কানন-পথ)

শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও দারুক।

শ্রীকৃষ্ণ। দারুক, দারুক, ত্বরা হও অগ্রগামী,
সুসজ্জিত কর মোর সামর বিমান,
এখনি প্রস্থান কর রৈবতক-পথে।
সত্যভামা আর আর পুরনারীগণ
সুভদ্রার সনে করিতেছে গিরি প্রদ-
ক্ষিণ, নাহি হও ক্ষীণ, মনে বাঁধ বল,
গোপনে হস্তিনা-পথে রাখ রাজরথ।
দুর্য্যোধন আসিয়াছে পুরে, হইতেছে
আনন্দ-উৎসব ; আমি এই অবসরে
এসেছি বারেক মাত্র। শুন, পার্থ, এই
বেশে, চুপি চুপি পদব্রজে আগুয়ান
হও, ভাই, বিমান-পশ্চাতে ; কোন কথা
কোন ভাব না করি প্রকাশ, একেবারে
সুভদ্রারে রথোপরি কর উত্তোলন।
ভীমসেন আছেন সদলে মধ্যপথে,
সে কেবল দিবে বাধা কৌরবের দল ;
বাধা দিব আমি যদুগণে। কোন দিকে
নাহি করি দৃষ্টিপাত, ইন্দ্রপ্রস্থ-মুখ-
ভাগে—যথাগতি হবে ধাবমান।

দারু। আজ্ঞা
তব শিরোধার্য্য করি ; কিন্তু মোর ভয়—
বলরামে, জানি না তাঁহারে কি বুঝাব!

শ্রীকৃষ্ণ। সে ভার আমার, তাহে ভয় কি তোমার?
আমি শান্তিজল করিব বর্ষণ তাঁর
দিক্‌দাহী রোষানলে; শান্তিময় হবে
এ সংসার, শান্তি-প্রীতি-জলে হবে ভাস-
মান—অর্জ্জুন-সুভদ্রা-প্রাণ, সে তুফান
দমিবে অচিরে জেনো সুভদ্রা-বিদ্রোহী
দুর্য্যোধন—পাণ্ডব বিজয়ী হবে তাহে।

অর্জ্জু। তবে কি এখানে, সখা, এই শেষ দেখা!
বনবাসে আগমন-কালে, ছিল মনে
দেখিব গোলোকনাথে গোলোক-ভবনে।
সে সাধ মিটেছে মোর আসি দ্বারকায়।
কিন্তু, প্রভু, পিপাসা যে হ'তেছে বর্দ্ধিত,
তব রূপ-সুধা পান করে যত প্রাণ,
আরো যে পিপাসা জেগে উঠে! লুটে পড়ি
পাদ-পদ্মতলে, হরি, অনাথ-বান্ধব!
হে কেশব পাণ্ডবের জ্ঞান-চিন্তামণি!
তোমারি আদেশে সুভদ্রারে বসাইব
বামদেশে; ঘটে যদি বিবাদ প্রমাদ,
দয়াময়, দিয়ো দেখা সে সঙ্কট স্থলে!
শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় বসি, শেষ কথা
একবার শুনি, দেব. শ্রীমুখ হইতে.
সুভদ্রারে হস্তিনায় যদি নিয়ে যেতে
পারি, পাব ত আবার দরশন?

শ্রীকৃষ্ণ। সেকি
কথা, ভাই? নয়নের মণি তুমি, মম
হৃদয়ে হৃদয়ে সদা নয়নে নয়নে
রেখেছি তোমারে সংগোপনে, যথা থাক'—

যেমন যেভাবে থাক—আমারি হৃদয়ে
জেগে থাক, তুমি আমি এক-আত্মা-প্রাণ।
কিন্তু অভিমান জেগে উঠে মনমাঝে,
কি গৌরব সম্ভ্রম সম্মান সম্ভাষণে
আবাহন করিনু অর্জ্জুনে দ্বারকায়,
আনন্দ-সাগরে উথলিল যদুপুরি।
সেই মম প্রাণের বান্ধব ধনঞ্জয়
ইন্দ্রপ্রস্থে লয়িছে বিদায়, পদব্রজে
অসহায় অতীব গোপনে। কিন্তু তবু
খেদ নাহি মনে, ধনঞ্জয়ে দিনু দান
আমার প্রাণের প্রাণ সুভদ্রা ভগ্নীরে।

অর্জ্জু। এ কৃপা বুঝিব, প্রভু, যবে হস্তিনায়
সুভদ্রার সনে মিলি করিব বন্দনা
ধ্যানের ধারণা—সাধের সাধনা ওই
ধরাধ্যেয় পাদুখানি লইয়া বিরলে।

শ্রীকৃষ্ণ। ধনঞ্জয়! সখা! ভাই।

অর্জ্জুন। প্রভু! পরমেশ!

(উভয়দিকে উভয়ের আলিঙ্গনান্তর প্রস্থান;
দারুকের পশ্চাৎ অনুসরণ ও বেগে
তমালীর প্রবেশ।)

তমা। ওই যে ওই যে গেল, ওই যে পৃথক
হ'ল, কৃষ্ণ হ'তে কৃষ্ণ-সখা ধনঞ্জয়।
কোন্ দিক্ ধরি, আমি কোন পথে যাই?
শ্রীকৃষ্ণে ধরিলে কিবা হবে? যাই যাই
অর্জ্জুনের পাছে পাছে যাই! এই শেষ,
এই শেষবার ভাল ক'রে বুঝাইব।

অন্তরের অন্তস্তর হ'তে ব্যথা তুলে
অর্জ্জুনের প্রাণে ঢেলে দিব! বুক চিরে
রক্ত দেখাইব! তাতেও পাব না? ওরে
তাতেও কি সুভদ্রা—আমার প্রাণ থেকে
কেড়ে নেবে আমার প্রাণের প্রাণনাথে?
ওই যে চলিছে ধীরে ধীরে, যাই যাই—
দাঁড়াও দাঁড়াও, পতিদেব! একবার
আমার একটি কথা শুনে তবে যাও,
তুলে নাও—তুলে নাও বুকে, পদাশ্রিতা
কাতরে বিনয়ে ডাকে দাঁড়াও, প্রাণেশ!

(প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(বর-সভা)

বরাসনে দুর্য্যোধন উপবিষ্ট ; দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি. বসুদেব, বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ, যদুবংশীয়গণ ও সভাসদ্গণ যথাযোগ্য স্থানে সমাসীন।

শকুনি। দেখুন দেখুন, বৈবাহিক মহাশয়! একবার চোখ্ তুলে তেড়ে চেয়ে দেখুন! বাবাজী আমার দশ দিক আলো ক'রে বরাসনে ব'সে কি শোভাতেই সেজেছেন! নরবর দুর্য্যোধন নিত্যই বর—নিত্যই বর! এ শোভা আমারা নিত্যই দেখে থাকি!

বসু। সত্য, এ সৌভাগ্য আমার হবে, স্বপ্নেও কখন এ শুভযোগ অনুমান করিনি! আজ আমি ধন্য হ'লেম, আমার একমাত্র আদরিণী কন্যা সুভদ্রার জন্ম সার্থক, কর্ম্ম সার্থক। অনেক তপস্যায় এমন শিবতুল্য পতিলাভ হয়, তার আর সন্দেহ নেই। মা আমার ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী হবেন, এ আনন্দ রাখ্‌বার স্থান কোথা?

শকুনি। এর মধ্যেই স্থান হ'চ্ছেনা, এর পরে পৃথিবী পূরে যাবে, জগৎ ব্যেপে যাবে! দুঃশাসন, দুটো একটা কথা কও। বলি কেমন আমোদ হ'চ্ছে?

দুঃশা। দেখ্‌ছি, মহারাজ কেমন স্থির গম্ভীর হ'য়ে বসে আছেন!

শকুনি। তা বৈ কি! বরাসনে গম্ভীর ভাবে এতক্ষণ কি মহারাজাধিরাজ দুর্য্যোধন নীরব হ'য়ে ব'সে থাক্‌তে পারেন? এতক্ষণ যে চুপ ক'রে আছেন,—সে কেবল বর বোলে। কথায় বলে "বর না চোর," বুঝ্‌লেন, বৈবাহিক মহাশয়!

বসু। আজ্ঞে করুন।

শকুনি। রাজা দুর্যোধনের বিবাহ এমন শান্ত শিষ্ট ভাবে কখন হয় নি। কেমন—কেমন, অঙ্গরাজ! বাবাজীর প্রথম বিবাহটা মনে পড়ে ত? সেই সেই প্রাগ্‌দেশে ভগদত্তের স্বয়ম্বর সভায়?

সভা। কি হ'য়েছিল, মাতুল মহাশয়?

শকুনি। আরে, সে এক মস্ত বিভীষিকা ব্যাপার! মহারাজ দুর্য্যোধন স্বয়ম্বর সভায় পাত্র মিত্র প্রভৃতি সদলবলে বিরাজ ক'চ্ছেন, ভারতের লক্ষ লক্ষ রাজা চারিদিকে বাবাজীকে ঘিরে যেন শশধর বেষ্টিত তারাদলের মত নিষ্প্রভ হ'য়ে ব'সে আছেন, কাজটা কত্তে হবে কি? না আকাশের মাঝখানে একটা মধ্যছিদ্র চক্র থাক্‌বে—সেই লক্ষ্যটা বিঁধ্‌তে হবে!

সভা। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে এই রকম কি একটা কাণ্ড হ'য়েছিল না?

শকুনি। হাঁ হাঁ, সে আর—এ এক! শোন, ব্যাপারটাই কি শোননা; লক্ষ্যটিত কেউ বিঁধতে পাল্লে না, জরাসন্ধ তিনবার টাউরি খেয়ে প'ড়ে গেলেন, শেষে যা হবার তা হ'ল, এই অঙ্গপতি কর্ণবীর একটি বাণে সেই লক্ষ্যটা বিঁধে ফেলে, বউমাকে জয় ক'রে বাবাজীর বামে বসিয়ে দিলেন। তারপর এক ভয়ানক কাণ্ড হ'য়ে উঠ্‌লো! সেই গোঁয়ার জরাসন্ধটা ব'ল্লে কিনা, আমি এই ধনুতে বাণ যোজনা ক'রেছি, সুতরাং এই কন্যার অর্দ্ধাংশ আমার প্রাপ্য!

সভা। হাঃ হাঃ সত্য নাকি? তবে এইখানেই ভগাভাগী হ'য়ে গেল বলুন!

শকুনি। শুধু ভাগাভাগী? শোন বাপু শোন; শেষ রাগারাগিতে দাঁড়াল! জরাসন্ধের মূর্খতা দেখে শেষে এই কর্ণ-বাবাজীর সঙ্গে রণ বেঁধে উঠ্‌ল! জরাসন্ধ উল্‌টে পাল্‌টে কাতরে সাঁৎরে ত সটান পয়ে আকার দিন, আর ভানু-বউমা বাবাজীর সঙ্গে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে কুরুকুলের ভাগ্যলক্ষ্মী হ'য়ে পুরে প্রবেশ কল্লেন! তাই বল্‌ছি, আমার এমন যে বাবাজীধন

দুর্য্যোধন, তাঁর বিবাহটা এমন প্রজাপতির মতে চুপি চুপি নিঃসাড়ে হ'ল, দিকদিগন্তে একটা প্রতিধ্বনি উঠল না?

শ্রীকৃষ্ণ। তা এবার না হয় সম্রাট দুর্য্যোধনের বিবাহ একটু নীরবেই হ'ল, তাতে আর আক্ষেপ করবার কি আছে, মাতুল মহাশয়?

শকুনি। তুমি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হ'য়ে একথাটা কেমন ক'রে ব'ল্‌ছ, বাপু? মহারাজ দুর্য্যোধনের বিবাহ এমন গোপনে হবে, এও কি একটা কথা? জন্মেতেই যার জয় জয়কার হ'য়ে গেল, বুঝলে কৃষ্ণ! বাবাজী যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখনকার কাণ্ডটা কি যে সে রকম নাকি?

সভা। কি রকম—কি রকম!

দুর্য্যো। (মৃদুস্বরে) আঃ চুপ কর, মাতুল!

শকুনি। চুপ ক'র্‌ব কি? বড় গলা ক'রে হেকে ডেকে ব'ল্‌ব, উঃ কোন্ জন্মে কে এমন বজ্রস্বরে রাসভ-রাসভের ডাক ডেকেছে? স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিভুবনে কার জন্মে কেঁপে উঠেছে? একি যে সে কথা, বাবাজী? ভূমিকম্প জলকম্প সূর্য্যকম্প মায় ঘরে ঘরে হৃদ্‌কম্প পর্য্যন্ত হ'য়ে গেল, তার বিবাহে একটা টু শব্দ নেই?

বল। সূর্য্যদেবের পশ্চিমাচলে শায়িত হ'বার আর বিলম্ব নেই, গোধূলি আগত-প্রায়। পিতা, আর কাল বিলম্বের প্রয়োজন কি? অনুমতি করুন, ভদ্রাকে পাত্রস্থা করি।

বসু। উত্তম, সম্প্রদানের সমস্ত উদ্যোগ কর।

শ্রীকৃষ্ণ। সুভদ্রা মাতৃদেবীগণের সহিত রৈবতক প্রদক্ষিণ ক'র্‌ছেন, এখনো পুরে এসে প্রবেশ করেন নি।

বল। সে কি? লগ্ন আগত-প্রায়, এখনো রৈবতক প্রদক্ষিণ ক'র্‌ছে? শ্রীকৃষ্ণ, অবিলম্বে সংবাদ প্রেরণ কর, অচিরাৎ বিবাহের উদ্যোগে কর, আর বৃথা সময় নষ্টের আবশ্যক কি?

(নেপথ্যে কোলাহল, বামাকণ্ঠে চীৎকার)

একি! অন্তঃপুর হ'তে বামাকণ্ঠের কাতর চীৎকার!

(বেগে সভাপালের প্রবেশ)

সভা। যদুপতি! যদুপতি! শীঘ্র আসুন! শীঘ্র আসুন! সর্ব্বনাশ হল—বিষম বিপদ উপস্থিত!

শ্রীকৃষ্ণ। কি. কি, ব্যাপার খানা কি? অকস্মাৎ এ কোলাহলের অর্থ কি?

সভা। হা যদুপতি! ভয়ানক কাণ্ড ঘটেছে! কুমারী সুভদ্রাকে গিরি-প্রদক্ষিণ কালে হটাৎ কোথা হ'তে এসে অর্জ্জুন হরণ ক'রে পালিয়েছে!

বল। সে কি কথা! অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ ক'রেছে? তুমি বাতুল নাকি?

সভা। আমি উন্মাদ নই, কিন্তু ধনঞ্জয়ের সাহস বিক্রমে সত্যই আমাকে উন্মত্ত ক'রেছে! কি সাহসী বীরপুরুষ! রাণীমাদের সঙ্গে কুমারী রৈবতক প্রদক্ষিণ, স্নান, পূজাদি কচ্ছেন, এমন সময়ে কোথা থেকে এসে চক্ষুর পলকে সুভদ্রাকে রথে উত্তোলন ক'রেই বেগে ধাবমান হ'লেন!

বল। উঃ বল কি বল কি! এত স্পর্দ্ধা—এত সাহস? চণ্ডাল হ'য়ে যদুনারীর প্রতি এত অত্যাচার! আরে মূর্খ! সে রথ পেলে কোথা?

সভা। আজ্ঞে, তিনি বৈকালিক মৃগয়ায় গমন ক'রেছিলেন; সে রথ লুকাইত রেখে এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়েছেন!

শ্রীকৃষ্ণ। এত রক্ষক এত সামন্ত তারা কেউ বাধা দিতে পাল্লে না?

সভা। অর্জ্জুনের বজ্রসারবাণে তারা সকলেই রণে ভঙ্গ দিয়েছে!

বল। ওহো হো! পিতৃদেব! এত অত্যাচার—একি সহ হয়? ধিক্

ধিক্! দ্বারকা থেকে অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ ক'রে নিয়ে গেল!

শকুনি। এ্যাঁ এ্যাঁ! কি হ'লো! এ যে উল্‌টে যায়! বাবাজী যে বরাসনে ব'সে গো! মধ্যিখান থেকে কনে চুরি গেল! সে কি কথা?

বল। দেখ কৃষ্ণ! তোমারি এ অযথা প্রশ্রয়ে
অর্জ্জুনের এত স্পর্দ্ধা হয়েছে বর্দ্ধিত!
নরাধম কুলাঙ্গার সেই ধনঞ্জয়ে
যথারীতি করিয়া আদর সম্ভাষণ,
এই তার হ'ল প্রতিদান? ধিক্ প্রাণ!
সে যেমন অকৃতজ্ঞ নীচ নরাধম,
সেই মত করিয়াছে নীচ আচরণ!
আরে আরে যদুকুলে হেন অপমান!
জানে না কি সে দুরাত্মা নির্ব্বীর অর্জ্জুন
প্রাণ হ'তে প্রিয় ভগ্নী সুভদ্রা আমার?
হা হা পিতা! কি বলিব ঘৃণা হয় মনে,
এ মুখ কেমনে আর দেখাব সমাজে—
লোক-মাঝে? হ'তে পারে প্রিয় সে তোমার!
তাই এই অত্যাচার হেন অনাচার
সহ্য কর তুমি, কৃষ্ণ, অম্লান বদনে!
কিন্তু আর রক্ষা নাই দুষ্ট পাণ্ডবের!
এ ব্রহ্মাণ্ড আমা হ'তে হবে নিষ্পাণ্ডব,
পাণ্ডুকুলে বাতি দিতে না রহিবে কেহ!
বস, তুমি দুর্য্যোধন! বস বরবেশে,
কেশে ধরি আনিব ভদ্রারে, কোথা যাবে—
কোথা গেলে নিস্তার পাইবে? ধনঞ্জয়ে
দেখ কিবা করি অশেষ দুর্দ্দশা! আমি
এনেছি তোমারে, আমি করিব প্রদান

তব করে, হ'য়োনা চঞ্চল কেহ ; যেবা
যেখানে বসিয়ে আছ, বরযাত্রীগণ,
বরসনে বস সবে নিজ নিজাসনে।
রণ ভেরী বাজাও সঘনে, সাজ সাজ
চারুদেষ্ণ, শাম্ব, কাম, সাত্যকি, সারণ !
উঠ, চল, যদুবীরগণ ! আক্রমণ
কর ক্ষত্রাধমে, কতদূর পলাইবে ?
ডুবিলে সলিলে তারে বাড়ব-অনলে
পোড়াব, ভদ্রারে এনে দিব, এই রাজা
দুর্য্যোধন-বামে। এস এস, চক্রধর,
চক্রকরে ঘোর রোলে পশহ সমরে !
এস এস, বিলম্ব ক'রোনা কেহ আর !
আন্‌রে, সারণ, মোর করাল মূষল !

সকলে। মার মার, আক্রমণ করহ অর্জ্জুনে !

(যদুবংশীয়গণের সদম্ভে প্রস্থান)

বসু। ওরে দাঁড়া দাঁড়া, আমাকে তোরা নিয়ে চল্! রণে কাজ নেই, রণে কাজ নেই, অর্জ্জুনকে ঘাঁটিয়ে দরকার নেই ! আমি এক কথায় সব মিট মাট করিয়ে দেব ! বাবা দুর্য্যোধন ! তুমি রেগে উঠোনা, বাবা ! যেমন আছ, তেমনি দলবল নিয়ে ব'সে থাক, আমি সেই হতভাগিনী কন্যাকে ফিরিয়ে নিয়ে আস্‌ছি। এঁ্যা—তাই ত—তাই ত ! অর্জ্জুন ক'ল্লে কি !

(প্রস্থান)

শকুনি। ও বাবাজী, ও বাবাজী ! এযে ভেসে যায়,
এখনো উপায় কর ; আমি ত ভুলিনি,
কত বড় বীর—কত বল !

দুর্য্যো। নীরবে বসিয়া থাকা-আর না উচিত ;
সখা—সখা অঙ্গপতি বীর-চূড়ামণি!
বীরদর্পে বীরতেজে অগ্রসর হও,
ভাই, রণে! যেমনে যেরূপে পার, সখে,
সুভদ্রারে আনিতেই হবে। মনে থাকে
যেন, অর্জ্জুন হরিল—ছি ছি ধিক্ প্রাণে—
আমার প্রাণের প্রাণ সুভদ্রা-রতনে!

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(প্রাসাদ সম্মুখস্থ পথ)

রোহিনী, সুতনু, দেবকী ও সত্যভামার প্রবেশ।

রোহি। ওরে! আমার কি হ'লো রে! হে মা দুর্গে! শেষে এই ক'ল্লে মা? সুভদ্রাকে অর্জ্জুন চুরি ক'রে নিয়ে গেল? ও মেজবৌমা, ও সুতনু, তোরা ত সঙ্গে ছিলি? এ বজ্রাঘাত কেমন ক'রে হ'লো? হা পোড়াকপালি! তোর কপালে এই ছিল?

সুত। আমরা কি ক'র্‌বো, দিদি? আমরা গিরি-প্রদক্ষিণ ক'রে স্নান পূজা ক'চ্ছি, কোথা থেকে অর্জ্জুন এসে খপ্‌ ক'রে সুভদ্রার হাত ধ'রেই সম্মুখে একখানা রথ দাঁড়িয়েছিল, তাইতে টেনে তুল্লে। আমরা চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠ্‌লেম, রক্ষকেরা তীর ধনুক নিয়ে বেগে ছুট্‌লো, মার মার শব্দে চারিদিক কেঁপে উঠ্‌লো, কোথায় বা অর্জ্জুন—কোথায় বা রথ!

রোহি। অ্যাঁ অ্যাঁ! একেবারে দ্বারকা ছাড়িয়ে পালিয়ে গেল নাকি?

সুত। ওগো নক্ষত্র বেগে ছুট্‌লো গো—নক্ষত্র বেগে ছুট্‌লো!

রোহি। সুতনু, ঐ না রামকৃষ্ণ দলবল নিয়ে ছুটে চ'লেছে! ও মা, কি হবে গো! বর যে ঘরে ব'সে রৈল! হায় হায়, কি সর্ব্বনাশ হ'লো গো! আয় আয় চ, আমরা খানিকটা এগিয়ে দেখি! আজ মাথা খুঁড়ে প্রাণ বার ক'র্‌বো!

(সত্যভামা ও সুতনু ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

সুত। মেজবৌমা, কেমন মজা হ'চ্ছে? মাগী বুক চাপড়াতে চাপড়াতে চ'ল্লো কেমন দেখছ? আমার ত ভারী আমোদ হ'চ্ছে, বাছা! উঃ কি বল্‌ব মেয়ের মা! নইলে নাকে ঝামা ঘ'সে দিতুম! ওলো, দ্যাখ্‌ দ্যাখ্‌ দ্যাখ্‌! শকুনি মড়া কেমন

ভঙ্গী ক'রে আস্‌ছে দ্যাখ্! ও বৌমা, মুখ পোড়ার মুখ আরো পুড়িয়ে দি আয়! সেই তেল কালি গোবর গুলে রেখেছি, ছাত থেকে ওর গায়ে ঢেলে দিই চ। সেই তেল কালি কার জন্যে গুলিছি, এখন বুঝলে ত? মড়া দুর্য্যোধনের মামা, আমার প্রাণের বেয়াই, একটু রসিকতা চাই ত?

সত্য। যে বিয়ের—যে মন্ত্র!

(উভয়ের প্রস্থান, তৈল কালী মাখা বিকৃত মুখে ও বিকৃত শরীরে শকুনির প্রবেশ)

শকুনি। ও বাবা! ও বাবা! একি, উপর থেকে পুষ্পবৃষ্টি হ'লো নাকি? এঁ্যা, এ যে গাল চিট চিট ক'চ্ছে! ওমা, এ কিসের গন্ধ গো! এ যে গোবর গোলা! গা ঘিন্ ঘিন্ ক'চ্ছে যে! ছ্যা ছ্যা! যদুমাগীরা এমন দর্জ্জাল? নাকানি চোবানি খাওয়ালে? এঁ্যা, বরের মামাকে কিনা তেল কালি গোবর গুলে উচ্ছুগু ক'রে নিলে? হাঃ তোর দুর্য্যোধন! আমায় দ্বারকায় এনে অপমান করা? আর বল্‌বই বা কাকে, যেমন কর্ম্ম তার তেমনি ফল ফল্‌বেইত! বাবা! সেই হস্তিনার কথা এখন মনে প'ড়্‌ছে! ভানুমতি! সাধ্বী সতী মা আমার! সুধু দুর্য্যোধনের গালে চুনকালি প'ড়্‌বে ব'লেছিলে, এখন যে তার মামাকে নিয়ে টানা টানি!

(ভীম ও সদানন্দের প্রবেশ)

সদা। এ দিকে এ দিকে আসুন,
দেখে যান একবার মামার গুণ!
আ মরি মরি! কি বাহার বেরিয়েছে,
যেন চাঁদপানা সেজেছে!
ভাগ্‌নের বিয়ে দিতে এসে
পোড়ার মুখেই লাগ্‌ল পোড়ার আগুন!

ভীম! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ বেশ বেশ! মাতুল? প্রণাম!
বলি কেমন আমোদ? কেমন প্রমোদ?
কি বল গো বৈবাহিক বরের মাতুল!
বরকর্ত্তা তুমি, একবার চেয়ে দেখ
আপনায়, কি সুন্দর সাজেতে সেজেছ!
ও মাতুল! ও শকুনি! মুখ নিচু কেন?

শকুনি। এঁ্যা এঁ্যা! কে তুমি—কে তুমি? কাকে কি ব'লছ? শকুনি এখন ভাগাড়ে! ও বাবা! তুমি ভীম না কি? এইবার হিমসিম খাওয়াবে রে,—হিমসিম খাওয়াবে! কোথা যাই বাবা! লেগে গেল দাঁতে দাঁতে! ও দুর্য্যোধন! ও কর্ণ! ও দুঃশাসন! শিগ্‌গীর আয় বাবা, মরি এখন ভীমের হাতে!

সদা। ওই যে ওই যে তেড়ে ফুঁড়ে আস্‌ছে দুর্য্যোধন!
একবার, প্রভু, মেল দুটো নয়ন!
আমার কথা থাক্‌বে ত,
দুর্য্যোধন তেল কালি মাখ্‌বে ত?
যোগাড় যাগাড় ঠিক্ ঠাক মিল্‌ছে আমার হাতে!
ও মামা! ও মামা! বলি বুঝ্‌ছ কিছু আঁতে?

(বেগে দুর্য্যোধনাদির প্রবেশ)

দুর্য্যো। এত অপমান—একি সহ্য করে প্রাণ!
বন্ধুবর! অর্জ্জুন হরিল সুভদ্রায়!
দুর্য্যোধন দ্বারকায় হ'ল হতমান!
বলরাম শিষ্য আমি, হ'য়ে নিমন্ত্রিত,
আসিলাম বরবেশে সুভদ্রার আশে,
অর্জ্জুন করিল তারে চুরি! চল চল
সতেজে সদলে সবে হই অগ্রসর,
বজ্রসার তীক্ষ্ণ শর হানি তার বুকে!
দেখি—দেখি কোন্ মুখে ফিরে যায় পাপী!

ভীম। স্বাগত হে ভৌমিক সম্রাট দুর্য্যোধন!
চিনেছ আমারে, বীর? কেবা যমোপম
আগুয়ান হইতেছে সম্মুখে তোমার?
আমি গদাধর, সেই বীর বৃকোদর,
তোমারে সাদরে সম্ভাষিতে আসিয়াছি—
বর ক'রে ল'য়ে যেতে হস্তিনা-প্রাসাদে!

দুর্য্যো। সখা, সখা, একি পাপ সম্মুখে আমার!
এই মাংসপিণ্ড পশু পাণ্ডব-পাংশুল
কি সাহসে নাহি জানি আমার সম্মুখে!
তবে কিহে পূর্ব্বাবধি ছিল যোগাযোগ!
দ্বারকায় দুর্য্যোধনে করি নিমন্ত্রণ
বররূপে, শেষে কি করিতে হতমান
এইরূপে? এখনো সম্মুখ হ'তে মোর
শীঘ্র ওরে স'রে যেতে বল; নহে যদি
একবার জ্বলে মম ভীম ক্রোধানল
ভস্ম হ'য়ে ভীমার্জ্জুন উড়িবে বাতাসে!

ভীম। কর্ণের উত্তর আগে মোর প্রত্যুত্তর—
কর্ণ যদি সহ্য করে তোর, কাপুরুষ!
তবে শোন্ বলি, ক্ষত্রাধম! ভেবেছিস্
যাহা তাই ঠিক্। পূর্ব্বাবধি ছিল আয়ো-
জন; সদলে পোড়াতে তোর পাপমুখ
যমরূপে এসেছি শিয়রে তোর, পাপী!
লজ্জা নাই, আরে আরে নরকের কীট,
এসেছিস্ বরবেশে সুভদ্রার আশে?
শোন্ রে দাম্ভিক দুর্য্যোধন! সপ্ত দিন
আগে, অর্জ্জুনের গলে দেছে বরমালা
বসুদেব-বালা—সেই অর্জ্জুন-মহিষী

ভদ্রাদেবী! কি জানিবি গূঢ় তত্ত্ব কথা?
দেখিলি ত পাণ্ডব কি বলে বলবান!
ভগবান বসুদেব কাহার বান্ধব,
এতদিনে বুঝিলি ত, কুরুকুলাঙ্গার?
এ কার্য্য যেমন তোর, নীচমতি, এই
তার লহ প্রতিদান মোর গদামুখে।

(গদার দ্বারা দুর্য্যোধনের মুখে কালি মাখাইয়া)

আরে মূর্খ! তোর বন্ধু বীর কর্ণ-সনে,
আক্রমণ কর্ ত্বরা—বীর ভীমার্জ্জুনে!

(ভীম ও সদানন্দের প্রস্থান)

দুর্য্যো। কি দেখ—কি দেখ, ওরে বর্ব্বরের দল,
ভীম মোরে কৈল অপমান সবা মাঝে!
হে মাতুল! এই তুমি বান্ধব আমার?
এর চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়ঃ তোমা সবাকার!
এস কর্ণ, এস এস, ভাই দুঃশাসন,
অপমান শোধ লই নাশিয়া পাণ্ডবে।

(শকুনি ব্যতিত সকলের প্রস্থান)

শকুনি। এখন আমি কোথায় যাই?
এযে দেখি বিষম বালাই!
এ বিয়ের কি এই মন্ত্র পড়্‌লে পাকে পাকে?
আর বল্‌ছিই বা কাকে!
বাবাজীর মুখেও ত পড়্‌ল কালি চুন,
কাজেই আমার লাভ—তার দ্বিগুণ!
ভানুমতি! বউমা আমার! ওমা সাধ্বি সতি!
ফলিয়ে দিলি ফল হাতাহাতি!

জাম্বা থাক্‌তে যে মূর্খ বিয়ে কর্‌তে যায়,
এম্‌নি তরই গাল দুটি তার চুন কালি খায়!
মরি, হায় হায় হায়!

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক ।

(প্রভাস-তীর)

(রথারোহণে অর্জ্জুন ও সুভদ্রা ; দারুক ভয়ে কম্পমান)

দারু। আমায়—আমায় ছেড়ে দাও, নহে শীঘ্র
চল দূর—দূর দেশান্তরে ! কোথা যাব—
কেমনে এড়াব আমি রামদৃষ্টি হ'তে ?
জান না—জান না, তুমি বীর ধনঞ্জয়,
বলরাম মহাক্রোধী, বংশ-অভিমানী,
বড় ক্রোধ পাণ্ডবের প্রতি। আহা, ওকি
কর, ছাড় ছাড় মোরে, অশ্বরজ্জু মোর
কেন—কেন কেড়ে নিতে চাও ? ওই—ওই
শোন, অদূরে ভীষণ কোলাহল ! ওই
বুঝি আসিতেছে কৃষ্ণবলরাম ! ওহো
গভীর সমর বাদ্য বাজে ! প্রাণ কাঁপে
ত্রাসে, ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও মোরে !

অর্জ্জু। এই
সামান্য কারণে আজি হইলে বিহ্বল !
তুমি যাদব-সারথি ? ছি ছি ! এত হীন-
মতি ? পূর্ব্বে শুনেছিনু আমি বীর তুমি,
বিমান-বিক্রমে তুমি মাতলি সমান,
এই তার দিলে পরিচয় ? ছিছি ছিছি,
কোন্ গুণে নাম তব সারথী-প্রধান ?

দারু। সব জানি, বাক্য তব শিরোধার্য্য মানি,
কিন্তু রামাদেশ আমি লঙ্ঘিব কেমনে ?
জানে মনে বুঝ তুমি, হে জ্ঞান-প্রবীণ !

তোমার না রবে হেন দিন ; সুখী হবে,
সুভদ্রারে ল'য়ে যাবে ইন্দ্রপ্রস্থ-পুরে।
আমি কোথা গিয়ে বল এ প্রাণ বাঁচাব ?
রাম-কাছে যমালয়ে নাহি পাব ত্রাণ।

(নেপথ্যে ঘোর কোলাহল)

অর্জ্জু। রাখ রথ, এখনও বাক্য রাখ মোর।
ওই শুনিছ না কাণে দূর-কোলাহল ?
আরে অন্ধ, রে বধির, সারথি-অধম,
ওই শুনিছ না দূরে যদুবীরগণ
ধনঞ্জয়ে মহারণে করে আবাহন ?
তোর তুচ্ছ প্রাণ-হেতু আমি পৃষ্ঠ দিব ?
আরে মূর্খ, পুনঃ সাধ অশ্বের চালনে ?
সুভদ্রে! সুভদ্রে! একি সারথি তোমার!

সুভ। প্রভু—প্রভু, পতিদেব, পার্থ, প্রাণেশ্বর!
তব তেজে আমি তেজস্বিনী। আর কারে
করি ভয়, যখন ব'সেছি তব বামে!
দারুক সভয়ে কাঁপে রাম-রোষভয়ে,
তোমার বীরত্ব-তত্ত্ব কেমনে বুঝিবে ?
মার্ত্তণ্ড-প্রভায় তব আমি হে কিরণ,
বীরাঙ্গনা বীরপত্নী বীরবালা আমি।
দাও, স্বামী, দাও মোরে অশ্বরশ্মি-ভার,
আমি চালাইব রথ, রণ-অশ্বগণে
ক্ষিপ্রগতি-ভরে আমি করিব সংযত।
অর্জ্জুন-মহিষী আমি, কঠোর পরীক্ষা
মোর লহ, প্রভু, প্রথম মিলন-কালে!
ভবিষ্যৎ বোঝ, নাথ, হেরি বর্ত্তমান।

দারুকে বন্ধন কর রথ-দণ্ড-সনে,
দারুক সভয়চিত রাম-আক্রমণে।

অর্জ্জু। কোমলে কঠিন কভু মিশে কি, সরলে?
অর্জ্জুনের প্রণয়িনী অয়ি বীরাঙ্গনে!
অর্জ্জুন থাকিতে পাশে তোর, তুই তার
হাত হ'তে অশ্ব-রজ্জু কেড়ে নিবি? আহা,
তবে আয়, শশাঙ্কের অঙ্কে বসি, আয়
লো শশকি—শশধর-মুখি! অশ্বরশ্মি
ধরিয়া শ্রীকরে, প্রণয়ের রশ্মিরাশি
বিলাও জগত-চরাচরে! সে প্রভায়
অর্জ্জুন হউক প্রভাময়! হে দারুক,
বাঁধ বুক, ভয়কম্প করহ বর্জ্জন;
তোমারে বন্ধন করি রথ-দণ্ড-সনে,
কঠোর দায়িত্ব হ'তে কর মুক্তিলাভ।

(দারুককে বন্ধন)

দারু। বাঁধ মোরে, এও ভাল রাম-ক্রোধ হ'তে!

(যদুবংশীয়গণের প্রবেশ)

মদন। আক্রম', হে যদুগণ, পাপাত্মা পাণ্ডবে!
কোথা যাস্—কোথা যাস্, আরে নীচাশয়!
রামানুজা সুভদ্রারে করিয়া হরণ
কোথায় পলাস, ওরে বর্ব্বর ইতর
নারীচোর? এত স্পর্দ্ধা তোর রে শৃগাল!
সিংহের শাবকী প্রতি ঘৃনিত বাসনা?
মৃত্যু তোর হইতেছে ক্রমে অগ্রসর,
বক্ষপাতি লহ মোর তীক্ষ্ণ বজ্রশর!

অর্জ্জু। কোমল কুসুমাঘাত অতি মনোরম,

বাজিল মরমে মোর, শুন হে মদন!
শ্রীকৃষ্ণের পুত্র তুমি, তব পঞ্চশর,
ক্ষুধিত এ প্রেমানলে দিল ঘৃতাহুতি!
তোমরা বালক অতি, গৃহে ফিরে যাও,
রামকৃষ্ণে করহ প্রেরণ রণস্থলে।

সাত্য। এত স্পর্দ্ধা! রামকৃষ্ণে দরশন-সাধ।

(অর্জ্জুনকে আক্রমণ)

অর্জ্জু। অশ্বরশ্মি করহ সংযত, প্রণয়িণি,
দেখ—দেখ কিবা শাস্তি দেই যদুগণে!

(ঘোর যুদ্ধ)

মদন। সহেনা—সহেনা ওরে অর্জ্জুনের বাণ!
ঘোর কালানল যেন জ্বলে চতুর্দ্দিকে

(ভঙ্গ দিয়া সকলের পলায়ন)

নেপথ্যে ভীম। আরে মূঢ় কাপুরুষ যাদব সমাজ!
নাহি লাজ—ভীম-সনে সমর-বাসনা?
আগে মোর গদা হ'তে লভ পরিত্রাণ,
তার পর অর্জ্জুনের পাবি সন্নিধান!

(বেগে তমালীর প্রবেশ)

তমা। আগ্নেয় পর্ব্বত হ'তে অগ্ন্যুদ্গম সনে
কোথা তুমি পালও, হে তপ্ত লোষ্ট্ররাশি!
জ্বালামুখী অগ্নি-শিখা রাখিয়া পশ্চাতে!
হেন প্রেম-রীতি-নীতি কোথা শিখেছিলে?
দয়া ধর্ম্ম স্নেহ মায়া এই কি তোমার,
ধনঞ্জয়? এই কি হে হ'লো সুবিচার?
শ্রীপদ-শরণা অভাগিনী প্রেম-ভিখা-

রিণী বালিকারে কোন্ মতে কর তুমি
প্রত্যাখান? শুষ্ক কণ্ঠে জ্বলন্ত পিপাসা
ল'য়ে, চাহিলাম, প্রেম-সিন্ধু! তব বিন্দু
মাত্র বারি দিয়ে পারিলে না মিটাইতে
পিপাসীর প্রবল পিপাসা? বিনিময়ে
তার, জ্বলন্ত অঙ্গার ঢেলে দিলে! বল,
নাথ, কি দোষ ক'রেছি শ্রীচরণে? কেন
তমালীরে পথেতে বসালে, প্রাণেশ্বর?
রূপে গুণে কোন্ অংশে অপকৃষ্ট আমি?
আমা হ'তে কোন্ মতে সুভদ্রা অধিক?
এখনো বিচার কর, এখনো ভাবিয়া
দেখ মনে, এখনো ত র'য়েছে সময়,
প্রাণাধিক! নাও—তুলে নাও বক্ষমাঝে,
পত্নী ব'লে স্থান দান কর পদপাশে!
সুভদ্রারে যদি না ভুলিতে পার, স্বামি,
থাক্, তাহে নাহি খেদ মম; ও যেমন
ব'সে আছ থাক্ সেই রূপে। আমারেও
বসাও তোমার ডানি দেশে। যত কিছু
বল, কোন কথা শুনিব না, কোন মানা
মানিব না। তোমার ভদ্রার দাসী হব,
তবুও তোমারে সদাই দেখিতে পাব
চোখে! আমারে ঠেলো না, পতি, প্রভো!
আমি বড় তাপিতা রমণী; ভেবে দেখ
মনে, পিতার পরম বৈরি তুমি; নিজ
হাতে আমার সর্ব্বস্ব হ'রে নেছ; তবে
নাও, আমার সর্ব্বস্ব ধন তুলে নাও!
আমারেও দাসী ব'লে কর সমাদর!

অর্জ্জু। আরে আরে, পুনঃ তুই এসেছিস্ হেথা,
রে রাক্ষসি! এখনো সে পাপ-ইচ্ছা প্রাণে?
এখনো ছলনা তোর—সে পাপ বাসনা?
পাপীয়সি, প্রাণ-হীনা, অনার্য্য-নন্দিনি,
তোর মত ভেবেছিস্ মোর নীচ প্রাণ!
পত্নী ব'লে দিব তোরে স্থান, কলঙ্কিনি?
দূর হ রে—কালামুখি কলুষিত-প্রাণা!

সুভ। ওই সেই—ওই সেই প্রেতিনী পিশাচী,
সখীভাবে এসেছিল আমার নিকটে।
আমারে সুদূরে ফেলে, তোমারে আমার
প্রাণ থেকে কেড়ে নিতে চায়! এ জগতে
কারে না ডরাই আমি, শুধু ভয় ওরে!
শত্রু—শত্রু—প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দী ওই
নারী! চল চল করি পলায়ন হেথা
হ'তে! রাক্ষসীর বিষাক্ত বাতাস যেন
না লাগে তোমার, প্রভু, পবিত্র শরীরে!
কি কাজ বিলম্বে আর? হই অগ্রসর।

(অগ্রসর হওন)

তমা। কি বলিলি—কি বলিলি, ওলো সর্ব্বনাশি!
আমার বিষাক্ত বায়ু লাগিলে অর্জ্জুন-
কায়ে, অর্জ্জুন কলঙ্কী হবে, কালামুখি?
এ কথা বলিতে লজ্জা হ'ল না রে তোর?
কার প্রাণ থেকে—কেবা কারে কেড়ে লয়,
ওই শূন্যে দিনমণি সত্য সাক্ষ্য দেয়!
তোর শত্রু—প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দী আমি?
এখনো আমার কথা রাখ, রথ রাখ,

রথ রাখ! অশ্বরজ্জু কর রে শিথিল,
কি শক্তি আমার কাছে দেখাস্, মানবি!
এই ধরিলাম অশ্বমুখ, চালা দেখি—
কত বড় বীরাঙ্গনা তুই!

সুভ। তবে দ্যাখ!

(তমালীকে কশাঘাত করণ)

তমা। ওহো, তুই কশাঘাত করিলি আমায়?
অর্জ্জুন-সমক্ষে মোরে কৈলি অপমান?
তবে আর দোষ নাই মম, আর তোর
নাহি ত্রাণ! আজ তোর মৃত্যু মোর হাতে।

(ত্রস্তে ছুরিকা বাহির করতঃ রথোপরি উঠিয়া সুভদ্রার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক শিরশ্ছেদে উদ্যত হওন)

অর্জ্জু। আরে কি করিস্, চণ্ডালিনি! এত বল!
আমার সমক্ষে ভদ্রারে নাশিতে যাস,
পাপীয়সি? দূর হ রে রাক্ষসী প্রেতিনি!

(সবলে তমালীকে ভূমিতলে পাতিত করণ)

তমা। অর্জ্জুন! আমারে তুমি ঠেলে ফেলে দিলে—
নিজ হাতে আমারে বসালে ধূলিমাঝে!
সত্য—সত্য—ঘৃণায় ত্যজিলে অনাথারে!
হ'ল না—হ'ল না মোর বাসনা সফল!
তবে আর কার তরে রব এ সংসারে?
কে আর আমার বলি করিবে যতন?
সব গেল! তমালীর সব ভেসে গেল!

না না, তা হবেনা ; অর্জ্জুন! অর্জ্জুন ! শোন—
তোমারে হৃদয় দেছি, প্রেম ঢেলে দেছি,
সে প্রণয়—সে হৃদয় আর ফিরে নেব ?—
মনেও দিও না স্থান—ভ্রমেও ভেব না !
দাঁড়াও—দাঁড়াও, স্বামী, পার্থ, প্রাণাধিক !
বড় ভাল বেসেছিনু, জন্মের মতন
এইবার—শেষবার প্রাণ-মন-ভরি
দু'নয়ন পূর্ণ করি দেখি তব রূপ !
যে ব্যথা—যন্ত্রণাময় প্রণয়-সম্ভার
অন্তরের অন্তস্তরে করিয়া বহন—
দেশে দেশে ক'রেছি ভ্রমণ তোমা হেতু,
সেই অনর্থের কেতু রক্তমাখা প্রেম
হৃদয়ের রক্ত ঢেলে দেই উপহার !
ধর—ধর, প্রাণনাথ ! তাপিত বুকের
রক্তরাশি, রক্ত দিয়ে—গাঢ় তপ্ত রক্ত-
স্রোতঃ দিয়ে করিনু বরণ পতিরূপে !

(নিজ বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া)

ধর্—ধর্, রে সতীনি কাল-ভুজঙ্গিনি !
অঞ্জলি অঞ্জলি পূরি রক্তের প্রবাহ
ছড়াইনু রাঙ্গা রাঙ্গা তোর কলেবরে !
তমালীর বক্ষোরক্তে হইয়া রঞ্জিত
প্রেমব্রত কর্ উদ্‌যাপন, চণ্ডালিনি !
এ জন্মে শোনিত দিয়ে করিনু বরণ,
পরজন্মে পার্থই আমার প্রাণপতি !

(পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া)

অর্জ্জুন ! অর্জ্জুন ! শেষ জন্মের মতন

পতি বলি কৈন্থু সম্বোধন! চলিলাম
স্বর্গলোকে। ভদ্রা, ভদ্রা, তোরে ছেড়ে দিনু
আমার অর্জ্জুন—মনোময় প্রাণধনে!
রৈবতকে তমালীর শ্মশান-বাসর!
কর্ রে মঙ্গল ধ্বনি বিশ্ব চরাচর!
ভাল থাক, সুখে থাক, সুভদ্রা—অর্জ্জুন!
অর্জ্জুন—অর্জ্জুন! আহা প্রাণ-ভরা নাম!

(পতন ও মৃত্যু)

সুভ। আহা, অভাগিনী! এত ভুল কেন ভেবে
ছিলি? আহা, হেন ভাবে প্রাণ দিলি! ওহো,
নয়নে না দেখা যায় এ দৃশ্য ভীষণ!
ওই, প্রভু, পুনঃ উঠে ভীম কোলাহল,
উঠিতেছে সিংহনাদ ভীমকণ্ঠ হ'তে!
বাণের গর্জ্জন ঠনঠনি! হুহুঙ্কারে
ছেয়ে যায় দিঙ্মণ্ডল! চল যাই,
তমালীর মৃত্যু দৃশ্য না পারি দেখিতে।

অর্জ্জু। আর কোন বাধা নাই, পথ নিরাপদ,
সুভদ্রা-সম্পদ ল'য়ে যাই দূর দেশে,
অবশিষ্ট বর্ষদ্বয় করিয়া যাপন,
অর্জ্জুনের বনবাস—রহস্যাভিনয়
শেষ করি, সুভদ্রারে ধরি বক্ষমাঝে!

(রথারোহণে উভয়ের প্রস্থান)

নেপথ্যে রুদ্র। তমালি! তমালি! ওরে, দাঁড়া ক্ষণ তরে—
জন্মের মতন একবার দেখে লই—
হাতে ক'রে গড়া সেই চাঁদমুখ-খানি!

(রুদ্রমালী, তক্ষক ও অশ্বসেনের প্রবেশ)

এঁ্যা—এঁ্যা—একি একি! ম'রেছে ম'রেছে?
চিরদিন-তরে চলে গেছে অভাগিনী?
রক্তমাখা—রক্তমাখা সোণার প্রতিমা!
হাহা হাহা—এই তোর শেষ পরিণাম!

অশ্ব। তমালি! তমালি! এই তোর মনে ছিল?

তক্ষ। নিদারুণ লোমহরষণ শোক-ছবি!

রুদ্র। এই কি প্রলয়?—প্রলয়ের সূত্রপাত?
কালগর্ভে ডুবে যাবে বিরাট প্রকৃতি?
অথবা পৃথিবী হ'তে স্নেহ দয়া প্রেম
পূণ্যের প্রতিভা—স্বর্গের পবিত্র ভাব—
ধরা হ'তে মহাব্যোমে সমূলে মিশাবে?
ভীমতম নরকের কাল-নারকীয়
তমোরাশি—প্লাবিল ব্যাপিল ধরাতল?
আরে রে অভাগী কন্যা—নির্ব্বোধ সরলা!
অভাগা পিতার মুখ-পানে একবার
দেখিলি না চেয়ে! অর্জ্জুনের পাপপ্রেমে
ম'জে—এই ফল লভিলি, অনাথা মেয়ে!
নানা নানা—সব মিথ্যা—সব মিথ্যা ভবে!
তমালী অবিশ্বাসিনী—তমালী ম'রেছে!

তক্ষ। এ দৃশ্য—শোকের এই নিদারুণ ভীম-
ছবি—আর না নয়নে দেখা যায়! আহা,
এতদিনে রুদ্রমালী হ'লো অসহায়!

রুদ্র। নানা নানা—বেঁচে আছে, এখনো ম'রেনি!
এই দেখ—দেখ রে নয়ন! তমালীর
নাসিকায় ধীরে ধীরে পড়িছে নিশ্বাস।

হাহা হাহা এই যে পলক নড়ে! আহা,
ধীর বাতাসের মৃদু হিল্লোলের ভরে
যেমন কম্পিত কিশলয়, দেখ নড়ে—
অতি লঘু অতি ক্ষীণ নড়িছে পলক!

তক্ষ। হায় হায়, এতক্ষণে বীর রুদ্রমালী
পূর্ণরূপে হইল উন্মাদ; আর জ্ঞান—
সত্যজ্ঞান ফিরিবে না মস্তিষ্ক-মাঝারে!
এইরূপ উন্মত্ততা চেয়ে, রুদ্রমালি,
মরণ (ই) মঙ্গল তব! হায়, এতদিনে
সত্যই অনার্য্যবংশ হৈল পিতৃহীন।

রুদ্র। দেখ দেখি, হৃদ্‌পিণ্ড ধিকি ধিকি নড়ে!
ধমনীতে ধীরি ধীরি চলে রক্তস্রোতঃ,
নাসায় নিঃশ্বাস পড়ে—হৃদ্‌পিণ্ড নড়ে,
তবে—তবে কে বলিল ম'রেছে তমালী?

তক্ষ। রুদ্রমালী, প্রকৃতিস্থ হও ক্ষণতরে,
তমালীরে আর কোথা পাবে? ভাগ্যহীনা
চ'লে গেছে জন্মের মতন শান্তিধামে!
তোমারো ভরসা আশা সব মিশায়েছে!

রুদ্র। কে তোরা—বর্ব্বর দস্যু চোর গুপ্তঘাতী!
আমার কন্যারে গুপ্তহত্যা করিবারে
এসেছিস্ মোর পাছে পাছে? দূর হও,
থেকো না সম্মুখে মোর, শীঘ্র দূর হও!

তক্ষ। তোমার সরল বন্ধু আমি যে তক্ষক,
আমারে কি পার না চিনিতে, বন্ধুবর?

রুদ্র। সত্য কথা—সত্য কথা—তমালী ম'রেছে?
সত্য সত্য চ'লে গেছে ইহলোক হ'তে?
তা হ'লে তোরাই মেরেছিস্! অসহায়

পেয়ে মোরে—অসহায় পেয়ে তমালীরে
গুপ্তছুরি হেনেছিস্ তমালীর বুকে!
তাই—তাই তমালী ম'রেছে! নহে আমি
তারে পারিতাম রক্ষিতে সহজে! ওহো,
তমালি! তমালি! তবে দাঁড়াও ক্ষণেক,
আমারে একেলা ফেলে যাস্‌নে, বাছনি!
আমি তোর সঙ্গে যাব, ওরে, আর মোর
কে আছে এ আঁধার সংসারে? শোন শোন,
স্বর্গবাসী দেবতা সকল! শূন্যে শূন্যে
ফের' যারা ব্যথা হরিবারে, এস এস—
কৃপা কর একবার, প্রাণ দাও—দাও
ফিরে আমার প্রাণের কন্যা তমালীরে!
কই—কই, কেহ না উত্তর দাও? আমি
কাতরে বিনয়ে ডাকি, তমালীর প্রাণ-
ভিক্ষা চাই! কারো দয়া হইল না প্রাণে!
তবে কি আমার কেহ নাই এ জগতে?
তমালী আমারে ফাঁকি দিলি? ক' মা,
একবার চেয়ে দেখ অভাগার পানে!
চাইলিনি? চাইলিনি? আরে রে পাষাণি!
শেষ কথা রাখিলিনি? ফেলে চ'লে গেলি?
ওরে, তুই কেমনে একেলা যাবি তথা?
আমার ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে ছিলি,
কখন চোখের আড় করিনি তোমারে—
একাকিনী কেমনে তথায় যাবি, মাগো!
সে যে বড় ভয়ঙ্কর স্থান! শিশু তুই—
কেমনে যাইবি, বাছা! আমি সঙ্গে যাব!
এই যে ব্রহ্মাস্ত্র হেরি তমালীর করে,

তমালীর রক্তমাখা শাণিত ছুরিকা—
আয় মোর মৃত্যুপথ কর্ পরিষ্কার!
তমালী দাঁড়িয়ে ওই—ওই—ওই দূরে!
ওই দূরে তমালী আমারে ধীরে ডাকে
যাই মা—যাই মা, ওমা, দাঁড়া ক্ষণতরে

(তমালীর হস্ত হইতে ছুরিকা কাড়িয়া লইয়া নিজ বক্ষে আঘাত, পতন ও মৃত্যু)

তক্ষ। রৈবতক! রৈবতক! হে দুর্গ অচল!
রুদ্রমালী তমালীর অন্তিম পরীক্ষা-
পরিণাম, জ্বলন্ত অনলাক্ষরে—থরে
থরে হইল অঙ্কিত—সুভদ্রা-হরণে!
রৈবতক! রৈবতক! কীর্ত্তিস্তম্ভ তুমি!—

সমাপ্ত।